২০২৫ খ্রি.

ধন্য ফাদার মরোর স্মনণোৎসব
ঐশপরিকল্পপনায় ফাদার মরোর আস্থা

আজকে যে বিষয় নিয়ে ধ্যান ও আলোচনা করেছি, “ঐশপরিকল্পপনায় ফাদার মরোর আস্থা” সেই একই মূলভাব নিয়ে খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি সমবেত হয়েছি।

মূলভাব নিয়ে যেন ধন্য ফাদার মরোর দিবস উদ্‌যাপন করতে পারি তার জন্য ঈশ্বরের বাণী আমাদের কাছে আসছে দুটো শাস্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে:

প্রথম শাস্ত্রপাঠে সাধু পল বলছেন: “ঈশ্বর যে আহ্বান তোমাদের জানিয়েছেন, তারই উপযুক্ত হোক তোমাদের আচরণ”: পবিত্র ক্রুশ সংঘ আমাদের আহ্বানটাই হচ্ছে আমাদের সংঘের ক্যারিজম।

(১) ঐশপরিল্পনা: ডিভাইন প্রভিডেন্স

ফাদার মরোর শিক্ষা অনুসারে আমাদের ক্যারিজমের মূলকথা, সংঘের ভিত্তিমূল হচ্ছে: “ঐশপরিকল্পনা”। “ঐশপরিকল্পনা” সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। তাত্ত্বিক আলোচনায় না যেয়ে খুবই সাধারণভাবে বললে তিনটি ভাব আসে:

- আমাদের (ব্যক্তি ও সংঘের) জন্য ঈশ্বরের **পরিকল্পনা** আছে: তার স্বপ্ন আছে। তাঁর ইচ্ছা।
- ঐশপরিকল্পনার দিকে ঈশ্বর **পরিচালন** করেন, পরিপকল্পনা তিনি পরিপালন করেন।
- ঐশপরিকল্পনা প্রতি নিয়ত চলমান = যুগে যুগে চলমান; সময়োপযোগী হয়ে উঠি
- ঈশ্বর পরিকল্পনা তিনি **পরিপোষণ** করেন; ঐশভালবাসা, যত্ন, তত্ত্বাবধান, ঐশ-অনুগ্রহ ও শক্তি, আত্মিক দান – প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পরিপুষ্টি সাধন করেন।
-

নিজের জীবনে ও সংঘের জন্য প্রয়োক করলে অন্যভাবে বললে আরও স্পষ্ট হতে পারে:

- ঈশ্বরের পকিল্পনা: আমার পরিকল্পনা / ইচ্ছা / প্রকল্প নয়;
- ঈশ্বরের কাজ: ফাদার মরো সর্বদা বলেছেন; আমার কাজ নয়, বরং ঈশ্বরের কাজ; তিনি পরিচালনা করেন।
- ঈশ্বররের অনুগ্রহ: যত্ন, ভালবাসা, তত্ত্বাবধান করেন। “তার হাতের অযোগ্য হাতিয়ার, তিনি ব্যবহার করেন মহৎ কিছু করার জন্য।

(২) ঐশ-পরিকল্পনার প্রতি সাড়াদান:

- ঈশ্বরের ইচ্ছা অবধারণ করা: আত্মায় আবধারণ; ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা জানা
- ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আত্ম-সমর্পণ, আস্থা রাখা, বিশ্বাস করার, ভরসা করা, নির্ভর করা
- ঈশ্বরের কাজ দেখে আমরা বিস্মিত হই, অবাক হই, আনন্দিত হই, প্রশংসা করি

(৩) ঐশ-পরিকল্পনার আধ্যাত্মিকতা

- ঐশ-পরিকল্পনা, ঈশ্বরের ইচ্ছার সর্বদা প্রকাশমান, চলমান
- আত্মার শক্তিতে অবধারণ করা – ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ভাবে; এবত্রে অবধারণ করা; পবিত্র আত্মা আমাদের কাছ থেকে কী চান। সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হওয়া – আত্মায় সংলাপ, আত্মায় প্রার্থনা
- আমাদের অযোগ্যতা, বিফলতা, আমাদের মধ্যে অনৈক্য, কর্মে ও সেবাকাজে, তথাকথিত আমাদের উচ্চাকাঙ্খা, অর্জন ও সাফল্য ও অহংকার – ঐশপরিকল্পনার অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যায়।

- আমাদের জীবনে ঐশপরিকল্পনার ব্যর্থতা, আমাদের আত্মত্যাগ আমাদের জীবনে ক্রুশ – যা আমাদের একমাত্র আশা

শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

স্বর্গোন্নীতা মারীয়ার নামে উৎসর্গীকৃত **চড়াখোলা গ্রামের নবনির্মিত গির্জা** আজ মহাসমারোহে উদ্বোধন ও আশীর্বাদ করা হচ্ছে। এই মহোৎসবের আনন্দে অংশীদার হতে পেরে আমিও আনন্দিত।

এই গির্জাটি নির্মাণের পরিকল্পনা ও সূচনায়, ঢাকার ধর্মপালের মেয়াদকালে, আমার সুযোগ হয়েছিল জনগণের সাথে যাত্রা করার। খোলামাঠে দাঁড়িয়ে শিশু-কিশোরদের কাছে কাছে প্রশ্ন করেছিলাম: "তোমরা কি গির্জা চাও? তোমরা কি গির্জা ব্যবহার করবে? তোমরা কি গির্জাটি রক্ষা করবে? এই গির্জা দেখাশুনার করার দায়িত্ব তোমরা হাতে নেবে?" সব প্রশ্নের উত্তরে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করে বলেছিল "হ্যা"। পরিশেষে বলেছিলাম: "তোমাদের শিশুমনের বাসনা ঈশ্বর শ্রবণ করুক।"

গির্জাঘর নির্মাণ শুধু দেহ-মনের একটি জাগতিক ক্রিয়া নয়। খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি একটি আধ্যাত্মিক ক্রিয়া এবং উপলব্দিও বটে। গির্জা নির্মাণ স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ আমাদের মাঝে ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন, যুগপ্রবাহ ধরে জনগণের মধ্যে ঈশ্বরের কর্মকীর্তি, পবিত্র মন্দির থেকে প্রবাহিত আমাদের জন্য প্রসাদ ও অনুগ্রহ ধারা, খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐক্য ও মিলন বন্ধন, ভক্তদের প্রার্থনাময় অন্তর এবং তাদের ভক্তি-ভালবাসা ও আরাধনায় অভিব্যক্তি, মিশনারী ভগ্নি-মণ্ডলীর সাহায্য সহযোগিতা, প্রার্থনা ও উপাসনার মাধ্যমে আর অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সংলাপ এবং তাদের প্রতি সেবার তাগিদ, ইত্যাদি।

মানুষের মাজে ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণ কাজে "স্বর্গোন্নীতা মারীয়া" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। একদিকে আমরা যারা খ্রিস্টবিশ্বাসী আমরা সবাইতো স্বর্গোন্নীতা মারীয়ার আশীর্বাদ লাভ করছি। আমরা আমাদের জীবন ও সাক্ষ্য দ্বারা প্রভুর গৃহ নির্মাণের কাজ করে যাচ্ছি যাতে তিনি বাস করতে পারেন। অতএব আজকের নবনির্মিত গির্জা আশীর্বাদের দিনে চড়াখোলাবাসী প্রতিপালিকাকে নিয়ে ধ্যান করবে এবং তাকে অনুসরণ করার জন্য নবপ্রেরণা লাভ করবে।

স্বর্গোন্নীতা মারীয়ার নামে উৎসর্গীকৃত নবনির্মিত গির্জায়, প্রার্থনা-উপাসনা ও প্রভুর স্মরণানুষ্ঠান করতে, চড়াখোলা গ্রামের বিশ্বাসী জনগণ যেন সবাই মিলে "উপাসনার মন্দির" হয়ে ওঠে সেটাই আমার কামনা ও প্রার্থনা।

আশীর্বাদান্তে,

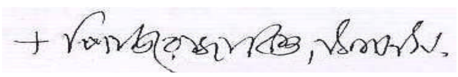

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ, ঢাকা আর্চডাইয়োসিস
জানুয়ারি ৩, ২০২৫ খ্রি.

"আশার তীর্থযাত্রী আমরা"

মণ্ডলীর ২০২৫ জুবিলীবর্ষ ও পুণ্যবর্ষ

কার্ডিনাল প্রাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

॥ ক ॥ জুবিলীবর্ষ ও পুণ্যবর্ষের মঙ্গলবাণীর প্রেরণা: "আশা আমাদের ছলনা করে না"

বিগত ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ৯ মে, পোপ মহোদয় ২০২৫ খ্রিস্টাব্দকে জুবিলী বর্ষ এবং পুণ্য বর্ষ বলে জারি করেছেন। এটি ৩১তম জুবিলী। ঘোষণাপত্রটির শিরোনাম: "আশা আমাদের ছলনা করে না" কারণ এই আশা ঈশ্বরের ভালবাসার নিশ্চয়তা দান করে (রোমীয় ৫:৫)।

পোপ মহোদয়ের একান্ত বাসনা যে, পুণ্যবর্ষ অনেকের আশা নবায়ন করাা সুযোগ দান করবে। জুবিলী সবার জন্য বিশ্বের মানুষের কাছে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। জুবিলীর আবেদন মণ্ডলীর সীমানা পেরিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির মানুষের কাছে পৌছে যাবে কেননা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য আশা থাকে। আমাদের জীবনটা যদি সুখ-দুঃখ, পরীক্ষা ও বাধা দিয়ে ভরা থাকে, আর আশা সকল যাতনা নিঃশেষ করে ফেলে দিতে পারে, তা হলে সাধু পল, যেমন অবাক করে আমাদের বলে: "আমরা তো আমাদের দুঃখ-দুর্ভোগ নিয়েও গর্ব করে থাকি; কেননা আমরা জানি যে, দুঃখ-দুর্ভোগ থেকে জাগে নিষ্ঠা আর নিষ্ঠা থেকে চারিত্রিক যোগ্যতা; আর চারিত্রিক যোগ্যতা থেকে অন্তরে জেগে ওঠে আশা। আর এই আশা তো কখনো ছলনা করে না; কেননা স্বয়ং পবিত্র আত্মা যিনি — আমাদের কাছে ঐশদান যিনি — তিনি আমাদের হৃদয় পরমেশ্বরের ভালবাসায় পরিপ্লুত করেছেন।" রোমীয় ৫:৩-৪

॥ খ ॥ বাস্তবজীবনে আমাদের আশা :

- কেন আশার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে?
- আমাদের জীবনে আশার অভাব অনুভব হয়? কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আশা হারিয়ে ফেলছি?
- কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আশা প্রকাশ করি?
- তীর্থযাত্রা: কী আশা করি? তীতে কেন যাই?

(১) আসছে জুবিলী বর্ষের জন্য আমাদের আশা কী?

খ্রিস্টমণ্ডলীতে জুবিলী সব সময়ই জনগণের একটি ঘটনা বলে পরিচিত। পোপ অষ্টম বনিফাস ১৩০০ খ্রিষ্টবর্ষকে পুণ্যবর্ষ হিসেবে প্রথমবার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা এসেছে রোমীয় জনগণের চাহিদা থেকে। জনগণ চেয়েছিল পাপের পূর্ণ ক্ষমা, ঈশ্বরের দয়া এবং "পাপের পূর্ণদণ্ডমোচন"। পরবর্তীতে ১৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পোপ দ্বিতীয় পলের সময় পর্যন্ত প্রত্যেক ২৫ বছর অন্তর অন্তর "পুণ্য দ্বার" উম্মোচন এবং পিতর ও পলের সমাধিতে তীর্থ করার ব্যবস্থা রোমে প্রচলিত হয়েছিল।

(২) ঐতিহাসিক ভিত্তি কোথায়? বাইবেলে লেবীয় পুস্তকে বিবরণ রয়েছে: দাসপ্রথা থেকে মুক্তি, কারাবন্দীদের মুক্তি, ঋণ মওকুফ করা হয়, ঈশ্বরের করুণা প্রদর্শন করা হয়। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৮ম বনিফাস প্রথমবার জুবিলী অনুষ্ঠিত হয়। ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দে ৫০ থেকে ২৫ বছরে পরিবর্তন করা হয়।

(৩) আধুনিক জগতে এর অর্থ কী? বর্তমানকালের পরিস্থিতিতে আগামী ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের জুবিলী হবে সমগ্র মণ্ডলীর জন্য পালকীয় একটি বিশেষ অনুগ্রহের মুহূর্ত যখন খ্রিষ্টবিশ্বাসী জনগণ তাদের বিশ্বাস, লোকভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের এক সুবর্ণ সুযোগ পাবে। অবশ্যই এই জুবিলী হতে হবে সঠিক ধর্মশিক্ষার আলোকে।

সাম্প্রতিক জগতের অবস্থা সর্বক্ষেত্রে যদিও শুভ নয় তথাপি এ অবস্থা তীর্থের পরিপন্থী নয়, কেননা তীর্থ সবসময় আশা জাগ্রত করে। বর্তমান কালের সকল নেতিবাচক পরিস্থিতিতে একমাত্র আশা পারে সকল অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে। এই প্রসঙ্গে প্রবক্তা ইসাইয়ার কথা স্মরণ করতে পারি: "সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ, আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না; কারণ প্রভুই আমার বল ও শক্তি, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ" (১২:২)।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এই প্রসঙ্গে বলেন: "জুবিলী সবসময়ই এমন একটি ঘটনা যা মণ্ডলীর জন্য আধ্যাত্মিক, মাণ্ডলিক এবং সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। জুবিলীর আধ্যাত্মিক দিক, যা আমাদেরকে মনপরিবর্তন করতে আহ্বান জানায়, তা যেন আমাদের সামাজিক জীবনের মৌলিক দিকগুলো সম্পৃক্ত হয়ে জীবনের সামগ্রিকতার অঙ্গভূক্ত হয়। যে-জগত ঈশ্বর আমাদের হাতে চাষাবাদ ও রক্ষা করার জন্য দিয়েছেন, সেখানে আমরা যেন সবাই তীর্থযাত্রী রূপে উপলব্ধি করি; আমাদের যাত্রাপথে সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং এই পৃথিবী যে আমাদের সবার অভিন্ন বসতবাটি – এই কথা ধ্যান করতে আমরা যেন কোনদিনও ভুলে না যাই।"

যুগ যুগ ধরে প্রভুর ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়, পরিবার ও শত্রুপক্ষদের মধ্যে মৈত্রীভাব স্থাপন করা হয়, যীশুর দিকে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ও ঐশ করুণার দ্বারা অন্তর উম্মুক্ত করা হয়।

জুবিলী বর্ষে মাণ্ডলিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কী দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় যা স্থায়ী ভাবে আমাদের মধ্যে থাকবে।

(৪) পূর্ণ দণ্ডমোচন লাভ। মণ্ডলীতে অনেক দিনের ঐতিহ্য। জুবিলী বর্ষ পাপের পূর্ণ দণ্ডমোচন পাওয়া যায়। অপব্যাখ্যা বা সঠিক ব্যাখ্যা হয় না। পাপ থেকে পাপস্বীকারের মাধ্যমে পাপের ক্ষমা লাভ করা হয়। কিন্তু পাপ ঈশ্বরের সাথে এবং মানুষের মধ্যে যে

ক্ষত বা প্রভাব সৃষ্টি হয়, তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় যাতে সামায়িক ভাবে শাস্তি বা দন্ড লাভ করে জীবনকে আরও সুন্দর করতে, নিরাময় করতে বিশেষ করে কষ্ট-যাতনা ভোগ করে, প্রার্থনা ও দয়ার কাজ করে দন্ড থেকে মুক্তি পেতে পারে।

(৫) পূর্ণ দন্ডমোচন লাভের জন্য করণীয়: জুবিলীর সময়ে যে দন্ডমোচন দেয়া হবে তা লাভ করতে হলে তীর্থের সময়: (১) নির্ধারিত পুণ্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করা, (২) খ্রিস্টযাগ অর্পন করা, (৩) পাপস্বীকার করা; (৪) পাপের প্রতি আসক্তি বর্জন করা (৫) পোপ মহোদয়ের উদ্দেশ্যে প্রভুর প্রার্থনা, দূতের বন্দনা ও তিত্ত্বের জয় বলে পার্থনা করা।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যথার্থই সমীচীন যে, ২০২৫ খ্রিষ্টবর্ষটি হবে ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত নিসীয় মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি। এই স্মরক-অনুষ্ঠান আন্তঃমাণ্ডলিক একটি ভাব দেবে, কেননা এই মহাসভাটি খ্রিষ্টতত্ত্ব বিষয়ক বিশ্বাসমন্ত্র মণ্ডলীতে প্রথমবারের মতো চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছিল যা আজ পর্যন্ত সর্বখ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ঐক্যের চিহ্ন হয়ে আছে। জুবিলী বর্ষে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করবে।

২০২৫ খ্রিষ্টবর্ষ: রোম নগরীতে বিভিন্ন দল বা শ্রেণির জন্য তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। তীর্থযাত্রা শুধু রোমে অনুষ্ঠিত হবে তা নয়। প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলী, তার আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসারে, নিজস্ব ভাষা ও প্রতীক-চিহ্নের মাধ্যমে জনগণ প্রকাশ করবে তাদের খ্রিষ্টবিশ্বাস, তারা সাক্ষ্যদান করবে এবং উৎসব-উদ্‌যাপন করবে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
জানুয়ারি ৩১, ২০২৫ খ্রি.

বন্ধু যিশু সংঘের আলোচনার জন্য:

১) কাউন্সিলর মনোনয়নের নীতিমালা: সংঘ-প্রধান ও সহকারী ও চ্যাপ্লেন ও সহকারী ছাড়া ৯জন সদস্য।

- প্রতিবছর এক তৃতীয় অংশ, তিন বছরের মেয়াদ শেষ হবার পর স্বেচ্ছায় এক বছরের জন্য অবসর গ্রহণ করবেন। তবে পরবর্তীতে পুনরায় কাউন্সিলর হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
- কাউন্সিলে আলোচনা করার পর অ্যাটিমেটরগণ থেকে নতুন তিনজনকে বেছেন পরবর্তী তিন বছরের জন্য।
- কাউন্সিলেরগণের সাথে আলাপ করে সংঘ প্রধান কর্তৃক প্রথম কাউন্সিলর নিয়োগ করা হবে
- ২০২৫ তিনজন অবসরে গেছেন: জেমস কাউন্ট, মায়া গাঙ্গুলী, পংকজ ডি'রোজারিও।
- নতুন কাউন্সিলর মনোনয়ন: টমাস বরুন গমেজ, মঞ্জু পালমা, সিলভেষ্টার পালমা
- সেক্রেটারি: রিতা রোজলিন কস্তা

২) অ্যানিমেটর ব্যবস্থাপনার বিষয় কোন মন্তব্য

৩) সংঘে কী কী অসুবিধা/সমস্যা অনুভব করেন যার সুরাহা প্রয়োজন ও প্রস্তাব
৪) কার্যক্রম ও প্রোগ্রাম বিষয়ে: ধ্যান সভা (আগমন ও প্রায়শ্চিত্ত), তীর্থযাত্রা; বার্ষিকী
৫) নতুন সদস্য নেওয়ার ব্যাপারে
৬) অঙ্গীকার নবায়ন: করণীয় দায়িত্ব
৭) সংঘের মূল্যায়ন: ভেতরের ও বাইরের
৮) প্রোগ্রাম ফিস ও বার্ষিক ফিস: পরিমাণ, সংগ্রহের পদ্ধতি। বিকাশের মাধ্যমে

Golden Jubilee of YMCA Bangladesh

Dear Madam President Marshia Mili Gomes, NGS Nipun Sangma, YMCA Members, Lay Leaders and Supporters, and Friends of YMCA Bangladesh,

It is with immense pride and profound admiration, I extend my warmest congratulations to YMCA Bangladesh on the joyous occasion of your Golden Jubilee. This landmark celebration reflects five decades of dedicated service, unyielding faith, and a mission-driven commitment to making a meaningful difference in the lives of individuals and communities.

YMCA Bangladesh’s 50-year journey stands as a shining example of how collective effort and shared vision can bring about continuity and lasting change. Through your initiatives, you have cultivated spaces for empowerment, fostered youth leadership, and championed inclusivity and justice. Your contributions have strengthened the social fabric of our society, inspiring hope and transformation at every step.

Being part of this wonderful event, I am deeply honored to witness and celebrate this remarkable milestone with the YMCAs of Bangladesh. This Jubilee is not only a time to cherish your achievements but also an opportunity to renew our dedication to the core values of the YMCA faith, service, and unity.

To every leader, staff member, volunteer, and supporter who has contributed to this incredible legacy, I offer my heartfelt appreciation. Your passion and commitment have propelled this movement forward, and your impact will continue to resonate for generations to come.

As we gather to mark this historic occasion, may the Golden Jubilee inspire a new chapter of innovation, collaboration, and shared purpose. Together, let us continue building a future where the YMCA’s mission shines even brighter.

Congratulations once again on this extraordinary achievement.

With gratitude and best wishes,

Cardinal Patrick D’ Rozario, CSC
Archbishop Emeritus of Dhaka

ঈশ্বর-সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও, সিএসসি

ফেব্রুয়ারি মাস বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের জন্য একটি স্মরণীয় মাস। ফ্রেব্রুয়ারি মাসেই উদ্‌যাপিত হয় বসন্তকাল, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ ঋতু। এই মাসেই পালিত হয় বাংলা ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১লা ফাগুন “ভালবাসা দিবস” পালিত হয়ে এ মাসটি সবার নিকট আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। এ মাসেই আমরা খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা, বাংলাদেশ মণ্ডলীর একজন অতি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির জন্মবার্ষিকী পালন করি; আর এবার, আজ ১৮ই ফেব্রুয়ারী পালিত হচ্ছে তাঁর জন্মের একশত বছরের পূর্তি-উৎসব। তিনি হচ্ছেন ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, যিনি ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে গিয়ে, আমরা স্বাভাবিকভাবেই উপলব্ধি করতে পারি বাংলার খ্রিষ্টমণ্ডলীর বসন্তকাল যা হচ্ছে “পবিত্রতা”র বসন্তকাল। ঈশ্বরের সেবক হয়ে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী প্রকাশ করছেন মণ্ডলীর “পবিত্রতা”র বসন্ত, যার লক্ষ্যে খ্রিষ্টমণ্ডলীর ধাবিত।

আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে গিয়ে, স্মরণ করি বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি, যার ভেতরে অবস্থান করছে খ্রিষ্টমণ্ডলী। এই মণ্ডলীতে জন্ম গ্রহণ করে এবং ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি আপন করে নিয়ে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী মণ্ডলীকে করেছেন সামগ্রিকভাবে দেশীয় ও স্থানীয়। তাঁর লেখাপড়া, জ্ঞান-সাধনা, আচার-আচরণ; তাঁর অধ্যাপনা, বাঙালির প্রথম বিশপ ও আর্চবিশপ হয়ে মণ্ডলীকে পরিচালনা দেওয়া ––এটা বাঙলার ভাষা-সংস্কৃতির খ্রিষ্টীয় ভাবধারার প্রকাশ।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী মাসে এবং “ভালবাসার মাসে” ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবনের সাধুতা, ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি, সৃষ্টি ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর ভালবাসার কথাই বলে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী একজন বাংলার মানুষ, বাংলার মাটিতে ও সংস্কৃতিতে তাঁর জন্ম। ধর্মপাল হিসেবে বাংলার মাটিতে উদ্ভাবিত খ্রিষ্টমণ্ডলীর "পবিত্রতা"র নিদর্শন, তাঁর জীবনসাধনা, মণ্ডলীর পরিচালনা, ভালবাসার চর্চা "পবিত্রতা"র উদ্দেশ্যে মণ্ডলীর যাত্রা –– ইত্যাদি সবকিছু যেন ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী দৃশ্যমান করে তুলেছেন, প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন, নতুনের দিকে যাত্রার আহ্বান জানাচ্ছেন"।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপালের দায়িত্ব নেওয়ার মুহূর্ত থেকে, ঈশ্বর-সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি ছিলেন, আমার অন্তর-মনে, চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় ও আচার-আচরণে অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁরই দিকে চেয়ে নিজেকে সর্বদা মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করি। তাঁর মতো যে হতে পেরেছি সেই গর্ব আমি কোনদিনও করতে পারব না। কিন্তু তাঁকে নিয়ে গর্ব করার ক্রুটি আমার কোনদিনই হয়নি বলে আমি গর্বিত।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলী অনেক কিছুতে ছিলেন "প্রথম"। আমি যে, তাঁর মতো প্রথম হতে চেয়েছি তা কখনোই নয়। কিন্তু যা কিছুতে তিনি প্রথম হবার আদর্শ রেখে গেছেন, ভেবেছি সেটাই হবে আমার মতো অনুসারীর প্রথম আদর্শ। জ্ঞানে-ধ্যানে-আচরণে ও সেবাকর্ম-পালনে তিনি হয়ে আছেন আমার জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলীতে একজন অবিস্মরণীয় পথিকৃত ও অগ্রগামী ধর্মপাল।

আমার পূর্বসূরী পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ পলিনুস কস্তা, ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে ঈশ্বরের সেবক ঘোষণা ক'রে, আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস গাঙ্গুলীকে ধন্য ও সাধু শ্রেণীভুক্ত করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিলেন। একযুগ পর ২০ শে এপ্রিল ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে, ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ের অনুসন্ধান কাজটি সম্পন্ন করার আনন্দ, অন্যদের মতো আমি নিজেও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। অতি আগ্রহ ও প্রার্থনায় আমরা অপেক্ষায় আছি সেই শুভ ক্ষণের জন্য যখন ঈশ্বরের সেবক থিওয়োটনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, "ভেনারাবেল" বা "ভক্তিভাজন" রূপে অভিহিত ক'রে পরবর্তী ধাপে তাঁকে "ধন্য" শ্রেণীভুক্ত করা হবে।

মঙ্গলসমাচারের সারসংক্ষেপ "অষ্ট-কল্যাণবাণী", বা "সুখমার্গ" বা "ধন্য" বাণী গুলি ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবনে মূর্ত হয়ে তিনি "ধন্য" হয়ে উঠেছিলেন। জীবদ্দশায় যিনি "পবিত্রজন" ও "সাধু" বলে পরিচিত ছিলেন তাঁর জীবনে প্রকাশিত হয়েছে পবিত্রতা ও সাধুতার অসংখ্য গুণাবলী ও নিদর্শন। গালাতীয়দের নিকট পত্রে সাধু পল, পবিত্র আত্মার যে ফসলগুলো উল্লেখ করেছেন: "ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহনশীলতা, দয়াশীলতা, মঙ্গলময়তা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা ও আত্মসংযম" (গালাতীয় ৫:২২-২৩) এ সবগুলোই তাঁর জীবনে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

মেধা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর কোন অভাব ছিলনা; অথচ তিনি ছিলেন বিনম্র একজন ব্যক্তি। নানাজনে নানাভাবে এই কথা ব্যক্ত করে বলতেন: নম্র তাঁর আচরণ, অহংকারের কোন রেশ তাঁর মধ্যে ছিল না, তিনি একজন নম্র ও বিনয়ী, ভদ্র ও কোমলপ্রাণের মানুষ।

তিনি ছিলেন মহান একজন ভক্তিপ্রাণ ও নির্মল চরিত্রের মানুষ; তাঁর ছিল ভালবাসা ও ক্ষমা, সহনশীলতা ও আত্মত্যাগ; অন্তরে তিনি ছিলেন দীন ও পরিশুদ্ধ; তাঁর ছিল দয়ামিশ্রিত দরদী স্বভাব ও শিশুসুলভ সরলতা; আর দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি তাঁর প্রদীপ্ত ভালবাসা। কোনদিন কেউ দেখেনি তাঁকে অন্যের সাথে রাগ করতে, কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলতে, কঠোর বাক্য উচ্চারণ করতে বা নিষ্ঠুরভাবে কারো সঙ্গে আচরণ করতে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা দ্বারা মণ্ডলীকে নবায়ন করার সময় কষ্টভোগী সেবক হয়ে তিনি জীবনের সকল প্রতিকুল অবস্থাকে গ্রহণ করেছেন।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলী তাঁর মহান পদ-দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সর্বদাই নিজেকে অযোগ্য ভাবতেন; কিন্তু তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর, যিনি তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনিই তাঁকে পরিচালনা দেবেন। তাই বিশপীয় মূলমন্ত্র হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন: "পরমেশ্বর আমার সহায়"।

তাঁর জীবনের আধ্যাত্মিকতা স্থানীয় মণ্ডলীর ওপর এক বিরাট ছাপ রেখে গেছে। বাংলাদেশের মণ্ডলীতে তিনি সূচনা করেছেন ধার্মিকতার এক নব যুগ। আর এ জন্যেই বাংলাদেশের মণ্ডলী অধিক আগ্রহ ও প্রার্থনাভরে অপেক্ষায় আছে সেই দিনের জন্য, যেদিন তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত সাধুতা, মণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃতি পাবে এবং তাঁর পবিত্রতায় গোটামণ্ডলী, বিশেষভাবে বাংলাদেশের খ্রিষ্টমণ্ডলী, মহিমান্বিত হবে এবং পরিপক্কতার আরেকটি উন্নত ধাপে স্থানীয় মণ্ডলী বিচরণ করতে পারবে।

পরিশেষে সবার কাছে আকুল আবেদন করি যেন, সকলে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওয়োটনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে করতে তাঁরই মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন অনুগ্রহ যাঞ্চনা করেন, যা ঈশ্বরের অলৌকিক বা আশ্চর্যকাজ বলে প্রমাণিত হতে পারে। এই আশ্চর্যকাজটি ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওয়োটনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে "ধন্য" শ্রেণীভুক্ত করার জন্য একান্ত অপরিহার্য। ঈশ্বর আমাদের সহায়।

“আশার তীর্থযাত্রী আমরা”

মণ্ডলীর ২০২৫ জুবিলীবর্ষ ও পুণ্যবর্ষ

কার্ডিনাল প্রাট্রিক ডি’রোজারিও, সিএসসি

জুবিলীবর্ষ ও পুণ্যবর্ষের মঙ্গলবাণীর প্রেরণা: “আশা আমাদের ছলনা করে না”
বিগত ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ৯ মে, পোপ মহোদয় ২০২৫ খ্রিস্টাব্দকে জুবিলী বর্ষ এবং পুণ্য বর্ষ বলে জারি করেছেন। এটি ৩১তম জুবিলী। ঘোষণাপত্রটির শিরোনাম: “আশা আমাদের ছলনা করে না” কারণ এই আশা ঈশ্বরের ভালবাসার নিশ্চয়তা দান করে (রোমীয় ৫:৫)।

পোপ মহোদয়ের একান্ত বাসনা যে, পুণ্যবর্ষ অনেকের আশা নবায়ন করার সুযোগ দান করবে এবং জুবিলী সবার জন্য বিশ্বের মানুষের কাছে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। জুবিলীর আবেদন মণ্ডলীর সীমানা পেরিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির মানুষের কাছে পৌছে যাবে কেননা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য আশা থাকে। আমাদের জীবনটা যদি সুখ-দুঃখ, পরীক্ষা ও বাধা দিয়ে ভরা থাকে এবং আশা সকল যাতনা নিঃশেষ করে ফেলে দিতে পারে। সাধু পল, অবাক করে আমাদের বলেন: “আমরা তো আমাদের দুঃখ-দুর্ভোগ নিয়েও গর্ব করে থাকি; কেননা আমরা জানি যে, দুঃখ-দুর্ভোগ থেকে জাগে নিষ্ঠা আর নিষ্ঠা থেকে চারিত্রিক যোগ্যতা; আর চারিত্রিক যোগ্যতা থেকে অন্তরে জেগে ওঠে আশা। আর এই আশা তো কখনো ছলনা করে না; কেননা স্বয়ং পবিত্র আত্মা যিনি — আমাদের কাছে ঐশদান যিনি –– তিনি আমাদের হৃদয় পরমেশ্বরের ভালবাসায় পরিপ্লুত করেছেন।” রোমীয় ৫:৩-৪

বাস্তবজীবনে কেন আশার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে? আমাদের জীবনে আশার অভাব কোন কোন ক্ষেত্রে অনুভব হয়? কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আশা হারিয়ে ফেলেছি? আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আশা ধরে রাখছি? তীর্থযাত্রায় গেলে আমরা কী আশা করি? তীর্থে কেন যাই? অন্যকিছু শোনার আগে এই বাস্তব প্রশ্নগুলি আমরা ধ্যান করতে পারি যাতে যা কিছু পরবর্তীতে বলা হবে তার একটা সম্পৃক্ততা আবিষ্কার করতে পারি।

আসছে জুবিলী বর্ষের জন্য আমাদের আশা কী?
খ্রিস্টমণ্ডলীতে জুবিলী সব সময়ই জনগণের একটি ঘটনা বলে পরিচিত। পোপ অষ্টম বনিফাস ১৩০০ খ্রিষ্টবর্ষকে পুণ্যবর্ষ হিসেবে প্রথমবার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা এসেছে রোমীয় জনগণের চাহিদা থেকে। জনগণ চেয়েছিল পাপের পূর্ণ ক্ষমা, ঈশ্বরের দয়া এবং “পাপের পূর্ণদণ্ডমোচন”। পরবর্তীতে ১৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পোপ দ্বিতীয় পলের সময় পর্যন্ত প্রত্যেক ২৫ বছর অন্তর অন্তর “পুণ্য দ্বার” উম্মোচন এবং পিতর ও পলের সমাধিতে তীর্থ করার ব্যবস্থা রোমে প্রচলিত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক ভিত্তি কোথায়? বাইবেলে লেবীয় পুস্তকে জুবিলীর বিবরণ রয়েছে: জুবিলী বর্ষে দাসপ্রথা থেকে মুক্তি পাওয়া, কারাবন্দীদের মুক্তি পাওয়া, ঋণ মওকুফ করা, ঈশ্বরের করুণা প্রদর্শন করা হয়। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৮ম বনিফাস প্রথমবার জুবিলী অনুষ্ঠিত হয়। ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫০ বছর থেকে ২৫ বছরে পরিবর্তন করা হয়।

আধুনিক জগতে জুবিলীর অর্থ কী? বর্তমান পরিস্থিতিতে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের জুবিলী হবে সমগ্র মণ্ডলীর জন্য পালকীয় একটি বিশেষ অনুগ্রহের মুহূর্ত যখন খ্রিষ্টবিশ্বাসী জনগণ তাদের বিশ্বাস, লোকভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের এক সুবর্ণ সুযোগ পাবে। অবশ্যই এই জুবিলী হতে হবে সঠিক ধর্মশিক্ষার আলোকে।

সাম্প্রতিক জগতের অবস্থা সর্বক্ষেত্রে যদিও শুভ নয় তথাপি এ অবস্থা তীর্থের পরিপন্থী নয়, কেননা তীর্থ সবসময় আশা জাগ্রত করে। বর্তমান কালের সকল নেতিবাচক পরিস্থিতিতে একমাত্র আশা পারে সকল অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে। এই প্রসঙ্গে প্রবক্তা ইসাইয়ার কথা স্মরণ করতে পারি: “সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ, আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না; কারণ প্রভুই আমার বল ও শক্তি, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ” (১২:২)।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এই প্রসঙ্গে বলেন: “জুবিলী সবসময়ই এমন একটি ঘটনা যা মণ্ডলীর জন্য আধ্যাত্মিক, মাণ্ডলিক এবং সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। জুবিলীর আধ্যাত্মিক দিক, যা আমাদেরকে মনপরিবর্তন করতে আহ্বান জানায়, তা যেন আমাদের সামাজিক জীবনের মৌলিক দিকগুলো সম্পৃক্ত হয়ে জীবনের সামগ্রিকতার সাথে অঙ্গভূক্ত হয়। যে-জগত ঈশ্বর আমাদের হাতে চাষাবাদ ও রক্ষা করার জন্য দিয়েছেন, সেখানে আমরা যেন সবাই তীর্থযাত্রী রূপে উপলব্ধি করি; আমাদের যাত্রাপথে সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং এই পৃথিবী যে আমাদের সবার অভিন্ন বসতবাটি – এই কথা অন্তরে ধারণ করতে আমরা যেন কোনদিনও ভুলে না যাই।”

যুগ যুগ ধরে প্রভুর ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়, পরিবার ও শত্রুপক্ষদের মধ্যে মৈত্রীভাব স্থাপন করা হয়, যীশুর দিকে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ও ঐশ করুণার দ্বারা অন্তর উম্মুক্ত করা হয় জুবিলী বর্ষের মাধ্যমে।

জুবিলী বর্ষে মাণ্ডলিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় যার ফলে জুবিলী স্থায়ী ভাবে আমাদের মাঝে দৃশ্যমান হয়ে থাকবে।

পূর্ণদণ্ডমোচন লাভ। পূর্ণদণ্ডমোচন লাভ করার সাধনা মণ্ডলীতে অনেক দিনের ঐতিহ্য। জুবিলীবর্ষে পাপের পূর্ণ দণ্ডমোচন পাওয়া যায়। পূর্ণদণ্ডমোচন লাভ বিষয়টি অনেক সময় অপব্যাখ্যা হয় বা সঠিক ব্যাখ্যা হয় না। পাপস্বীকারের মাধ্যমে পাপ থেকে পাপের ক্ষমা লাভ করা হয়। কিন্তু পাপ ঈশ্বরের সাথে এবং মানুষের মধ্যে যে ক্ষত বা কুপ্রভাব সৃষ্টি করে, তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় যাতে শাস্তি বা দন্ড লাভ করে জীবনকে আরও সুন্দর করতে পারি; কষ্ট-যাতনা ভোগ করে, প্রার্থনা ও দয়ার কাজ করে দন্ড থেকে মুক্তি ও নিরাময় লাভ করতে পারি।

(৫) পূর্ণদন্ডমোচন লাভের জন্য করণীয়: জুবিলীর সময়ে যে দন্ডমোচন পাওয়া যায় তা লাভ করতে হলে তীর্থ একটি বিশেষ সময়: (১) নির্ধারিত একটি গির্জার পুণ্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করা, (২) খ্রিস্টযাগ অর্পন করা, (৩) পাপস্বীকার করা ও পাপের প্রতি আসক্তি বর্জন করা (৪) পোপ মহোদয়ের উদ্দেশ্যে প্রভুর প্রার্থনা, দূতের বন্দনা ও তিত্ত্বের জয় পার্থনা করা।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যথার্থই সমীচীন যে, ২০২৫ খ্রিষ্টবর্ষটি হবে ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত নিসীয় মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি। এই স্মারক-অনুষ্ঠান আন্তঃমাণ্ডলিক একটি ভাব দেবে, কেননা এই মহাসভাটি খ্রিষ্টতত্ত্ব বিষয়ক বিশ্বাসমন্ত্রগুলি মণ্ডলীতে প্রথমবার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছিল যা আজ পর্যন্ত সর্বখ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ঐক্যের চিহ্ন হয়ে আছে। জুবিলী বর্ষে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করবে।

২০২৫ খ্রিষ্টবর্ষ: রোম নগরীতে বিভিন্ন দল বা শ্রেণির জন্য তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। তীর্থযাত্রা শুধু রোমে অনুষ্ঠিত হবে তা নয়। প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলী, তার আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসারে, নিজস্ব ভাষা ও প্রতীক-চিহ্নের মাধ্যমে জনগণ প্রকাশ করবে তাদের খ্রিষ্টবিশ্বাস, তারা সাক্ষ্যদান করবে এবং উৎসব-উদ্‌যাপন করবে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
জানুয়ারি ৩১, ২০২৫ খ্রি.

বন্ধু যিশু সংঘের আলোচনার জন্য:

২) কাউন্সিলর মনোনয়নের নীতিমালা: সংঘ-প্রধান ও সহকারী ও চ্যাপ্লেন ও সহকারী ছাড়া ৯জন সদস্য।

- প্রতিবছর এক তৃতীয় অংশ, তিন বছরের মেয়াদ শেষ হবার পর স্বেচ্ছায় এক বছরের জন্য অবসর গ্রহণ করবেন। তবে পরবর্তীতে পুনরায় কাউন্সিলর হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
- কাউন্সিলে আলোচনা করার পর অ্যাটিমেটরগণ থেকে নতুন তিনজনকে বেছেন পরবর্তী তিন বছরের জন্য।
- কাউন্সিলেরগণের সাথে আলাপ করে সংঘ প্রধান কর্তৃক প্রথম কাউন্সিলর নিয়োগ করা হবে
- ২০২৫ তিনজন অবসরে গেছেন: জেমস কাউন্ট, মায়া গাঙ্গুলী, পংকজ ডি'রোজারিও।
- নতুন কাউন্সিলর মনোনয়ন: টমাস বরুন গমেজ, মঞ্জু পালমা, সিলভেষ্টার পালমা
- সেক্রেটারি: রিতা রোজলিন কস্তা

২) অ্যানিমেটর ব্যবস্থাপনার বিষয় কোন মন্তব্য

৩) সংঘে কী কী অসুবিধা/সমস্যা অনুভব করেন যার সুরাহা প্রয়োজন ও প্রস্তাব
৪) কার্যক্রম ও প্রোগ্রাম বিষয়ে: ধ্যান সভা (আগমন ও প্রায়শ্চিত্ত), তীর্থযাত্রা; বার্ষিকী
৫) নতুন সদস্য নেওয়ার ব্যাপারে
৬) অঙ্গীকার নবায়ন: করণীয় দায়িত্ব
৭) সংঘের মূল্যায়ন: ভেতরের ও বাইরের
৮) প্রোগ্রাম ফিস ও বার্ষিক ফিস: পরিমাণ, সংগ্রহের পদ্ধতি। বিকাশের মাধ্যমে

সিলেট ডাইয়োসিসের কাথিড্রাল গির্জার শুভ উদ্বোধনকে ঘিরে স্মরণ হয় যিশুর সেই উপমাকাহিনীটি: "স্বর্গরাজ্য (প্রয়োগ ভেদে মণ্ডলী) যেন একটি সর্ষে-বীজেরই মতো : একজন লোক তা নিয়ে গিয়ে বুনে দিল নিজের জমিতে। এখন এই শর্ষে-বীজ আর সমস্ত বীজের চেয়ে ছোট; কিন্তু তার চাড়াটি একবার বেড়ে উঠলে তা অন্য যত শাকের চেয়ে বড়ই হয়। আর শেষে তা হয়ে ওঠে একটি গাছ।" (মথি ১৩:৩১-৩২)

সিলেট কাথলিক মণ্ডলী একটি শর্ষে-বীজের মতোই ছিল; মিশনারীরা বহু বছর ধরে এখানে বাণী প্রচার করেছেন, আস্তে আস্তে চাড়াটি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে নতুন ডাইয়োসিস রূপে প্রতিষ্ঠিত হল এবং আজ চৌদ্দ বছর পরে ডাইয়োসিসের কাথিড্রাল গির্জা নির্মিত হল। এই মুহূর্তে আমার স্মরণ হয়, রাজশাহী ডাইয়োসিসের প্রথম হিসেবে পাঁছ বছরের মধ্যে কোন কাথিড্রাল নির্মাণ করার সুযোগ হয় নি।

ঢাকা আর্চডাইয়োসিসে আর্চবিশপ হিসেবে এই নতুন ডাইয়োসিসের সূচনা থেকে আমার সুযোগ হয়েছিল একসঙ্গে যাত্রা করার। সেই সুবাদে আজকের কাথিড্রাল গির্জা নির্মাণ ও উদ্বোধন আমাকে অনেক আনন্দ দিচ্ছে। নতুন ডাইয়োসের প্রথম ধর্মপাল, শ্রদ্ধেয় বিশপ এন ক্রুজ, ওএমআই, গির্জা নির্মাণের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এবং সিলেট ডাইয়োসিসের দ্বিতীয় ধর্মপাল, শ্রদ্ধেয় বিশপ ফ্রান্সিস শরৎ গমেজ, সম্পন্ন করে গীর্জটি আশীর্বাদিত করছেন।

"ঐশকরুণার কাথিড্রাল" অতীতে ঈশ্বরের সকল করুণার দৃশ্যমান প্রকাশ হয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যতে ডাইয়োসিসের সকল জনগণের মধ্যে ঐশকরুণার স্রোতধারার চিহ্ন হয়ে বিরাজ করবে যার ফলে ডাইয়োসিসটি আরও পরিপক্ক, প্রেরণার উৎস, বিশ্বাসের ভিত্তি এবং জনগণের ঐক্য ও শক্তি হয়ে প্রতিনিয়ত চলমান থাকবে। আজ এই মহৎ দিনে ডাইয়োসিসের সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীদের অভিনন্দন জানাই; সকল মিশনারি, বাণীপ্রচারক ও যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের জানাই কৃতজ্ঞতা।

ধর্মপালসহ সকল ভক্তজন, সেবাব্রতী যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী এবং এলাকার সকল মানুষকে পরম দয়াবান ঈশ্বর প্রচুর আশীর্বাদ করুন।

আশীর্বদান্তে,

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
অবসরাপ্রাপ্ত ঢাকার আর্চবিশপ।
২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.

SECOND CONVOCATION: NOTRE DAME UNIVERSITY BANGLADESH
EDUCATION FOR HUMAN FRATERNITY
Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

Dear Honourable Prof. Dr. Mohammad Fouzul Kabir Khan, Govt representative, Prof. Dr. Patrck Gafney, csc, the Vice Chancellor, Convocation Speaker, Prof. Dr. R. Scott Appleby, Other distinguished personalities on the dias, Dear Students and their guardians, Faculty Members of the NDUB, and respectable guests.

I thank the authority for inviting me on this 2nd Convocation of NDUB. Today happily I also remember the 1st Convocation of NUDB, held in 2019, which I attended.

I also heartily congratulate those students who will be conferred their degrees in this joyful celebration of academic achievements.

আজকের এই মহৎ অনুষ্ঠানে একটি অতি পুরনো কথা বলি: শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে “মানুষ হওয়া”। পুরাতন আসলে নতুন হয়ে ওঠে যখনই তার অভাব প্রকটভাবে অনুভব করি।

বিগত প্রায় একটি দশকে কাথলিক চার্চের সর্বপ্রধান আধ্যাত্মিক গুরু, পোপ ফ্রান্সিস তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশনায় খুবই সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে, বর্তমান যুগে বিশ্বকে নতুন করে নির্মাণ করতে হলে, শিক্ষা ছাড়া অন্যকোন বিকল্প নেই। এই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হবে: “মানবিক-ভ্রাতৃত্ব”-এ শিক্ষা ও গঠন।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় যে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ইউনাইটেড আরব এমিরেটস এর ভাবী প্রেসিডেন্টের আহ্বানে. আবুধাবিতে, ভাটিকানের প্রধান পোপ ফ্রান্সিস এবং কায়রো আল-আজাহ্‌র বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাণ্ড ইমাম, আহম্মদ আল-তাইইবের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার শিরোনাম ছিল: ***“Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together”,*** বাংলায় “বিশ্বশান্তি ও একত্রে বসবাস করার জন্য মানবিক-ভ্রাতৃত্ব”। এই “মানবিক ভ্রাতৃত্ব”-এ শিক্ষা দেবার জন্য স্বাক্ষরকারীগণ বিশ্ববাসীর কাছে আহবান জানিয়েছেন।

মানবিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথমত শিক্ষার্থীকে তার ব্যক্তি মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে গঠিত হতে হবে, মানবিকতা অর্জন করতে হবে। আর দ্বিতীয়ত, “ভ্রাতৃত্বে” গঠিত হতে হলে তার সত্তাগত চারটি সম্পর্কের বিকাশ সাধন করতে হবে। মানুষের চারটি সম্পর্ক আছে: (১) অন্য ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক, (২) বিভিন্ন দল ও সমাজের সাথে সম্পর্ক, (৩) সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট-জগৎ এবং মনুষ্য দ্বারা সৃষ্টজগতের সাথে সম্পর্ক, এবং (৪) ঈশ্বর বা আল্লাহ্‌ সাথে আত্মিক সম্পর্ক। এই চারটি সম্পর্কের মধ্য দিয়েই মানুষ নৈতিকতা ও মানবিকতায় বৃদ্ধি লাভ করে।

বিশ্বব্যাপী বহু সমাজের মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, ধর্ম ও বিশ্বদর্শন; যার ফলে দেখা যায় অনেক ভুল বুঝাবুঝি ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ। শিক্ষার লক্ষ্য যদি হয় “মানবিক-ভ্রাতৃত্ব”-এ গঠন, তা হলে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংলাপের কৃষ্টি গড়ে তুলতে হবে।

সংলাপ শুধু আলোচনা ও ভাব বিনিময়ের মধ্যে সীমিত নয়। প্রকৃত সংলাপ নৈতিকতার উপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সংলাপের ব্যাপারে নৈতিকতার দাবি হচ্ছে: স্বাধীনতা ও সমতা -- নিজস্ব স্বার্থ থেকে মুক্ত এবং অপর পক্ষের মর্যাদা স্বীকার। এই নৈতিকতার ফলেই আমরা শান্তি, ন্যায্যতা, শ্রদ্ধা, গণতন্ত্র, ইত্যাদির চর্চা ও প্রচার করতে পারি। “সংলাপের ব্যাকরণ” হচ্ছে “যোগসেতু নির্মাণ করা এবং বর্তমানকালের চ্যালেঞ্জসমূহের প্রতি সাড়া দেওয়ার” সামর্থ অর্জন করা।

শিক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষ যেন প্রকৃত মানুষ হতে পারে এটাই হচ্ছে শিক্ষার প্রথম ও প্রধান বিষয়। এ বিষয়ে নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ পথচলা ও পদচারণার সাফল্য কামনা করি।

To conclude, I quote an African Proverb which says: “It takes a Village to raise a Child”. Pope Francis adds: “But we must build this village as a condition of fraternity.” “Let this light shine.”

February 8, 2025.

Dear Beloved Members of the
Bengali Christian Association , United Kingdom.

To begin with I express my heartfelt greetings of congratulations to the Bengali Christian Association, United Kingdom and to all its members on the auspicious occasion of the 25th Anniversary of the Foundation of the Association.
With the spirit of the Resurrection of our Lord Jesus, you celebrate the joy life, the vision, successes and achievements overcoming the death-experiences of all the difficulties, failures and shortcomings of the past 25 years.
The celebration of the Silver Jubilee of the Bengali Christian Association is multi-dimensional: spiritual, social, cultural, human and Christian relationships. These different dimensions are characterized in the program that you have plan for the day of the celebrations.
So grateful for the invitation and the sacrifices you have made towards my coming to London and joining you in the celebration. I have come to express my oneness, solidarity and ecclesial communion of common cultural roots and faith bonds.

My presence for this Jubilee Celebration, brings to my mind the first time I came in 1974, from Leuven in Belgium where I was doing my post graduate studies. At that time as far as I recall there were only 2-3 Bengali Christian families living in London. After being made Cardinal, I returned again in May 2017, stayed at the Parish of St. Antony of Padua, offered Mass for the Bengali Community. A beautiful reception was arranged by the same Christian Association which celebrates today in the same place 25th Anniversary. Because of the past link, I finally could not refuse your invitation, in spite of many hesitations I had.
On this day of celebration, I want to say together with St. Paul “You have kept up your faith”. With the Holy Father, Pope Francis I would like to say: “Those who are Baptized are Sent. You are the Disciples of Christ, you are sent as Missionary”. God has a plan in his heart to bring you here in this country. Find out his plan in prayer and reflection and respond to His call individually and as members of the Association. May the Holy Year of the Jubilee 2025 give an added inspiration for the Jubilee of the BCA-UK.
I do not expect to be here to celebrate 50th Anniversary of the Association, but you and your generation to come, will continue to work out the vision and mission of the Bengali Christian Association and thus transmit the living tradition and heritage.

May God abundantly bless each and every one of you.

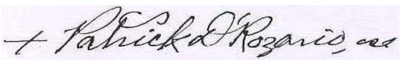

Cardinal Patrick D’Rozario, csc.
Archbishop Emeritus of Dhaka
Easter Sunday, April 20, 2025.

Message

I am delighted to extend my warmest welcome to **Rev. Prof. Dr Jerry Pillay**, the General Secretary of the **World Council of Churches (WCC)**, on his visit to Bangladesh. His presence among us is a moment of great joy and significance, as it strengthens the spirit of fraternity and unity among Christian Churches and Organizations in our country.

The World Council of Churches has been a tremendous blessing to the global Christian community. Today, WCC stands as a beacon of Christian fellowship, promoting unity, justice, and peace. Its dedication to inter-religious dialogue, social justice, environmental care, and humanitarian service reflects the values of Christ’s mission for the world.

As a proud member of WCC, the **National Council of Churches in Bangladesh (NCCB)** has been actively working toward fostering ecumenism, interfaith harmony, and social welfare in Bangladesh. Through its initiatives, NCCB continues to make meaningful contributions to the development of our nation and the strengthening of Christian cooperation.

On this auspicious occasion of the Visit of the General Secretary of the WCC, the Catholic Church in Bangladesh is glad to recognize all the dialogues and collaborations that are going on between the Catholic Church and the Council of Churches both at World as well as National level. The United Forum of Churches in Bangladesh (UFCB) has been also working together continuously since its inception in 2010 and given testimony of the visible unity of the Christians in Bangladesh.

I extend my heartfelt prayers and best wishes to **Rev. Prof. Dr Jerry Pillay** for a fruitful and successful visit. May his time in Bangladesh inspire us all to deepen our commitment to unity, service, and the shared mission of faith.

Cardinal Patrick D'Rozario, CSC
Archbishop Emeritus of Dhaka,
Bangladesh.

পোপ ফ্রান্সিসের তপস্যাকালীন বার্তা – ২০২৫ খ্রি.
(পত্রের সার-সংক্ষেপ)
"এসো আশা নিয়ে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করি"

ভস্ম-তিলক নিয়ে অনুতাপসূচক একটি অনুষ্ঠান-রীতির মধ্য দিয়ে, বিশ্বাস ও আশাভরে, আমরা আমাদের বাৎসরিক তপস্যকালীন তীর্থযাত্রা শুরু করি। মাতা মণ্ডলী আমাদের আহ্বান করেন যেন আমরা ঈশ্বরের কৃপার প্রতি আমাদের হৃদয় খুলে দিই, যাতে পাপ ও মৃত্যুর উপর প্রভুযিশুর বিজয় আনন্দের সাথে উদযাপন করতে পারি। সাধু পল বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন: "বিজয়ের গ্রাসে মৃত্যু হয়েছে কবলিত। ওহে মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার সেই অঙ্কুশ?" (১করি ১৫:৫৪-৫৫)। ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত যিশুই হচ্ছেন আমাদের জন্য বিশ্বাসের ভিত্তি ও আশার প্রতিশ্রুতি।

এবারের জুবিলী বর্ষের তপস্যাকালের উদ্দেশ্যে পোপ মহোদয়ের ধ্যানবাণী হচ্ছে: "এসো আশা নিয়ে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করি" এবং ব্যক্তিগত ও সমবেত ভাবে জীবন পরিবর্তনের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণ করি।

যাত্রা করা: জুবিলীর মূলভাব হচ্ছে "আশার তীর্থযাত্রী আমরা"। প্রথমেই আমরা স্মরণ করি বাইবেলের মহাযাত্রা: মিশর দেশ থেকে প্রতিশ্রুত মুক্তির দেশে ঐশজনগের যাত্রা। স্মরণ করি বর্তমানকালেও কত সহস্র মানুষ যাত্রা করছে, পথ চলছে নানা কারণে ও নানা লক্ষ্যে। তপস্যাকালে আমাদের সচেতন হতে হয় যে আমরা যাত্রা করছি। তবু নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়: আমি কি সত্যিই যাত্রা করছি? না পথে আমি থেমে গেছি? আমি কি সামনের দিকে অগ্রসর অগ্রসর হচ্ছি? না হতাশা ও নিরাশায়, ভয় ও সঙ্কটে যাত্রাপথে অচল হয়ে পড়েছি? আমি কি আমার পাপ অবস্থা ও জীবনের অমর্যাদা পেছনে রেখে সামনের দিকে পথ চলছি? এই মন-পরীক্ষা হচ্ছে তপত্যাকালের চিন্তা ও ধ্যান।

প্রথমত, *একসঙ্গে* যাত্রা করা: আমাদের এই যাত্রা একাকী যাত্রা নয়। আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান – একই পিতার উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা। একসঙ্গে যাত্রা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাত্রাপথে কাউকে আঘাত করা নয়, হিংসা-ঈর্ষা নিয়ে বা ভান করে যাত্রা করা নয়, কেউ যেন পেছনে পড়ে না থাকে, কাউকে বাদ দিয়ে যাত্রা করা নয়। অন্যের প্রয়োজনের প্রতি উদারতা নিয়ে পথচলা।

তপস্যাকালে আমরা যাদের সাথে আছি, যাদের সাথে বাস করি, আমাদের কার্যক্ষেত্রে যাদের সাথে কাজ করি ও যাদের সাথে সম্পর্ক রাখি, তাদের সাথে আমি কি আমার বন্ধন অনুভব করি? বা তারা আমার কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে? কাউকে কি ইচ্ছা করে দূরে সরে রেখেছি? তপস্যাকালে ঈশ্বরের কাছ থেকে এই আহ্বান আমরা শুনতে চাই।

দ্বিতীয়ত, *আশা নিয়ে* আমরা একসঙ্গে যাত্রা করছি কেননা আমাদের কাছে দেয়া হয়েছে প্রতিশ্রুতি। "যে আশা আমাদের ছলনা করে না" (রোমীয় ৫:৫), জুবিলীর মূলকথা, সেই লক্ষ্যের দিকে আমাদের যাত্রা; আর সেটাই হচ্ছে পুনরুত্থানের বিজয়। সাধু পল আবার বলেন: "যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, আমরা ওইসব কিছুর সম্মুখীন হয়েও তাঁরই শক্তিতে তবুও মহাবিজয় লাভ করি। কারণ আমি তো নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, কোন-কিছুই আমাদের প্রভু যিশুতে নিহিত ঐশ ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না: মৃত্যুও নয়, জীবনও নয়, কোন দূত, আধিপত্য বা শক্তি, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন-কিছু, উর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা সৃষ্ট অন্য কোন-কিছুও নয়"। (রোমীয় ৮:৩৭-৩৮)

তৃতীয়ত, *মন পরিবর্তনের জন্য আহ্বান*: আশার জন্য আহ্বান, এবং ঈশ্বরের মহান শাশ্বত জীবনের প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর উপরে আস্থা স্থাপনের জন্য আহ্বান। আমি কি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, প্রভু আমার পাপ ক্ষমা করেন, না এমন ভাব পোষণ করি যে, আমিই সব কিছু করতে পারি? আমি কি মুক্তি বাসনা করি? সেই পরিত্রাণ পেতে ঈশ্বরের সহায়তা যাচনা করি? বর্তমান জগত ও পরিস্থিতিতে আমি কি আশা ধারণ করতে পারি? ইতিহাসের ঘটনাকে আশা নিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি? আশা হচ্ছে আমাদের জীবনের সুদৃঢ় নোঙ্গর।

আভিলার সাধ্বী তেরেজা বলেছেন: "আশা কর, আমার আত্মা. আশা কর। তুমি তো দিন ও ক্ষণ জানো না। সতর্ক থেকো, কেননা সবকিছুই দ্রুত চলে যায়, যদিও তোমার অধৈর্যতা যাকিছু নিশ্চিত তার সম্বন্ধে তোমাকে সন্দিহান করে তোলে, যা ক্ষনিকের তা তখন হয়ে যায় দীর্ঘস্থায়ী"।

কুমারী মারীয়া, আশার মাতা তুমি, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর এবং তপস্যাকালীন যাত্রায় আমাদের সহযাত্রী হও।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক রচিত তপস্যাকালীন বার্তার সারসংক্ষেপ।
ভস্ম-বুধবার, ৫ মার্চ, ২০২৫ খ্রি.

পোপ ফ্রান্সিসের তপস্যাকালীন বার্তা – ২০২৫ খ্রি.
"এসো আশা নিয়ে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করি"

ভস্ম-তিলক নিয়ে অনুতাপসূচক একটি অনুষ্ঠান-রীতির মধ্য দিয়ে, বিশ্বাস ও আশাভরে, আমরা আমাদের বাৎসরিক **তপস্যকালীন তীর্থযাত্রা** শুরু করি। মাতা মন্ডলী আমাদের আহ্বান করেন যেন আমরা ঈশ্বরের কৃপার প্রতি আমাদের **হৃদয় খুলে দিই**, যাতে পাপ ও মৃত্যুর উপর প্রভু **যিশুর বিজয়** আনন্দের সাথে উদযাপন করতে পারি। সাধু পল বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন: "বিজয়ের গ্রাসে মৃত্যু হয়েছে কবলিত। ওহে মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়?

এবারের জুবিলী বর্ষের তপস্যাকালের উদ্দেশ্যে পোপ মহোদয়ের ধ্যানবাণী হচ্ছে: "এসো আশা নিয়ে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করি" এবং ব্যক্তিগত ও সমবেত ভাবে জীবন পরিবর্তনের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণ করি।

প্রথমত, *যাত্রা করা:* জুবিলীর মূলভাব হচ্ছে "আশার তীর্থযাত্রী আমরা"। প্রথমেই আমরা স্মরণ করি বাইবেলের মহাযাত্রা: মিশর দেশ থেকে প্রতিশ্রুত মুক্তির দেশে ঐশজনগণের যাত্রা। স্মরণ করি বর্তমানকালেও কত সহস্র মানুষ যাত্রা করছে, পথ চলছে নানা কারণে ও নানা লক্ষ্যে। তপস্যাকালে প্রথমত, আমাদের সচেতন হতে হয় যে, আমরা যাত্রী। তবু **নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়: আমি কি সত্যিই যাত্রা করছি**? না পথে আমি থেমে গেছি? আমি কি সামনের দিকে অগ্রসর অগ্রসর হচ্ছি? না হতাশা ও নিরাশায়, ভয় ও সঙ্কটে যাত্রাপথে অচল হয়ে পড়েছি? আমি কি আমার পাপ অবস্থা ও জীবনের অমর্যাদা পেছনে রেখে সামনের দিকে পথ চলছি? এই **মন-পরীক্ষা** হচ্ছে তপত্যাকালের চিন্তা ও ধ্যান।

দ্বিতীয়ত, ***একসঙ্গে যাত্রা করা:*** আমাদের এই যাত্রা একাকী যাত্রা নয়। আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান – একই পিতার উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা। একসঙ্গে যাত্রা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাত্রাপথে কাউকে আঘাত করা নয়, হিংসা-ঈর্ষা নিয়ে বা ভন্ডামি করে যাত্রা করা নয়, কেউ যেন পেছনে পড়ে না থাকে, কাউকে বাদ দিয়ে যাত্রা করা নয়। অন্যের প্রয়োজনের প্রতি উদারতা নিয়ে পথচলা।

তপস্যাকালে আমরা যাদের সাথে আছি, যাদের সাথে বাস করি, আমাদের কার্যক্ষেত্রে যাদের সাথে কাজ করি ও যাদের সাথে সম্পর্ক রাখি, তাদের সাথে আমি কি আমার বন্ধন অনুভব করি? বা তারা আমার কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে? কাউকে কি ইচ্ছা করে দূরে সরে রেখেছি? তপস্যাকালে ঈশ্বরের কাছ থেকে এই আহ্বান আমরা শুনতে চাই।

তৃতীয়ত, ***আশা নিয়ে*** **আমরা একসঙ্গে যাত্রা** করছি কেননা আমাদের কাছে দেয়া হয়েছে প্রতিশ্রুতি। "যে আশা আমাদের ছলনা করে না" (রোমীয় ৫:৫), জুবিলীর মূলকথা, সেই লক্ষ্যের দিকে আমাদের যাত্রা; আর সেটাই হচ্ছে পুনরুত্থানের বিজয়।

সাধু পল আবার বলেন: "যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, আমরা ওইসব কিছুর সম্মুখীন হয়েও তাঁরই **শক্তিতে তবুও মহাবিজয় লাভ করি।**

চতুর্থত, মন পরিবর্তনের জন্য আহ্বান: আশার জন্য আহ্বান, এবং ঈশ্বরের মহান শাশ্বত জীবনের প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর উপরে আস্থা স্থাপনের জন্য আহ্বান। আমি কি দৃঢ়ভাবে **বিশ্বাস** করি যে, **প্রভু আমার পাপ ক্ষমা** করেন, না এমন ভাব পোষণ করি যে, আমিই সব কিছু করতে পারি? আমি কি মুক্তি বাসনা করি? সেই **পরিত্রাণ পেতে ঈশ্বরের সহায়তা যাচনা** করি? বর্তমান জগত ও পরিস্থিতিতে আমি কি আশা ধারণ করতে পারি? ইতিহাসের **ঘটনাকে আশা নিয়ে ব্যাখ্যা** করতে পারি? আশা হচ্ছে আমাদের জীবনের সুদৃঢ় **নোঙ্গর স্বরূপ।**

কুমারী মারীয়া, আশার মাতা তুমি, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর এবং তপস্যাকালীন যাত্রায় আমাদের সহযাত্রী হও।

পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক রচিত তপস্যাকালীন বার্তার সারসংক্ষেপ।
ভস্ম-বুধবার, ৫ মার্চ, ২০২৫ খ্রি.

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
মঠবাড়ি – ধ্যানসভা।

তপস্যাকালীন বাণী

স্নেহাস্পদ প্রীতিভাজনেরা,

এ বছরে তপস্যাকাল উপলক্ষে, "ঢাকা খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘ"- এর কর্মকর্তাগণ হিসেবে তোমরা উদ্যোগ নিয়েছো তোমাদের মুখপাত্র **"অনল"** পত্রিকাটির আরেকটি সংখ্যা প্রকাশ করার। এই সংখ্যার জন্য তপস্যাকাল উপলক্ষে তোমরা একটি বাণীর আবেদন করেছো। তোমাদের এই আবেদন পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশী হয়ে তোমাদের উদ্দেশে কয়েকটি কথা লিখছি।

জুবিলীবর্ষ-২০২৫ খ্রি. ঃ পুণ্যবর্ষ ঃ "আশার তীর্থযাত্রী আমরা"

তোমার ইতিমধ্যে জান যে, এ বছর খ্রিস্ট যিশু যে এ জগতে এসেছেন তার ২০২৫ বছরের পূর্তি। তাই এ বছর জুবিলী বর্ষ। কাথলিক মণ্ডলীতে প্রতি ২৫ বছর অন্তর-অন্তর জুবিলী বর্ষ অনুষ্ঠিত হয় যা আবার "পুণ্য বর্ষ" হিসেবেও অভিহিত হয়।

জুবিলী বর্ষ উদযাপন করার আবেদন, সূচনা লগ্ন থেকে এসেছে জনগণের কাছ থেকে। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে কাথলিক মণ্ডলীর জনগণ পোপ বনিফাসের কাছে জুবিলী উদ্‌যাপন করার আবেদন করেছিল। তার কেন আবেদন করেছিল? একমাত্র উদ্দেশ্য হল: জুবিলী বর্ষে, তাদের ধ্যান-প্রার্থনা-তপস্যা ও তীর্থের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের ভালবাসা ও তাঁর করুণা লাভ করবে, পাপের ক্ষমা পাবে, সকল প্রকার কু-অভ্যাস ও কুপ্রবৃত্তি এবং পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে; জগতে মুক্তিদাতার আগমন তাদেরকে পাপ থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ দান করবে। পাপ দ্বারা ঈশ্বরের সাথে এবং মানুষের সম্পর্কে সৃষ্ট ক্ষতের কারণে শাস্তি-দন্ডের যে-যোগ্য হয়েছে তার থেকে পূর্ণ দন্ডমোচন লাভ করার সুযোগ পাবে যাতে তারা মৃত্যুর পরে সরাসরি স্বর্গে গমন করতে পারবে।

পোপ ফ্রান্সিস মণ্ডলীর সকলের কাছে আহ্বান করেছেন যেন "আশার তীর্থযাত্রী" মূলধ্যান নিয়ে জুবিলীর পুণ্য ও পবিত্র বছরটি পালন করা হয়। সুতরাং ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জুবিলীর সময় খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সাথে একাত্ম হয়ে তোমরা ব্যক্তিগত ভাবে প্রশ্ন করে দেখবে: যিশু কি তোমার জন্য এই জগতে আসেননি? যিশু কি তোমাকে ভালবাসেন না? তোমার প্রতি তাঁর দয়া কি তিনি দেখাবেন না? তুমি কোন সময় পাপ বা অপরাধ করোনি? ঈশ্বর ও মানুষের সাথে

তোমার সুন্দর সম্পর্ক কি ছিন্ন হয়ে যায়নি? তার জন্য তুমি কি শাস্তি পাবার যোগ্য হয়ে ওঠোনি? যিশু যে তোমাকে পাপের বোঝা, দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চান, তা তুমি কি গ্রহণ করবে না? জীবনে তুমি কি শান্তি পেতে চাও না? খ্রিস্টীয় জীবনে তুমি যে, যিশুর বন্ধু, যিশুর সাথী, তাঁর অনুসারী তোমাকে নিয়ে যিশু যে আনন্দ পেতে চায়, তুমি যে আনন্দ পেতে চাও, তা তুমি গ্রহণ করবে না?

খ্রিস্টীয় জীবনপথে চলার সময় গোটা মণ্ডলী যেমন, তেমনি তোমরাও, নিরাশা ও হতাশ হয়ে পড়তে পার? সামনে ভাল কিছু হয়তো দেখছো না। মনে হতে পারে জীবনের সকল শুভ স্বপ্ন ও ভাবনা যেন হারিয়ে ফেলেছো। জীবনে অনেক কষ্ট ও দুঃখ অনুভব হতে পারে। জীবনধারণ ভারী বোঝা হয়ে অনুভূত হতে পারে।

সেই সময়ে সাধু পল অবাক করে আমাদের বলেন: "আমরা তো আমাদের দুঃখ-দুর্ভোগ নিয়েও গর্ব করে থাকি; কেননা আমরা জানি যে, দুঃখ-দুর্ভোগ থেকে জাগে কর্তব্যনিষ্ঠা আর কর্তব্যনিষ্ঠা থেকে আসে চারিত্রিক যোগ্যতা; আর চারিত্রিক যোগ্যতা থেকে অন্তরে জেগে ওঠে আশা। আর এই **আশা তো কখনো ছলনা করে না**; কেননা স্বয়ং পবিত্র আত্মা যিনি –– আমাদের কাছে ঐশদান যিনি –– তিনি আমাদের হৃদয় পরমেশ্বরের ভালবাসায় পরিপ্লুত করেছেন।" রোমীয় ৫:৩-৪

তাই বলছি তোমরা আশা নিয়ে পথ চল। আশা হারিয়ে ফেল না। খ্রিস্টীয় জীবনে শান্তি ও আনন্দ নিয়ে তোমার বন্ধুদের সাথে পথ চল। পবিত্র আত্মা তোমাদের মনে অনুতাপ সঞ্চার করতে পারে। তোমাকে বলতে পারে যিশুর ভালবাসা গ্রহণ কর, তার দয়া গ্রহণ করো, পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নম্রভাবে পাপ স্বীকার করো। পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করে পুনরায় ঈশ্বর ও মানুষের সাথে পুনর্মিলিত হও।

আশা নিয়ে পোপ মহোদয়ের আহ্বানে ও মন্ডলীর আহ্বানে সাড়া দাও। আশা অন্তরে ধারণ করো। আশা তোমাকে ছলনা করবে না, তোমাকে ঠকাবে না, তোমার প্রতি আশা বেইমানী করবে না। তোমার মধ্যে তো খ্রিস্টবিশ্বাস আছে: এই খ্রিস্টবিশ্বাস হচ্ছে তোমার জীবনে বড় দিদি। ভালবাসা বা প্রেম হচ্ছে তোমার জীবনে মেজ দিদি, সেই ভালবাসা নিয়ে পথ চলে। তোমার জীবনে "আশা" হল ছোড়দি, তোমার জীবনে ছোট বোনের আশা তোমার হাত ধরে সে চলতে চায়। আশার হাত ধরে জীবন পথে চলবে না? ছোট বোন আশাকে ছেড়ে বিশ্বাস ও প্রেম দিদিরাও চলতে পারবে না। আশা কিন্তু নিজেও বিশ্বাস ও প্রেমের হাত ধরে চলে। অতএব খ্রিস্টীয় জীবনে তোমার বিশ্বাস ও প্রেম – এই দুই দিদিকে সঙ্গে রেখে ছোট্টবোন "আশা"র হাত ধরে চলো। এভাবে তোমার জীবনের পথ চলা সার্থক হবে, পুন্যবর্ষ তোমার জন্য অনেক অনুগ্রহ নিয়ে আসবে।

তোমাদের জন্য আমার প্রার্থনা যেন জুবিলীবর্ষ আমাদের সকলার জন্য যেমন, তোমাদের জন্যও তেমনি, তোমাদের খ্রিস্টীয় জীবন আরও আধ্যাত্মিক, আরও মাণ্ডলিক ও সামাজিক তাৎপর্য বহন করে আনে। আমাদের জীবনে মন-পরিবর্তনের জন্য যেন যিশুর ভালবাসার আহ্বান শুনতে পারি ও সাড়া দিতে পারি।

তপস্যাকাল ঃ "এসো আশা নিয়ে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করি"

এই জুবিলীবর্ষ কেন্দ্র করে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তপস্যাকালের জন্য যে বাণী রেখেছেন তা হল: **"এসো, আশা নিয়ে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করি"**। তপস্যাকালে তোমাদের কাছেও পোপ মহোদয় সেই একই আহ্বান করছেন। এসো তাঁর আহ্বানের ওপর একটু ধ্যান করে দেখি।

ভস্ম-তিলক নিয়ে অনুতাপসূচক একটি অনুষ্ঠান-রীতির মধ্য দিয়ে, বিশ্বাস, ভালবাসা ও আশাভরে, আমরা আমাদের বাৎসরিক তপস্যকালীন তীর্থযাত্রা শুরু করেছি। মাতা মণ্ডলী আমাদের আহ্বান করেন যেন আমরা ঈশ্বরের কৃপার প্রতি আমাদের হৃদয় খুলে দিই, যাতে পাপ ও মৃত্যুকে ধ্বংস করে, প্রভু যিশুর বিজয় আনন্দের সাথে উদযাপন করতে পারি। সাধু পল বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন: "বিজয়ের গ্রাসে মৃত্যু হয়েছে কবলিত। ওহে মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়?" (১করি ১৫:৫৪-৫৫)। ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত যিশুই হচ্ছেন আমাদের জন্য বিশ্বাস ও ভালবাসার ভিত্তি ও আশার প্রতিশ্রুতি।

এবারের জুবিলী বর্ষের তপস্যাকালের উদ্দেশ্যে পোপ মহোদয়ের ধ্যানবাণী মধ্য দিয়ে "এসো, আশা নিয়ে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করি" এবং ব্যক্তিগত ও সমবেত ভাবে জীবন পরিবর্তনের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণ করি।

***যাত্রা করা*:** প্রথমেই আমরা স্মরণ করি বাইবেলের মহাযাত্রা: মিশর দেশ থেকে প্রতিশ্রুত মুক্তির দেশে ঐশজনগণের যাত্রা। স্মরণ করি বর্তমানকালেও কত সহস্র মানুষ যাত্রা করছে, পথ চলছে নানা কারণে ও নানা লক্ষ্যে। তপস্যাকালে আমাদের সচেতন হতে হয় যে আমরা যাত্রা করছি, আমরা যাত্রী।

তবু নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়: আমি কি সত্যিই যাত্রা করছি? না পথে আমি থেমে গেছি? আমি কি সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি? না হতাশা ও নিরাশায়, ভয় ও সঙ্কটে যাত্রাপথে অচল হয়ে পড়েছি? আমি কি আমার পাপ অবস্থা ও জীবনের অমর্যাদা পেছনে রেখে সামনের দিকে পথ চলছি? এই মন-পরীক্ষা হচ্ছে তপস্যাকালের চিন্তা ও ধ্যান।

পোপ মহোদয় বলেন ***একসঙ্গে*** যাত্রা করো: আমাদের এই যাত্রা একাকী যাত্রা নয়। আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান – একই পিতার উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা। একসঙ্গে যাত্রা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাত্রাপথে কাউকে আঘাত করা নয়, হিংসা-ঈর্ষা নিয়ে বা ভান করে যাত্রা করা নয়, কেউ যেন পেছনে পড়ে না থাকে, কাউকে বাদ দিয়ে যাত্রা করা নয়। তোমরা ভাবতে পারে: তরুনসমাজে একসঙ্গে পথ চলবে, পরস্পরের হাত ধরে একসঙ্গে পথ চলবে। অন্যের প্রয়োজনের প্রতি উদার হয়ে তোমরা পথ চলবে নিয়ে।

তপস্যাকালে আমরা যাদের সাথে আছি, যাদের সাথে বাস করি, আমাদের পড়াশুনার সময়ে আমরা আমাদের সমপাঠী, সহযাত্রী, সমসাথী নিয়ে পথ চলছি, আমদের কার্যক্ষেত্রে যাদের সাথে কাজ করি ও যাদের সাথে সম্পর্ক রাখি, তাদের সাথে আমি কি আমার বন্ধন অনুভব করি? তারা কি আমার কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে? যাত্রাপথে কাউকে কি ইচ্ছা করে দূরে সরিয়ে রেখেছি? যাত্রাকালে আমি কি খ্রিস্টান সমাজ বা মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন? আমি তাদের সাথে যাত্রা করছি? আমার বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করছি? তপস্যাকালে ঈশ্বরের কাছ থেকে এই আহ্বান আমরা শুনতে পাই: তোমরা একসঙ্গে জীবনে যাত্রা করো।

আশা নিয়ে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করছি কেননা আমাদের কাছে দেয়া হয়েছে প্রতিশ্রুতি। "আশা আমাদের ছলনা করে না" (রেমীয় ৫:৫), জুবিলীর মূলকথা, সেই লক্ষ্যের দিকে আমাদের যাত্রা; আর সেটাই হচ্ছে পুনরুত্থানের বিজয়। সাধু পল আবার বলেন: "যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, আমরা ওইসব কিছুর সম্মুখীন হয়েও তাঁরই শক্তিতে তবুও মহাবিজয় লাভ করি। কারণ আমি তো নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, কোন-কিছুই আমাদের প্রভু যিশুতে নিহিত ঐশ ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না: মৃত্যুও নয়, জীবনও নয়, কোন দূত, আধিপত্য বা শক্তি, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন-কিছু, ঊর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা সৃষ্ট অন্য কোন-কিছুও নয়"। (রোমীয় ৮:৩৭-৩৮)

মন পরিবর্তনের জন্য আহ্বান: "আশা"র জন্য আমাদের কাছে আহ্বান আসছে; ঈশ্বরের মহান শাশ্বত জীবনের প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর উপরে আস্থা স্থাপনের জন্য আহ্বান আসছে। আমি কি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, প্রভু আমার পাপ ক্ষমা করেন, না এমন ভাব পোষণ করি যে, আমিই সব কিছু করতে পারি? আমি কি মুক্তি বাসনা করি? সেই পরিত্রাণ পেতে ঈশ্বরের সহায়তা যাচনা করি? বর্তমান জীবন-পরিস্থিতিতে আমি কি আশা ধারণ করতে পারি? দেশ ও জাতি, মণ্ডলী ও আমার ইতিহাসের ঘটনাকে আশা নিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি? আশা হচ্ছে আমাদের জীবন-নৌকার সুদৃঢ় নোঙ্গর।

স্নেহের প্রীতিভাজনেরা, পুণ্যবর্ষে তোমাদের প্রত্যেকের কাছে এই বাণী উচ্চারিত হচ্ছে: "আশার তীর্থযাত্রী" তোমরা। উপরোক্ত বাণীর আলোকে তোমরা তোমাদের জীবনটাকে পর্যালোচনা করো। তপস্যাকালে তোমাদের কাছে এই আহ্বানও আসছে: "আশা নিয়ে তোমরা একসঙ্গে যাত্রা করো"। এই বাণীর দ্বারা তোমরা যে নির্দেশনা পাচ্ছ তা নিয়ে তোমাদের জীবন পর্যালোচনা করো।

কুমারী মারীয়া, আশার মাতা তুমি, তুমি তরুণদের স্নেহময়ী মাতা। তাদের সঙ্গে চলো, তাদের জন্য প্রার্থনা কর এবং তপস্যাকালীন যাত্রায় তাদের সহযাত্রী হও।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
তালপত্র রবিবার: যুবদিবস - ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রি.

আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্ক ঃ পোপ ফ্রান্সিসের উদ্যোগসমূহ

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

প্রথমেই আমি নিজের, খ্রিস্টান সম্প্রদায় ও বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠির নামে পোপ মহোদয়ের প্রতি আমাদের গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং তাঁর সকল কর্মকীর্তি, আদর্শ ও দৃষ্টান্তের জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

কাথলিক মণ্ডলীতে পোপ হচ্ছেন একজন ধর্মগুরু। পোপ ফ্রান্সিস কাথলিক তথা খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরুই হয়ে উঠেছিলেন। একযুগ (২০১৩-২০২৫ খ্রি.) ধরে তিনি পোপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শুধু খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু নন। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে ভাটিকান একটি ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘভুক্ত। এ দিক দিয়ে পোপ মহোদয় একজন রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধান। এই দায়িত্ব বলে তিনি সকল রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তাদের কাছেও মিশনকাঝে প্রেরিত।

ক ॥ পোপ ফ্রান্সিসের আন্তঃমান্ডলিক (ইকিউমেনিকাল) উদ্যোগসমূহ

পোপ ফ্রান্সিস আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্ক উন্নয়নে, পূর্বসূরী পোপ বেনেডিক্টের দ্বারা অর্জিত সকল অর্জনের উপর ভিত্তি করে, তারই ধারাবহিকতায় অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যেমন: বিভিন্ন মন্ডলীর নেতৃবৃন্দদের সাথে সভা এবং বিভিন্ন চার্চের সঙ্গে সংলাপ করেছেন। ঐক্য ও "সাক্ষাতের কৃষ্টি" উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় তিনি বড়োই উদ্যোগী ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সব কাথলিক, অর্থডক্স, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের (ডিনোমিনেশন) খ্রিস্টানুসারীদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি পায়। পোপের নেয়া উদ্যোগসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে তুলে ধরছি:

(১) **সভা-সাক্ষাৎ ও সংলাপ:** পোপ ফ্রান্সিস অর্থডক্স মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দদের সাথে বিশেষভাবে কনস্টান্টিনোপলের পাত্রিয়ার্ক বার্থলমিয়ের সাথে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎ করেছেন। একই বছর কিউবাতে রাশিয়ার অর্থডক্স পাত্রিয়ার্ক কিরিলের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল যাতে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার হয় এবং উভয়ের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি সম্বন্ধে ঐকমত্য অনুসন্ধান করা হয়। পোপ ফ্রান্সিস লুথেরান মণ্ডলীর সাথে সুইডেনে, ২০১৬খ্রি. প্রোটেস্টান্ট বিপ্লবের ৫০০ বছরের পূর্তি যৌথভাবে পালন করেছেন এবং লুথেরান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একটি সমঝোতার বিবৃতি যৌথভাবে স্বাক্ষরিত হয়। দলিলে প্রকাশ করা হয় যে, এই দুই মন্ডলীর মধ্যে অনৈক্যের চাইতে ঐক্য অনেক বেশী। অ্যাংলিকান মণ্ডলীর সভায় তিনি যোগদান করেছেন এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন অনেকবার। তিনি অ্যাংলিকান মণ্ডলী এবং প্রাচীন কাথলিক মণ্ডলীসমূহের সাথে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আলাচনায় লিপ্ত ছিলেন তাঁর পুরো কার্যকালে। বিশেষ প্রয়োজনে সুদান সফরকালে আর্চবিশপ অব ক্যান্টারবারি তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন।

(২) **সমবেত প্রার্থনা ও উপাসনা:** পোপ ফ্রান্সিস খ্রিস্টীয় ঐক্য এবং সমোঝোতার জন্য, বিভিন্ন খ্রিস্টান ঐতিহ্যের মন্ডলীর সদস্যদের সাথে সমবেতভাবে প্রার্থনা ও উপাসনার গুরুত্ব অনুভব ক'রে তিনি নিজে তাতে যোগদান করতেন।

(৩) **"সাক্ষাতের কৃষ্টি":** পরস্পরের মধ্যে "সাক্ষাতের কৃষ্টি" গড়ার জন্য পোপ ফ্রান্সিস নিজেই উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে যায় এবং ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত দলগুলোর মধ্যে যোগসেতু নির্মাণ করা হয়। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দদের দর্শন করা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সংলাপের একটি কার্যকরী পদ্ধতি। পোপ ফ্রান্সিস অন্য ধর্মের এবং অন্য মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের সাথে "সাক্ষাতের কৃষ্টি" গড়ে তুলেছেন।

(৪) **যৌথ বিবৃতি ও উদ্যোগ:** অন্যন্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দদের সাথে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন এবং যৌথভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যেন সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন ২০২৫ খ্রি. একসঙ্গে পুনরুত্থান পর্ব পালন করার জন্য প্রাচ্য অর্থডক্স মন্ডলী ও কাথলিক মণ্ডলীর যৌথ ঘোষণাপত্র।

(৫) **"রোমের বিশপ সম্পর্কে আন্তঃমান্ডলিক আলোচনা":** পোপের ফ্রান্সিসের সমর্থনে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক পোপের মন্ত্রণালয় থেকে একটি দলিল প্রকাশিত হয়। দলিলের নাম ছিল: "বিশ্বজনীনপত্র *Ut Unum Sint* (*তারা যেন এক হয়*) অনুসারে রোমের বিশপ: প্রাধান্য ও সিনড-প্রক্রিয়া" বিষয় নিয়ে আন্তমান্ডলিক পর্যালোচনা এবং মতামত প্রকাশ করা হয়। আন্তঃমান্ডলিক পর্যালোচনায় পোপের প্রাধান্য সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই দলিলে স্থান পেয়েছে এবং আগামী পুনর্মিলিত মণ্ডলীতে কীভাবে পিতরের ভূমিকা, রোমের বিশপ বা পোপ পালন করতে পারেন তার সম্ভাবনাও যাচাই করা হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে সুপারিশও করা হয়েছে।

(৬) **"সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী":** পোপ মহোদয় মণ্ডলীতে সিনড-প্রক্রিয়া বা অপরের কথা শোনা এবং মাণ্ডলিকভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার প্রক্রিয়ার গুরুত্বের ওপর বেশ জোর দিয়েছেন, যার মাধ্যমে ঐক্য অর্জন এবং আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন করা যায়। পোপ ফ্রান্সিস খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, কাথলিক মণ্ডলীর সিনড-প্রক্রিয়া খ্রিস্টীয় ঐক্য আরও ফলপ্রসূ ও বেগবান করবে।

(৭) **অনুতাপ ও ক্ষমা:** পোপ ফ্রান্সিস কাথলিকদের আহ্বান করেছেন যেন তারা অতীতের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা যাচনা করে এবং তাদেরকে ক্ষমা দান করে যারা অতীতে নির্যাতিত হয়েছেন; এভাবে পুনর্মিলন ও নিরাময় সাধন করা হবে।

(৮) **নিসীয় বিশ্বাস মন্ত্র:** পোপ ফ্রান্সিস জীবদ্দশায় বাসনা করেছিলেন যে, নিসীয় ইকিউমেনিকাল মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি অনুষ্ঠান তিনি অর্থডক্স মন্ডলী ও অন্যান্য মণ্ডলীর সাথে একত্রিত হয়ে পালন করবেন ইরাকের প্রাচীন নিসীয় নগরে (বর্তমানে ইজনিক নামক এলাকায়)। পোপ ফ্রান্সিসের এই পরিকল্পিত ঘটনা আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপ ও ঐক্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। নিসীয় ইকিইমেনিকাল মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি উপলক্ষে পোপ মহেদায়ের খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে একটি দলিল ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন। শোনা যাচ্ছে যে, হয়তো বর্তমান পোপ চতুর্দশ লিও ২০ মে তারিখে নিসীয় নগরে যাবেন এবং সকল মণ্ডলীর সাথে উদযাপন করবেন ১৭০০ বছরের বিশ্বাসমন্ত্র ।

(৯) **যিশুখ্রিস্ট-**২০৩৩ (জেসি-২০৩৩): কাথলিক, অর্থডক্স, ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চ, অ্যাভাঞ্জেলিকাল সম্প্রদায়, প্রমূখ কর্তৃক একটি মুভমেন্ট শুরু হয়েছে। প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যিশুর পুনরুত্থানের ২০০০ বর্ষের পূর্তি উদযাপন করা এবং এই উদ্দেশ্যে একসঙ্গে ইকিউম্যানিকাল মহাযাত্রার আহ্বান জানানো হয়েছে। উদ্যোগের মূলবাণী হচ্ছে: "আমাদের পরিচয় খ্রিস্ট, কোনসম্প্রদায় নয়।" এই উদ্যোগকে পোপ ফ্রান্সিস স্বাগতম ও সমর্থন জানিয়েছেন।

খ ॥ নিসীয় বিশ্বাস মন্ত্র: আন্তঃমান্ডলিক সম্পর্কের ভিত্তি

নিসীয় ইকিউমেনিকাল ("oikoumene") মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে। উক্ত সভায় বিশ্বজনীন বিশ্বাসমন্ত্র সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। ইকিউমেনিকাল মহাসভা কাথলিক মণ্ডলীতে, পোপের সভাপতিত্বে, বিশ্বের সকল বিশপদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত ইকিউমেনিকাল বা সর্বজনীন মহাসভা ঐশবাণীর আলোকে ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা এবং মণ্ডলীর শৃঙ্খলা বিষয়ে যে-শিক্ষা দান করে তা মণ্ডলীতে যুগযুগ ধরে শিক্ষা-পরম্পরা হয়ে চলমান থাকে। নিসীয় মহাসভা তেমনই একটি মহাসভা যা বিশ্বাসের বিষয়ে শিক্ষা-পরম্পরার প্রধান কর্তৃপক্ষ হয়ে উঠেছে।

নিসীয় মহাসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বক্ষণে প্রচলিত ছিল এরীয় ভ্রান্তমতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে যিশু শুধু মানুষ ছিলেন। এর বিরুদ্ধে নিসীয় মহাসভা যিশুর ঈশ্বরত্বকে খ্রিস্টবিশ্বাসের স্বীকারোক্তি হিসেবে স্থির করেছে।

নিসীয় মহাসভার বার্ষিকী উপলক্ষে পোপের "আন্তর্জাতিক ঐশতাত্ত্বিক কমিশন" একটি দলিল প্রকাশ করেছে। দলিলটির নাম: "যিশু খ্রিস্ট, ঈশ্বরের পুত্র, ত্রাণকর্তা: মণ্ডলীর নিসীও ইকিউমেনিকাল মহাসভার ১৭০০ বছর পূর্তি"। পোপ ফ্রান্সিস এই দলিলটিকে অনুমোদন করেছেন।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র হচ্ছে খ্রিস্ট সম্বন্ধে মণ্ডলীর বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকারোক্তি। পবিত্র ত্রিত্ব এবং যিশুর ঈশ্বরত্বের উপর বিশ্বাস সম্বলিত খ্রিস্টবিশ্বাসমন্ত্র আমাদের বিশ্বাসের "পরিচয়পত্র" বলে বিবেচিত। বিশ্বাসমন্ত্র শুধুমাত্র কয়েকটি ধর্মনীতির তালিকা নয়; বরং এখানে প্রকাশিত হয়েছে ঈশ্বরের ভালবাসা এবং তাঁর পরিত্রাণের উপহার।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সমস্ত খ্রিস্টান মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্যের চিহ্ন। এ বছর কাথলিক ও অর্থডক্স মণ্ডলী ও অন্যান্য মণ্ডলী একই দিনে পুনরুত্থান উৎসব পালন করেছে। নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। পোপ মহোদয় বাসনা করেছেন যে, নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা বিভিন্ন মন্ডলীকে একত্রিত করবে এবং কাথলিক বিশ্বাসীবর্গকে অনুপ্রাণিত করবে সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সম্পর্কে রচিত দলিলটি কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে: (১) বাণী-প্রচারের জন্য নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র অপরিহার্য, (২) খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অন্যের সাথে সহভাগিতার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি করবে। (৩) সাম্প্রতিক সামাজিক ও কৃষ্টিগত পরিবর্তনের সময় বিশ্বাসের যথোপযুক্ততা ব্যক্ত করবে। (৪) উপরন্তু বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে সকল বিচ্ছিন্নতার মাঝে বিশ্বাসের ঐক্য বা খ্রিস্টীয় ঐক্য অর্জনে গতি সঞ্চার করবে। (৫) পরিশেষে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র প্রাচ্য ও পাশ্চত্য মণ্ডলীর মধ্যে সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি করবে, যেমনটি হয়েছিল পুনরুত্থান উৎসব পালন করার সময়।

পোপ ফ্রান্সিস পুণ্যবর্ষ ঘোষনার পূর্ব থেকেই ২০২৫-জুবিলীর সাথে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের ১৭০০ বর্ষপূর্তি উদ্যাপন সংযুক্ত করেছেন। তিনি আশা করেছেন যে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের পূর্তি অর্থপূর্ণভাবে উদযাপিত হবে এবং মণ্ডলীতে ঐক্য প্রচেষ্টার একটি দৃঢ় ভিত্তি লাভ করবে এবং বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় আশার প্রতীক হিসেবে এই ঘটনাটি বিবেচিত হবে।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের বার্ষিকী উদযাপন এবং সেই উপলক্ষে প্রকাশিত দলিলটি খ্রিস্টীয় ঐক্য স্থাপনে এবং চার্চের মিশনকে আরও জোরদার করবে। নিসীয় সম্মেলন এবং চার্চের চলমান সিনড-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত কারণ এই প্রক্রিয়া "একসঙ্গে চলার" গুরুত্ব আরোপ করছে। এই গুরুত্ব মঙ্গলসমাচার অনুসারে জীবনযাপন করার প্রতি একনিষ্ঠতার আহ্বান।

আন্তর্জাতিক ঐশতত্ত্ব বিষয়ক কমিশন আগামী মে ২০, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে দলিলটির ওপর একটি অধ্যয়ন দিবস আয়োজন করেছে। দিবসটি রোমে পন্টিফিকাল উরবানিয়ানা নামক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এখানে অনেক ঐশতত্ত্ববিদ ও বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থেকে দলিলটির বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পরিশেষে মন্ডলীর আদি পিতৃগণের একটি কথা উল্লেখ করে শেষ করতে চাই: "আমরা যেভাবে দীক্ষিত সেভাবে আমরা বিশ্বাস করি; এবং আমরা যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে আমরা প্রার্থনা করি।" সুতরাং খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য অপরিহার্য: পবিত্র ত্রিত্বের নামে দীক্ষাস্নান, বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং প্রার্থনা।

সংযুক্তি: নিসীয় বিশ্বাস মন্ত্র

এক পরমেশ্বর, সর্বশক্তিমান পিতা,
স্বর্গ ও মর্ত এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য বিশ্বমন্ডলের সৃষ্টিকর্তায় আমি বিশ্বাস করি।

আমি বিশ্বাস করি এক প্রভু যিশু খ্রিস্টে,
যিনি পরমেশ্বরের একমাত্র-জাত, এবং সর্বযুগের পূর্বে পিতা হতে জনিত।
পরমেশ্বর হতে পরমেশ্বর, জ্যোতি থেকে জ্যোতি, সত্যেশ্বর হতে সত্যেশ্বর।
তিনি জাত, সৃষ্ট নন, পিতার সঙ্গে অভিন্ন-স্বরূপ; তাঁর দ্বারা সমস্তই হল সৃষ্ট।
আমাদের মানবকুলের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে
স্বর্গ থেকে তিনি অবরোহন করলেন,
এবং পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে দেহধারণ করলেন, এবং মানুষ হলেন।
পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে আমাদের জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন,
মৃত্যু-যাতনাভোগ করলেন ও সমাধিস্থ হলেন;
এবং শাস্ত্র-অনুসারে তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করলেন ও স্বর্গে আরোহন করলেন;
পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন;
তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে সগৌরবে পুনরাগমন করবেন – তাঁর রাজত্বের শেষ হবে না।

আমি বিশ্বাস করি প্রভু ও জীবনদায়ী পবিত্র আত্মায়,
যিনি পিতা ও পুত্র হতে সম্ভূত,
পিতা ও পুত্রের সাথে সমভাবে আরাধিত ও গৌরবান্বিত;
তিনি প্রবক্তাদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন।
এক পবিত্র সার্বজনীন ও প্রৈরিতিক মণ্ডলীতে আমি বিশ্বাস করি।
আমি পাপমোচনার্থে এক দীক্ষাস্নান স্বীকার করি;
এবং মৃতদের পুনরুত্থান ও শাশ্বত জীবনের প্রত্যাশা করি। আমেন।

Sources

1. By Martin Bürger Top ecumenical initiatives of Pope Francis: a retrospective
   Munich, Germany, Apr 24, 2025 / 14:31 pm
2. By Kristina Millare, Vatican releases document to mark 1,700th anniversary of First Council
   Vatican City, Apr 3, 2025 / 13:00 pm
3. Vatican News:
   The Nicene Creed: an expression of Christian identity
   Pope Francis: Restoration of Christian unity is 'an urgent priority in today's world'

ঢাকা আর্চবিশপ হাউজের হলে ১৫ মে, ২০২৫ পোপ ফ্রান্সিস-এর স্মরণে আন্তঃমাণ্ডলিক প্রার্থনা ও সহভাগিতায় উপস্থাপিত বক্তব্য

প্রদিপাদ্য বিষয়: আশাময় ধরিত্রী নির্মাণে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ও পোপ চতুর্দশ লিও উপলক্ষ্য "লাউদাতো সি সপ্তাত ২০২৫" এবং দশক পূর্তি

আশাময় ভবিষ্যত নির্মাণে মানব-পরিবার সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা ও প্রেরণা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

"লাউদাতো সি সপ্তাহ – ২০২৫" উপলক্ষে বর্তমানের এই আয়োজনের জন্য "সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশনকে" সাধুবাদ জানাই। সিবিসিবি'র সভাপতি থাকাকালীন সময়ে "লাউদাতে সি" প্রকাশের ২০১৫খ্রি. থেকে ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত বেশ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম। এই বিশ্বজননীন পত্রটির দশম বার্ষিকী এবছর। স্মরণ হয় যে, ২০২০ খ্রি. "লাউদাতো সি"-এর পঞ্চ বার্ষিকী উদযাপনকালে "একজন কাথলিক একটি গাছ" রোপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। যদিও আমাদের কাথলিকদের সংখ্যা তখন ৪ লক্ষ, আমাদের সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে প্রায় ৭ লক্ষ ফলজ বৃক্ষ রোপন করা হয়েছিল দু'বছরে।

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বব্যাপী মহামানব, মহান ব্যক্তিত্ব ও বরেণ্য মানুষের বড়ো খড়া। এই খড়া এতই উত্তপ্ত ও প্রকট যে চারিদিকে দেখা যাচ্ছে দাবানল – প্রকৃতি-পরিবেশের মধ্যে দাবানল এবং মানবসমাজে যুদ্ধ-সংঘর্ষের দাবানল। এ হেন পরিস্থিতিতে পোপ ফ্রান্সিস প্রতিকী অর্থে দুটো দাবানল প্রতিপাদ্য করে দুটো বিশ্বজনীনপত্র প্রকাশ করেছিলেন: প্রথমটি হল "লাউদাতো সি" (প্রভুর প্রশংসা হোক) যেটি প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর রচিত হয়েছেন; যেখানে তিনি বলেছেন "ধরিত্রী আমাদের সর্বসাধারণের বসতবাড়ি"। আর দ্বিতীয় বিশ্বজনীন পত্রটি হচ্ছে "ফ্রাতেল্লি তুত্তি" "ভ্রাতৃ-সকল" বা "সকলে ভাইবোন" যেটি "সামাজিক বন্ধুত্ব" সম্পর্কে রচিত।

১॥ পোপের দায়িত্বভার – বিশ্বজনীন যৌক্তিকতা

কাথলিক মণ্ডলীতে পোপ হচ্ছেন একজন ধর্মগুরু। পোপ ফ্রান্সিস কাথলিক তথা খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরুই হয়ে উঠেছিলেন। একযুগ (২০১৩-২০২৫ খ্রি.) ধরে তিনি পোপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শুধু কাথলিকদের ধর্মগুরু নন। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে ভাটিকান একটি ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘভুক্ত। এ দিক দিয়ে পোপ মহোদয় একজন রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানও বটে। এই দায়িত্ব বলে তিনি সকল রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যার ফলে তিনি সমগ্র বিশ্বের কাছে কথা বলার যৌক্তিকতা রাখেন।

কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে, পোপ এমন একজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বর দ্বারা আহূত, তাঁর দ্বারা মনোনীত এবং বিশ্বের কাজে তাঁর দ্বারা প্রেরিত। পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন প্রধান ধর্মগুরু, আবার একই সময়ে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে। এভাবেই তিনি মানুষের কাছে অভিহিত হয়েছিলেন। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিসের বাংলাদেশ সফরের সমাপ্তিতে একটি সংবাদপত্র উক্তি করেছিল: "আধ্যাত্মিকতা বলতে কী বুঝায় পোপ ফ্রান্সিস আমাদের কাছে তা দেখিয়ে গেলেন।"

ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যারা তারা সাধারণত হয়ে ওঠেন সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন। অর্থাৎ তারা নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠির মধ্যে তারা সীমিত থাকেন না, সবার সাথে সংলাপ ও সম্পর্ক, সকলার সাথে শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধন অনুভব করেন। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নিজস্ব ধর্মকে ভর করে এমন উর্ধ-শেখড়ে চলে যান সেখানে সবাই তার ভাইবোন, সকলে তার আপনজন। এ ভাবেই পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বমানুষের হৃদয় জয় করেছেন।

২॥ আশাময় ধরিত্রী নির্মাণে মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা ও প্রেরণা

এবারে আমাদের নির্দিষ্ট আলোচ্যবিষয়, অর্থাৎ “আশাময় ধরিত্রী নির্মানে মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা ও প্রেরণা” সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি কথা বলি। “মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা ও প্রেরণা” খ্রিস্টবিশ্বাসের ভিত্তির উপরে গড়া এবং পোপ ফ্রান্সিস নিজে তাঁর ধারণা ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে আপন করে প্রকাশ করেছেন:

শিক্ষার ভিত্তি খ্রিস্টবিশ্বাস

প্রথমত, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এক। তিনি সমস্ত জগত ও সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তিনি পালনকর্তা এবং তিনি উদ্ধারকর্তা। ঈশ্বরের প্রেরিতজন হিসেবে সৃষ্টি: অর্থাৎ মানব ও ধরিত্রী রক্ষা, তা পালন ও তত্ত্বাবধান করা, এবং পতিত মানব-জাতিকে অধর্ম থেকে উদ্ধার করা পোপের দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করেছেন। আমরাও সবাই সেই একই দায়িত্বের অংশীজন: মানুষ ও ধরিত্রীকে রক্ষা করব, পালন ও তত্ত্বাবধান করব এবং পতিত মানবসমাজকে উদ্ধার করব। ঈশ্বর এক এবং আমাদের দায়িত্বও এক।

দ্বিতীয়ত, সৃষ্টির সেরা মনুষ্য-জগত একটি পরিবার স্বরূপ, যাকে আমরা বলি মানব-পরিবার। মানব-পরিবারের সকলেই আমরা ভাইবোন। এই বিষয়টি তাঁর বিশ্বজনীনপত্র “ফ্রাতেল্লি তুত্তি”, “ভ্রাতৃ-সকল”-এর মধ্যে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

তৃতীয়ত, আমাদের এই পৃথিবী/ধরিত্রী হচ্ছে মানব-পরিবারের “সর্বসাধারণের একটি বসতবাড়ি”; আমাদের বসত-বাড়িটাকে রক্ষা করা, ভালবাসা ও যত্ন নেওয়া সকল মানুষের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে বিশ্বজনীনপত্র “লাউদাতো সি” দলিলে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন বর্তমান জলবায়ূ পরিবর্তন ও তার কুফলের জন্য মানুষ দায়ী; এটা তার অনৈতিক জীবনেরই ফল; স্বার্থপরতার জন্য ধরিত্রী ও তার সামগ্রী ব্যবহৃত বা অপব্যবহৃত হচ্ছে। যার ফলে হয়েছে জলবায়ূর পরিবর্তন। সর্বস্তরে দেখা যাচ্ছে দূষণ: বায়ূ দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, মাটি দূষণ, খাদ্য দূষণ, আরও কত দূষণ। মানুষের ভোগ-বিলাস, প্রতিযোগিতা, অর্থলিপ্সা, পদলিপ্সা, অনেকে বলে “অর্থ যেখানে দ্বন্দ্ব সেখানে”, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা, “ছুড়ে ফেলার সংস্কৃতি” ইত্যাদির জন্য মানুষ দায়ী। আফসোস করে পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন: “ধরিত্রীটাকে তোমারা গলা টিপে মেরে ফেলছ”; তিনি বলেন, “ধরিত্রীর আর্তনাদ তোমরা শুনতে পারছ না?” প্রশ্ন করেছেন তিনি: “কোন ধরনের পৃথিবী তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাবে?” তাই পোপ মহোদয়ের উদাত্ত আহ্বান: “মন ফেরাও” বা “লাইফ-স্টাইল” পরিবর্তন কর।

চতুর্থত, মানবজগত ও মানবপরিবারের প্রধান নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে: বিশ্বে “মানব-ভ্রাতৃত্ব” গড়ে তোলা; “মানব-ভ্রাতৃত্ব” হচ্ছে মানুষের সামাজিক ও জাগতিক জীবনের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, প্রধান চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড।

অন্তর্ভূক্তিবোধ বা অন্তর্ভূক্তিকরণ: মানুষের মধ্যে আশা সঞ্চার করে

পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষা অনুসারে মানবসমাজকে যদি পরিবার রূপে গড়ে তুলতে হয় এবং সেই সমাজে যদি মানব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে সকল চিন্তাভাবনা ও কার্যক্রমের জন্য একটি নীতি অনুসরণ করতে হবে। সেই নীতি হচ্ছে **অন্তর্ভূক্তিবোধ বা অন্তর্ভূক্তিকরণ,** অর্থাৎ সবাইকে সম্পৃক্ত করা, কাউকে বাদ নয়, বিচ্ছিন্নতা নয় বরং মিলন-সৃষ্টি করা । এই নীতির মধ্যে নিহিত পোপ ফ্রান্সিসের কয়েকটি ধারণা নিম্নে তুলে ধরা হল:

ধর্ম, দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, কৃষ্টি, শ্রেণি, বর্ণ, সংস্থা-প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সীমানা বা প্রাচীর বা দেয়াল গড়া নয়, বরঞ্চ সবার মধ্যে যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা। ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা সকল বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতা হ্রাস করা একান্ত জরুরী।

যুদ্ধ-সংঘর্ষ-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পোপ ফ্রান্সিস উদাত্ত আহ্বান আহ্বান জানিয়েছেন। যুদ্ধ-সংঘর্ষ মানব-পরিবারের সম্পর্ক ও মানব-ভ্রাতৃত্ব নস্যাৎ করে দেয়। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন ইতিমধ্যে খন্ডাকারে তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশেষ করে গাজা, ইউক্রেন, মিয়ানমার, সাপ্রতিক আমাদের দেশের সকল পায়তারা এবং মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় দেশের শান্তির জন্য তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে গেছেন।

মাঝে মাঝে পোপ ফ্রান্সিসকে বলা হয় "পেরিফারীর বা প্রান্তিক-জগতের পোপ"। এই পরিচয়ের দ্বারা মানুষের মধ্যে আশা সঞ্চরিত হয়েছে। যারা দূরের তাদেরকে তিনি কাছে নিয়ে এসেছেন, কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রান্তিক দেশ ও প্রান্তিক মানুষের কাছে গিয়ে তিনি উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। যেমন: বাংলাদেশ থেকে একজনকে কার্ডিনাল মনোয়ন; যারা ক্ষুদ্র ও দরিদ্র, শরণার্থী ও অভিবাসী, আদিম আদিবাসী, উদবাস্তু, অসুস্থ, পথের মানুষ, প্রতিবন্ধী তাদের প্রতি মনোযোগ; তাদের সাথে একাত্মতা স্বীকার। এ কারণে পোপ ফ্রান্সিস "দরিদ্রদের পোপ" বলেও আখ্যায়িত হয়েছেন। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দীনমানুষের প্রতি ভালবাসা ব্যক্ত করেছেন ও তাদের অধিকারে পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য।

শিশু-কিশোর-যুবদের তাদের প্রতি সর্বদা তিনি মনোযোগ দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে, তাদের সঙ্গে থাকতে, তাদের কাছে তাঁর ভালবাসা ব্যক্ত করতে তিনি সুযোগ খুজতেন; তাদের হতাশার জীবনে আশা সঞ্চার করেছেন। তাই যুবরা তার কাছে যেতে আগ্রহী ছিল, তার জীবন প্রয়াণে মর্মাহত হয়েছে অনেক পরিমাণে। (উদাহরণ: চার বছর অন্তর বিশ্ব-যুবদিবস, বাংলাদেশে সফর কালে যুবদের সাথে নটর ডেম কলেজে সাক্ষাৎ, ইত্যাদি)

যারা পাপী ("তাদের বিচার করতে আমি কে?") ও অপরাধী (কয়েদীদের ভালবাসা ও পা ধুইয়ে সেবা করা), যারা সমাজে পরিত্যাক্ত বা চ্যুত, যারা অন্যায়ের শিকার (বিশেষ করে শিশু কিশোর ও নাবালক) তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলছেন; যারা ভালবাসা পায় না তাদেরকে ভালবাসাই ছিল একমাত্র পরিত্রাণের পথ। এভাবে পোপ ফ্রান্সিস মানবিক ভ্রাতৃত্ব জোরদার করেছেন মানবপরিবারে। পোপ ফ্রান্সিসের অন্তর্ভুক্তিবোধের উপর অগ্রাধিকার মানুষকে আশান্বিত করেছে। বিশ্বের জনগণই তার সাক্ষ্য।

মানব-পরিবার ও ভ্রাতৃত্ব গঠনে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক ও সম্প্রীতি

পোপ ফ্রান্সিস তার কার্যকালে ৪৭ টি দেশে সফর করেছেন এবং সব দেশে তিনি অন্য ধর্মের নেতৃবৃন্ধ ও সাধারণ মানুষের সাথে সাক্ষাৎ, আলোচনা, সভা বা প্রার্থনায় মিলিত হয়েছেন। সফরের অন্যতম উদ্দেশ্যে সব ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষের মধ্যে মানবিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা। এশিয়ার এগারোটি দেশে তিনি সফর করেছেন তার মধ্যে: বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, দক্ষিন কোরিয়া, ফিলিপাইন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, মঙ্গোলিয়া, শ্রীলংকা প্রমুখ। মধ্যপ্রাচ্য: সংযুক্ত আরব-আমিরাত – আবুধাবি, যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরাক (ঝুঁকিপূর্ণ), প্যালেস্টাইন, ইস্রায়েল, লেবানন, ইত্যদি দেশে সাক্ষাৎ ও সফর করেছেন যেখানে বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও একসঙ্গে প্রার্থনা এবং কোনো কোনে দেশে চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ছিল পোপ ফ্রান্সিসের রাষ্ট্রীয় ও পালকীয় সফর। সফরের উদ্দেশ্য ছিল: "শান্তি ও সম্প্রীতি"। নাগরিক সম্বর্ধনা, স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন, আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা, রোহিঙ্গাদের সাথে সাক্ষাৎ, ছাত্রদের সাথে সমাবেশ ছিল আন্তঃধর্মীয় কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম।

আয়োজিত আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের শেষান্তে পোপ মহোদয়ের একক পরিচালনায়, অপরিকল্পিতভাবে মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন; রোহিঙ্গাদের করুণকাহিনী তিনি শুনেছেন, নিরাপত্তা কর্মীদের বলেছেন: "তাদের কথা বলতে বাধা দিওনা, তাদের শ্রদ্ধা কর"; বিশ্ববাসীর কাছে উক্তি করে বলেছেন:

"আজ রোহিঙ্গারা ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রকাশ করছে"; আবার বললেন: "যারা তোমাদের নির্যাতনের কারণ হয়েছে তাদের হয়ে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি"; আরও তিনি বলেন: "বাংলাদেশ যেমন হৃদয়-দ্বার খুলে তোমাদের গ্রহণ করেছে, তোমরাও আমাদেরকে গ্রহণ করো"। সতেরোজন ব্যক্তির কথা শোনার পর পোপ ফ্রান্সিস নিজেই রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে একজন ইমামকে বিশ্বমানবের সকলের জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান জানালেন। পোপ রোহিঙ্গাদের কথা শুনে ব্যাথিত হয়েছিলেন, সেই দিন তিনি রাতে আর আহার করতে পারেননি। সোসাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে রোহিঙ্গাদের আর্তনাদ সম্প্রচারিত হল এবং মানব-ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে কতদেশ তাদের মানবিক প্রয়োজন মেটাতে পরবর্তীতে এগিয়ে এল।

পোপ ফ্রান্সিসের দেওয়া অর্থসাহাজ্যে বাংলাদেশের বিশপগণ বিগত ৭ বছর ধরে কারিতাসের একটি কর্মসূচির মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের পাশে থেকে কাজ করে আসছে আজোবধি। এখানে উল্লেখ করতে দ্বিধা নেই যে একজন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান পোপ মহোদয়কে আট কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন চার্চের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের যেন সাহায্য করা হয় – অভাবনীয় নিদর্শন।

মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা ও গঠন

আবুধাবির রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বে, ২০১৯ খ্রি. কায়রোর আলহাজার বিশ্ববিদ্যালদের গ্রান্ড ইমামের সাথে পোপ ফ্রান্সিস একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে "মানব-ভ্রাতৃত্ব" এবং তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রয়েছে ১১টি দফা।

পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা অনুসারে মানুষের শিক্ষা ও গঠন হবে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতিতে, শিক্ষার লক্ষ্য "মানব-ভ্রাতৃত্ব"; আর শিক্ষাপদ্ধতি হবে ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষের সাথে সংলাপ, সম্পর্ক ও সম্প্রীতি।

সকলার কাছে আমার আবেদন পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানবসমাজকে যেন সর্বদা একটি পরিবার হিসেবে গ্রহণ করি, পৃথিবী বা ধরিত্রীকে একটি আপন বসতবাড়ী হিসেবে বিবেচনা করি এবং প্রত্যেক মানবব্যক্তিকে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে, পরিবারের ভাইবোন হিসেবে জ্ঞান ক'রে, একটি মানব-পরিবার ও মানবিক ভ্রাতৃত্বে গড়ে উঠি শিক্ষা ও গঠনের মাধ্যমে।

মণ্ডলীর আইন অনুসারে একটি খ্রিস্টান সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মন্ডলীর সামাজিক শিক্ষা সম্বান্ধে চলমান গঠন ও প্রশিক্ষণ দেওয়া। আমার বাসনা থাকবে এখানে উপস্থিত যারা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, পরিচালক ও নির্বাহীকর্মী হিসেবে সংশ্লিষ্ট তাদের আপন আপন প্রতিষ্ঠানে মন্ডলীর সামাজিক শিক্ষা বিষয়ে নিয়মিত গঠনের যেন ব্যবস্থা থাকে।

পোপ লিও বর্তমান "কৃত্রিম বুদ্ধিমতা" ও অন্যান্য শিল্প উন্নয়নের বিপ্লবের প্রেক্ষিতে কাথলিক সামাজিক শিক্ষার তিনটি মূল্যবোধের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন: শান্তি, ন্যায্যতা এবং সততা।

সমাপ্তিতে স্মরণ করি যে, লাউদাতো সি সপ্তাহ – ২০২৫ এবং দশম বার্ষিকী মহান জুবিলীবর্ষ –২০২৫ খ্রিস্টবর্ষে পালিত হচ্ছে। এই জুবিলীবর্ষের মূলভাব হচ্ছে: "আশার তীর্থযাত্রী আমরা"। আমরা এ জগতে তীর্থযাত্রী; আশাহীন হয়ে আমরা তীর্থযাত্রা করছি না। একটা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রী আমরা। সাধু পলের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন: "আশা তোমাদের ছলনা করবে না"। এই বিশ্বাসে আমরা ভালবাসায় সকলের সাথে একসঙ্গে পথ চলি।

সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশন কর্তক আয়োজিত সমাবেশে প্রদত্ত বক্তব্য, খ্রিস্টান কোপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি"র হল রুম, মনিপুরিপাড়া, ঢাকা, ২৪/৫/২০২৫ খ্রি.

পোপ চতুর্দশ লিও: কী তাঁর পরিচয়? কোন পথে তিনি চলবেন?
কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

(১) পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যু

বর্তমান ধর্মোপসনায় প্রভু যিশুর পুনরুত্থানকাল পালিত হচ্ছে। পুনরুত্থান রবিবারে, ২০ এপ্রিল, ২০২৫-এর মহাখ্রিষ্টযাগের শেষে সাধু পিতরের চত্তরে পোপ ফ্রান্সিস প্রবেশ করলেন উইল চেয়ারে। দীর্ঘসময় ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন, দাঁড়াতে ও কথা বলার শক্তি তেমন নেই। তথাপি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললেন: "বোওনা পাস্কা" - "শুভ পুনরুত্থান"। তারপরে পুনরুত্থান উপলক্ষে তাঁর বক্তব্য অন্য একজন পাঠ করলেন। সমাপ্তিতে তিনি সকলকে পুনরুত্থানের আশীর্বাদ দিলেন। জনসমক্ষে এই তাঁর শেষ কথা ও আশীর্বাদ। পরেরদিন সকালবেলা হলো তাঁর তিরোধান এই জগত থেকে। কাঁদালো কত মানুষকে। শূণ্য হল পোপের আসন।

পোপ মহোদয়ের মৃত্যুর পর ভাটিকানে ৯ দিনের শোকসভা চলেছে। কার্ডিনাল সংসদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁরা ৯টি সভায় আলোচনা করেছে: পোপ ফ্রান্সিস এক যুগের কার্যকালে মন্ডলীতে কী সম্পদ রেখে গেলেন? মন্ডলী ও জগতের সাম্প্রতিক অবস্থা ও চ্যালেঞ্জগুলো কী?, কোন ধরনের পোপ প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতের নানা প্রত্যাশা পর্যালোচনা করা হল। এপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হল এবং সমাধিস্ত করা হল মেরী মেজর বাসিলিকায় অতি সাধারণভাবে।

(২) পোপ চতুর্দশ লিও-র নির্বাচন:

ঐ সময়ে সবার মধ্যে একটি প্রশ্ন পরবর্তী পোপ কে হবে? সোসাল মিডিয়াতে অনেকের নাম আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছে কিন্তু প্রধান দৃষ্টি ছিল কনক্লেভের দিকে। কনক্লেভ শুরু হল ৭ই মে, সিসটাইন চ্যাপেলে, যেখানে বিশ্বের ৭০টি দেশ থেকে আসা ১৩৩জন ভোটাধিকারী কার্ডিনালগণ সমবেত হলেন, একজন প্রচারক কার্ডিনালের ধর্মোপদেশ শুনলেন, শপথ গ্রহণ করলেন এবং আধ্যাত্মিক ধ্যান-প্রার্থনার মাধ্যমে ভোট দিতে শুরু করলেন। এই নির্বাচনে কোন প্রার্থীতা নেই, প্রচারণা নেই, এমনকি কোনো আলাপ আলোচনাও নেই। অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে, ৮ই মে, কনক্লেভের দ্বিতীয় দিনে, মাত্র চতুর্থ ব্যালটের মাধ্যমে কার্ডিনালগণ দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দিয়ে একজনকে নির্বাচন করলেন। তিনি হচ্ছেন কার্ডিনাল রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্ট, ওএসএযিনি হচ্ছেন ২৬৭তম পোপ এবং তিনি পোপ চতুর্দশ লিও নাম গ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৬৯ বছর। তাঁরই কিছু পরিচয় এবং পোপ হিসেবে তাঁর প্রাথমিক চিন্তাভাবনা তুলে ধরছি।

(৩) পোপ লিও: অতীতের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সম্পদ

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর শিকাগোতে তার জন্ম হয়। শিশু ও কিশোর কালে তিনি শিকাগোতে পড়াশুনা করেছেন। কাথলিক একটি সুন্দর পরিবারে খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যে বড়ো হয়েছেন। পরবর্তীতে পেনসিলাভানিয়ার ভিল্লানোভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অংক ও দর্শনশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আগস্টিনিয়ান মহা ধর্মসংঘে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সন্ন্যাসব্রত এবং ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। শিকাগোর কাথলিক থিওলজিকাল ইউনিয়ন থেকে ঐশতত্ত্ব পড়াশুনা শেষ করে ২৭ বছর বয়সে তিনি রোমে যান এবং ধর্মসংঘের মাদার হাউজে অবস্থান করেন, যেখানে তিনি ১৯৮২ খ্রি. ১৯ জুন আগস্টিনিয়ান যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন। রোমের অ্যাঞ্জেলিকুম থেকে মাণ্ডলিক আইন বিষয়ে প্রথমে লাইসেন্সসিয়েট পরে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

যাজক হিসেবে রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্ট ধর্মসংঘে গঠন পরিচালক, মিশন পরিচালক, অধ্যাপক এবং সবশেষে আগস্টিনিয়ান মহাধর্মসংঘের প্রায়র বা সুপিরিয়র জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালেন করেন ২০০১-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস তাকে লাতিন

আমেরিকার পেরু দেশের চিক্লাকোর ডাইয়োসিসের বিশপপদে নিয়োগ করেন। তিনি পেরু দেশের নাগরিকত্বও লাভ করেন। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ হয়ে “বিশপগণ বিষয়ক” পোপের মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে পোপ ফ্রান্সিস তাকে দায়িত্ব প্রদান করেন। এই মন্ত্রণালয়ে কাজ করে তিনি বিশ্ব-কাথলিক মন্ডলীর বহু ডাইয়োসিস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন করেছেন কেননা তাঁর মন্ত্রণালয় বিশপ প্রার্থীদের যাচাই-বাছাই করে পোপ মহোদয়ের হাতে ন্যস্ত করতেন যেন তিনি নিয়োগ দিতে পারেন। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস তাকে কার্ডিনাল হিসেব মনোয়ন দান করেন। আর ৮ই মে তিনি ১৩৩জন কার্ডিনালদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেয়ে তিনি ২৬৭তম পোপের আসন পূর্ণ করলেন।

পোপ চতুর্দশ লিও সাতটি ভাষায় কথা বলতে পারেনঃ ইংরেজী, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, ফরাসী, জার্মান, ল্যাটিন ও গ্রীক।

(৪) নির্বাচন-সংবাদ ঘোষণা
৮ই মে রাতে সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে প্রায় দেড় লক্ষ জনগণ। সোসাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ তাকিয়ে আছে। তিনবারের কালো ধোয়ার পরে সন্ধেবেলা সাধা ধোয়া সিসস্টাইন চ্যাপেলের উপরের চিমনী দিয়ে বেগের সাথে বের হতে লাগল। উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত জনগণের কিন্তু এখনও প্রশ্ন নতুন পোপ কে? একঘন্টার মধ্যে সেন্ট পিটাস চার্চের সম্মুখ জানালা খুলে গেল। উচ্চকন্ঠে ধ্বনিত হল একজন কার্ডিনালের মুখ থেকেঃ আমি আনন্দ সংবাদ জানাচ্ছিঃ “হাবেমুস পাপাম”, “আমরা একজন পোপ পেয়েছি”। “তিনি হলেন কার্ডিনাল রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্ট, ওএসএ। তিনি তাঁর নাম নিয়েছেনঃ পোপ চতুর্দশ লিও।”

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বহুদিন ধরে সম্ভাব্য কার্ডিনালদের নাম, তাদের পরিচয় ও গুণাবলি, তাদের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি চলে আসছে। আমার জানা মতে নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ আগে একবার সম্ভাব্য-পোপ হিসেবে কার্ডিনাল প্রেভোস্ট সম্বন্ধে তথ্য দেয়া হয়েছিল। পোপ লিওর নির্বাচন যে পবিত্র আত্মারই কাজ তা প্রমাণিত হয়েছে। পবিত্র আত্মা সাহায্য করেন ঈশ্বর কাকে স্থির করে রেখেছেন তাকে নির্বাচকদের কাছে প্রকাশ করা। এটাই ছিল কার্ডিনালদের একমাত্র প্রার্থনা। পবিত্র আত্মা ৭০টি দেশ থেকে আগত কার্ডিনালদের কাছে প্রকাশ করেছেন, আত্মা তাদেরকে একত্রিত করেছের একজনব্যক্তিকে বেছে নিতে। এত অল্প সময়ের মধ্যে, দ্রুত গতিতে, কোন প্রার্থীতা ছাড়া, প্রচারণা ছাড়া. প্রার্থনা ও নিরবতার মধ্যে পবিত্র আত্মার সহায়তায় ঈশ্বর যাকে নিযুক্ত করেছেন, অন্ততঃপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ কার্ডিনালগণ, মনোনীতজনকে নির্বাচনের মাধ্যমে বেছে নিলেন। নতুন পোপকে জনগণ যেভাবে গ্রহণ করেছে তাও পবিত্র আত্মার কাজ কেননা তিনি ঐক্য স্থাপন করেন, বিচ্ছিন্নতা নয়। আধুনিক রাজনৈতিক নির্বাচনের মধ্যে ধন্য মন্ডলী, ধন্য তার সাক্ষ্যদান। ঈশ্বরের প্রশংসা হোক।

(৫) প্রথম সাক্ষাৎকারে বাণীঃ শান্তি – মিলনের সেতুবন্ধন – সিনড-বিশিষ্ট মন্ডলী
সাধু পিতরের গির্জার বেলকনী থেকে তিনি যে প্রথম বার্তা রেখেছেন তা সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁরই কথাগুলো নিজের মতো লিখছি।

পুনরুত্থানের পরে যিশু তার শিষ্যদের সম্বোধন করেছিলেন শান্তি সম্ভাষণ জানিয়ে। পোপ লিও বললেনঃ “তোমাদের শান্তি হোক”। পুনরুত্থিত প্রভু যিশু যিনি উত্তম মেষপালক, তার সাথে একাত্ম হয়ে সকলের উদ্দেশ্যে, তারা পরিবারে বা যেখানেই থাকুক না কেন, বিশ্বের জনগণের নিকট জানালেনঃ “তোমাদের শান্তি হোক”। শান্তি হচ্ছে পুনরুত্থিত প্রভু যিশুর প্রথম দান। ঈশ্বর থেকে আসছে এ শান্তি। অপরিসীম তাঁর ভালবাসা, তিনি সবাইকে ভালবাসেন, যে অবস্থায়ই তারা থাকুক না কেন। আমাদের কানের কাছে ছিল দুর্বল অথচ বলিষ্ঠ পোপ ফ্রান্সিসের কন্ঠস্বর যিনি পুনুরুত্থান রবিবার সকালবেলা আমাদের আশীর্বাদ করেছেন।

ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন; কোন অপশক্তি আমাদের পরাভূত করতে পারবে না। ঈশ্বরের হাতে আমরা আছি; কোন সংশয় নেই আমাদের; সম্মিলিতভাবে, ঈশ্বরের এবং পরস্পরের হাতে হাত মিলিয়ে আমরা সামনের দিকে একসঙ্গে চলব।

আমরা যিশুর শিষ্য, তিনি আমাদের সামনে সামনে চলেন। তাঁর আলো যে জগতের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তাকে মানবজাতির প্রয়োজন আছে ঈশ্বরের এবং তাঁর ভালবাসার সাথে যোগসেতু নির্মাণ করার জন্য। পোপ ফ্রান্সিস, সংলাপ ও সাক্ষাতের জন্য তুমি সেতুবন্ধন নির্মাণ করতে সাহায্য কর যাতে আমরা শান্তিকামী জনগণ হয়ে উঠতে পারি। তোমায় ধন্যবাদ পোপ ফ্রান্সিস।

আমার ভ্রাতৃ-প্রতীম কার্ডিনালগণ, আপনারা আমাকে নির্বাচন করেছেন: পিতরের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য, আপনাদের সাথে এক মন্ডলী হিসেবে শান্তি ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য, পুরুষ ও নারী হিসেবে একসঙ্গে কাজ করার জন্য, যিশুখ্রিস্টে ভরসা নিয়ে তাকে প্রচার এবং মিশনারী হওয়ার জন্য এবং মঙ্গলসমাচারে বিশ্বস্ত থাকার জন্য আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

আমি সাধু আগস্টিনের অনুসারী। তিনি বলেছেন: "তোমাদের সাথে আমি খ্রিস্টান, তোমাদের জন্য আমি বিশপ।" সুতরাং ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুত দেশ প্রস্তুত করে রেখেছেন সেই উদ্দেশ্যে আমরা কি একসঙ্গে যাত্রা করতে পারি না?।

রোমের মন্ডলীর কাছে পোপ বলেন: আমাদের সবাইকে আলোচনা করতে হবে কি করে আমরা মিশনারী মন্ডলী হয়ে উঠতে পারি, যোগসেতু নির্মাণ করতে পারি, সংলাপ করতে পারি এবং কিভাবে আমরা আমাদের হাত প্রসারিত করে সবাইকে গ্রহণ করতে পারি, যেমনটি হচ্ছে এই চত্বরে, সবার প্রতি উন্মুক্ত, তাদের প্রতি উন্মুক্ত যাদের জন্য আমাদের দয়া, আমাদের উপস্থিতি, সম্পর্ক ও ভালবাসা প্রয়োজন।

স্পানিশ ভাষায় তিনি বললেন: যারা পেরুর চিকলাইও ডাইয়োসিস থেকে আছেন তাদের সম্বোধন করে বলছি; তোমরা অনুগত ও বিশ্বস্ত জনগণ, তোমরা বিশপের সঙ্গী হয়ে পথ চলেছো এবং বিশপকে সহায়তা করে থাকো।

রোম নগরী, ইতালি এবং বিশ্বের সকল ভাইবোনদের নিকট বলছি: শান্তি, ভালবাসা, সান্নিধ্য, বিশেস করে যারা কষ্টভোগ করছে, তাদের সাথে একসঙ্গে পথ চলে ও তার সন্ধানে, আমরা সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হতে চাই।

পম্পের রাণী কুমারী মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করার সময় এখন, কারণ তিনি আমাদের সহযাত্রী, তিনি আমাদের অতি কাছের, তার ভালবাসা দিয়ে এবং আমাদের জন্য অনুনয় করে তিনি আমাদেরকে সর্বদা সাহায্য করতে চান। সুতরাং এসো আমাদের এই মিশনের উদ্দেশে গোটা মন্ডলী এবং বিশ্বের শান্তির জন্য প্রার্থনা করে বলি: প্রণাম মারীয়া, প্রসাদপূর্ণা..... আমেন।

(৬) কার্ডিনলদের নিকট পোপ লিওর বাণী : কৃতজ্ঞতা – কার্যকালের রূপরেখা ও নির্দেশিত পথ

মে মাসের ১০ তারিখ তিনি কলেজ অব কার্ডিনালদের সাথে পোপ চতুর্দশ লিও, নির্বাচনের পর প্রথমবার একটি অধিবেশনে মিলিত হন। অধিবেশনে দুটো ভাগ ছিল: পোপ মহোদয়ের বক্তব্য এবং দ্বিতীয় ভাগে কার্ডিনালদের সাথে মুক্ত আলোচনা। পোপ মহোদয়ের বক্তব্য থেকে সংশ্লিষ্ট কিছু কথা এখানে তুলে ধরা হল মাত্র।

আপনাদের সাথে এই অধিবেশনের জন্য ধন্যবাদ জানাই। যেদিনগুলো অতিবাহিত হয়েছে সেগুলো খুবই বেদনায়ক ছিল; কারণ আমরা পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসকে হারিয়েছি। একই

সময়ে যিশুর প্রতিশ্রুতি অনুসারে দিনগুলো খুবই ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ এবং পবিত্র আত্মার সান্ত্বনাদায়ক ছিল (যোহন ১৪:২৫-২৭)।

কার্ডিনাল ভাইয়েরা আপনাই আমার ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী। এই সত্যটা আমাদের অনেক স্বস্তি দিয়েছে কেননা এই বোঝা গ্রহণ করার আমার একার ক্ষমতা নেই। আপনাদের উপস্থিতি আমাকে প্রভু যিশুকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাঁর মতো আপনারাও আমাকে একা রেখে চলে যাবেন না। আপনাদের সান্নিধ্যে আমি অনুভব করি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও তাঁর তত্ত্বাবধায়ন এবং বিশ্বজুড়ে আরও অনেক ভাইবোন আছে যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করছে, মন্ডলীকে ভালবাসছে এবং খ্রিস্টের এই ভিকারের জন্য প্রার্থনা ও শুভকর্মে লিপ্ত আছেন।

বিশেষ দায়িত্বভারপ্রাপ্ত কার্ডিনালদের ধন্যবাদ জানানের শেষে পোপ লিও বললেন:
আমাদের এই সময়টি একদিকে বিষাদপূর্ণ আবার অন্যদিকে আনন্দময়। এটা সম্ভবতঃ হয়েছে এই কারণে যে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যু এবং কনক্লেভ একটি পুনরুত্থানের ঘটনা, পুনরুত্থানের আলো দ্বারা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সিক্ত ঘটনা। এই পেক্ষাপটে আমরা পোপ মহোদয়ের আত্মা এবং মন্ডলীর ভবিষ্যৎ "পরম করুণাময় ও সান্তনাদাতা ঈশ্বর"-এর ন্যস্ত করি।

সাধু পিতর থেকে শুর করে আমার নিজের পর্যন্ত, পোপগণ ছিলেন ঈশ্বরের এবং ভাইবোন মানুসের বিনম্র দাস। এর চাইতে বেশী কিছু নয়। আমাদের পূর্বসূরী কত পোপের জীবনে আমরা দেখিছি আর সর্বশেষে দেখেছি পোপ ফ্রান্সিসের মধ্যে, সেবার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত, সহজ ও সাধারণ জীবন, তাঁর পুরো কার্যকালে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আত্মসমর্পণ এবং তাঁর শান্ত বিশ্বাসে পিতার গৃহের দিকে যাত্রা। আসুন আমরা এই মুল্যবান সম্পদকে ধরে রাখি এবং বিশ্বাসজাত একই প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের যাত্রা চলমান রাখি।

পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শোনার প্রতি আমরা অনুগত থাকি এবং পরিত্রাণ পরিকল্পনা সেবাকাজে বিশ্বস্ত হই। পবিত্র আত্মা নিরবে "মৃদুমন্দ বাতাসের শব্দে" কথা বলেন। এই সাক্ষাতের জন্য আমাদের হাতে ন্যস্ত ঈশ্বরের সকল জনগণকে যেন আমরা পরিচালনা দান করি এবং তাদের সহযাত্রী হই।

আমরা এই কয়দিন বিশাল জনগণের মধ্যে একটি সৌন্দর্য ও শক্তি আমরা লক্ষ্য করেছি যা দিয়ে তারা প্রয়াত মেষপালক পোপ ফ্রান্সিসের প্রতি তাদের ভালবাসা ও ভক্তি প্রকাশ করেছে। প্রভুর সাক্ষাতে চলে যাবার যাত্রা মুহূর্তে জনগণবিশ্বাসে ও প্রার্থনায় সঙ্গী হয়েছে। মন্ডলীর মাহাত্ম্য ও প্রাণ আমরা লক্ষ করেছি। এই মন্ডলীর গর্ভ থেকেই তো আমরা সকলে জাত, তাকে রক্ষা ও উন্নতির জন্য আমরা দায়িত্বপ্রাপ্ত, এবং পরিত্রাণের সংস্কার দ্বারা পরিপুষ্ট করতে আমরা মিশনকাজে প্রেরিত।

অত্র প্রসঙ্গে আমরা আমাদের অঙ্গীকার পুনরায় আমরা নবায়ন করতে চাই। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার উত্তরকালে বিগত একটি যুগ ধরে পোপ ফ্রান্সিস, তাঁর "আনন্দময় মঙ্গলবার্তা" *Evangelii Gaudium* নামক নামক প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্রে নির্দেশিত যে পথ, অর্থাৎ (১) খ্রিস্টই প্রথম তাঁর বাণী প্রচারে ফিরে আসা; (২) সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীর মিশনারী পরিবর্তন, (৩) মন্ডলীর সংঘবদ্ধতা ও সিনড-প্রক্রিয়া; (৪) বিশ্বাসবোধ – খাঁটি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন লোকভক্তি; (৫) ক্ষুদ্রজন ও সমাজে পরিত্যাক্ত যারা তাদের প্রতি যত্ন; (৬) জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বাস্তবতায় সাহসী ও আস্থাপূর্ণ সংলাপ; (৭) দ্বিতীয় ভানিকান মহাসভার পালকীয় সংবিধান: "আধুনিক জগতে মন্ডলী" *Gaudium et Spes* – দ্বারা নির্দেশিত পথে আমরা চলতে চাই। যিশু যিনি দয়াময় প্রভু, সকল সত্য, ন্যায়, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের সন্ধানে আমাদের দয়া করবেন।

কেন পোপ তার নাম চতুর্দশ লিও নিলেন সে সম্বন্ধে কারণ উল্লেখ করে তিনি বললেন: প্রথম শিল্প বিপ্লবের পর পোপ ত্রয়োদশ লিও সামাজিক শিক্ষার সূচনা করে “শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার” নিয়ে জবহঁস ঘড়াধহঁস বিশ্বজনীন পত্র লিখেছিলেন। সেই থেকে কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার এক বিশাল সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন আরেকটি বিপ্লব ও উন্নয়ন বর্তমানে এসেছে বিশেষ করে “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা” যা বর্তমানে আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসছে মানবমর্যাদা, ন্যায্যতা এবং শ্রমমর্যাদার রক্ষা করার জন্য।

আমরা উপরে যাকিছু ব্যক্ত করলাম তা, প্রভুর সহায়তায়, আমাদের জন্য প্রার্থনা ও অঙ্গীকার হয়ে অনুদিত হোক।

(৭) পোপ লিওর “রেজিনা চেলী” প্রার্থনা প্রসঙ্গে: শান্তির আবেদন এবং আহ্বানের জন্য প্রার্থনা

প্রথমবারের মতো রবিবার দুপুরে “রেজিনা চেলী” প্রার্থনার সময় পোপ চতুর্দশ লিও শান্তির জন্য, বিশেষ করে ইউক্রেন ও গাজায় সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধের জন্য আবেগপূর্ণ কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন এবং আর্তনাদ করে বলেছেন: “আর যুদ্ধ নয়”।

৮ই মে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৮০ বছর পূর্তি স্মরণ করে বলেছেন যে, সেই যুদ্ধে ৬ কোটির অধিক লোকের জীবন নিহত হয়েছে। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ খন্ড খন্ড আকারে সংঘটিত হচ্ছে। তাই আবেগ কণ্ঠে তিনি বললেন: “আর যুদ্ধ নয়”। ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধের জন্য এবং সেখানে সত্যিকারের, স্থায়ী শান্তি ও ন্যায্যতা আনয়নের জন্য আহ্বান জানান। গাজার দিকে তাকিয়ে পোপ লিও বলছেন গাজাতে যা হচ্ছে তা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে ব্যথিত করছে; তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে যুদ্ধ বিরতি করা হোক এবং বুভুক্ষ মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা এবং বন্দী সেনাদের ফিরিয়ে দেয়া হোক। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতির জন্য তিনি স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এবং শান্তি যেন সেখানে সুদৃঢ় হয় তা তিনি কামনা করেছেন।

আজ বিশ্ব আহ্বান দিবসে আমি তোমাদের এবং সকল জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে আনন্দে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি আহ্বানের জন্য, বিশেষভাবে যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনের জন্য। মণ্ডলীতে এই জীবনে আহ্বান জরুরী প্রয়োজন। মন্ডলীতে আরও অনেক ধরনের আহ্বান আছে; সেই আহবানের জন্য প্রার্থনা করি যাতে ভক্তেরা আপন আপন জীবন অবস্থা অনুসারে অন্যকে ভালবাসা ও সত্যের পথে চলার জন্য পালকীয় সেবাদান করতে পারে।

(৮) রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে পোপ লিওর সাক্ষাৎ ও বাণী

মে মাসের ১৬ তারিখ ভাতিকান রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত রাষ্ট্রের একশতরাষ্ট্রদূতদের সাথে পোপ লিও সাক্ষাৎ করেন। প্রথম দিকে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে তারা যে শোকবার্তা এবং নির্বাচনের পর পোপ লিওর কাছে যে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন তার জন্য সকল রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রদূতদের নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরবর্তীতে পোপ লিও বলেন: পোপের কুটনীতি হচ্ছে “মন্ডলীর সর্বজনীনত্বের প্রকাশ” এবং এর সাথে যুক্ত “মন্ডলীর বহির্মুখী পালকীয় কাজ” এবং “মঙ্গলসমাচার প্রচারের মিশনকর্ম”। মন্ডলীর কর্মপদ্ধতি হচ্ছে বিবেকের প্রতি আহ্বান, যে দৃষ্টান্ত পোপ ফ্রান্সিস দিয়ে গেছেন। সাম্প্রতিক কালে জগতে আছে “দরিদ্র, অভাবী ও প্রন্তিক মানুষের আর্তনাদ” এবং এর সাথে “জগতসৃষ্টির সুরক্ষা থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমতা প্রমুখ বর্তমানকালের চ্যালেঞ্জ সমূহ”। তিনি পোপ লিও নাম গ্রহণ করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে এমন একটি নতুন যুগ চিহ্নিত হয় যেখানে মন্ডলী উপরোক্ত সমস্যায় সম্পৃক্ত হতে পারে।

রাষ্টদূতদের সাথে ভাতিকানের সংলাপে তিনটি প্রধান বিষয় উল্লেখ পোপ মহোদয় উল্লেখ করলেনঃ শান্তি, ন্যায্যতা এবং সত্য।

শান্তি একটি দান স্বরূপ। শান্তি শুধু যুদ্ধ এবং সংঘর্ষের অনুপস্থিতি নয়। শান্তি এমন একটি বিষয় যা নিজের মধ্যে শুরু হয়, নিজের প্রতি দাবি রাখে। শান্তি হৃদয়ের মধ্যে প্রোথিত। শান্তি অন্তর থেকে অহংকার ও প্রতিশোধের ভাব দূর করে; আমাদের কথাবার্তায় শিষ্টাচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংলাপ শান্তির জন্য অপরিহার্য্য।

ন্যায্যতাঃ শান্তির জন্য ন্যায্যতা প্রয়োজন। অসমতা ও বৈষম্য সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে। পরিবারে পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক, সকল গর্ভজাত সন্তান, প্রবীন, অসুস্থ, বেকার, নাগারিক, অভিবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার হোক।

সত্যঃ শান্তি ও ন্যায্যতার পূর্বশর্ত হচ্ছে সত্য। সত্য স্বচ্ছতা দাবি করে। দ্ব্যর্থবোধক কথাবার্তা যোগাযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করে। আন্তরিক সংলাপের মধ্য দিয়ে সত্য সন্ধ্যান ও সত্য উদঘাটিত হয় এবং আত্মসমর্পনে প্রেরণা জাগায়। এর সঙ্গে জড়িত অন্যের কথা শ্রবণ করা। মণ্ডলীকে সর্বদাই সত্য নিয়ে কথা বলবে; শুনতে অপ্রিয় হতে পারে তবে সত্যকে ভালবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

(৯) উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগে পোপ লিও্র বাণীঃ মন্ডলীতে ভালবাসা ও একতা
উপদেশ থেকে নেয়া কিছু কথা এখানে তুলে ধরা হল

প্রিয় ভাইবোনেরা,
পোপের দায়িত্বভার গ্রহণের সূচনা মুহূর্তে আমি কৃতজ্ঞতাভরে আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। স্মরণ করি সাধু আগস্টিনের কথাঃ “প্রভু, তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছো তোমারই জন্যে, আমাদের অন্তর অস্বস্তিপূর্ণ যতদিন তোমাতে স্বস্তি পাই”।

বিগত দিনগুলোতে আমরা গভীর আবেগে অভিভূত ছিলাম কারণ পোপ ফ্রান্সিসের তিরোধান আমাদের হৃদয়কে করেছে বিষন্নময়। মেষপালক হারানে মেষের মতো ছিলাম। আবার পুনরুত্থান রবিবারে আমরা তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছে। প্রভু আমাদেরকে ত্যাগ করেন নি।

বিশ্বাসভরে আমরা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও অভিজ্ঞতা থেকে আসা কার্ডিনালগণ ঈশ্বরের হাতে নিজেদেরকে অর্পন করেছেন পিতরের উত্তারিধকারী, রোমের বিশপের অনুসন্ধানে, যিনি আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের ঐশ্বর্য রক্ষা করবেন এবং একই সময়ে সম্মুখের দিকে বর্তমান জগতের প্রশ্ন, উদ্বিগ্নতা ও চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করবেন। আপনাদের প্রার্থনার সহসঙ্গী হয়ে, পবিত্র আত্মার কাজ অনুভব করেছি, যিনি আমাদেরকে সম্প্রীতির বন্ধনে নিয়ে আসছেন যেন আমাদের হৃদয়-বীনার সঙ্গীতে ঝংকৃত হয় ঐকতান।

আমার নিজের যোগ্যতা বলে নয় বরং আমাকে বেছে নেয়া হয়েছে, এখনও ভয়ে কম্পিত, আমি যেন আপনাদের ভাই হিসেবে সামনে দাঁড়াই, যার বাসনা হচ্ছে আপনাদের বিশ্বাস ও আনন্দের সেবক হতে, ঈশ্বরের পথে আপনাদের সাথে একসঙ্গে হাঁটতে, কেননা তিনি চান আমরা সবাই যেন একটি পরিবার হিসেবে একত্রিত থাকি।

ভালবাসা ও একতাঃ এই দুটো দিকই হচ্ছে পিতরের হাতে ন্যস্ত মিশনদায়িত্ব। এই কথা আজকের মঙ্গলসমাচারে পিতরকে “মানুষধরা জেলে” মনোনয়নের ঘটনায় বলা হয়েছে। পিতর কীভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন? আর কিছু নয় পিতরের প্রতি ঈশ্বরের অসীম ও নিঃশর্ত ভালবাসা এমন কি সকল অযোগ্যতা থাকা সত্বেও। তথাপি পিতরের প্রতি যিশুর আবেদনঃ “আরও ভালবাসার”। অতএব পিততের দায়িত্ব “ভালবাসার দায়িত্বভার”, ভালবাসার উপর

সভাপতিত্ব। আবার পিতরের কাছে আহ্বান: মেষদের পালন কর – কর্তৃত্ব নয়। পিতর আহূত তার ভাইবোনদের বিশ্বাসের সেবা করা এবং তাদের সাথে পথচলা, কারণ তারা সবাই "জীবন্ত প্রস্তর", দীক্ষাস্নানের দ্বারা প্রভুর গৃহের মিলন-বন্ধনে, পবিত্র আত্মার ঐক্যে এবং বিচিত্রতার মধ্যে সহ-অবস্থানে আহূত। সাধু আগস্টিনের কথায়: "মন্ডলী হল তারা যারা ভাই বোন হিসেবে একত্রে বাস করে এবং তাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসে।"

ভ্রাতা-ভগ্নিগণ, আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, আমাদের প্রথম মহান বাসনা হবে "একত্রিত মণ্ডলী" ঐক্য ও মিলনের নিদর্শন, যা পৃথিবীর খামি হয়ে উঠবে।

আমাদের বর্তমান সময়ে আমরা লক্ষ্য করছি, অনেক বিচ্ছিন্নতা, ঘৃণার ফলে অনেক ক্ষত তেরী হয়েছে, আছে সহিংসতা, বদ্ধমূল ধারণা, ভিন্নতা সম্বন্ধে ভীতি, এবং অর্থনৈতিক এক ব্যবস্থাপনা যা ধরিত্রীর সম্পদকে শোষণ করতে এবং দরিদ্রদের প্রান্তিক পর্যায়ে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা হতে চাই জগতের জন্য একতা, মিলন এবং ভ্রাতৃত্বের ক্ষুদ্র খামি। আমরা জগতকে বিনম্রতা ও আনন্দের সাথে বলতে চাই: খ্রিস্টকে দেখ! তাঁর কাছে এসো! তাঁর বাণী শোন, বাণী তোমাদেরকে আলোকিত করবে ও সান্ত্বনা দেবে। তাঁর ভালবাসার দানকে তোমরা গ্রহণ করো এবং এক পরিবার হয়ে ওঠো; এক খ্রিস্টে আমরা এক। এই পথে আমাদের একসঙ্গে আমাদের চলতে হবে, আমরা নিজেরা এবং অন্যান্য ভগ্নি-মণ্ডলী সাথে, অন্য ধর্মের মানুষের সাথে, যারা ঈশ্বরের সন্ধান করে তাদের সাথে, অনুগৃহীত সকল পুরুষ ও নারীর সাথে, যাতে আমরা এমন জগত নির্মাণ করতে পারি যেখানে শান্তি রাজত্ব করবে।

এই মিশনারী ভাব আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে; নিজস্ব ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, একই সময়ে জগতের মধ্যে নিজেকে বড়ো না ভেবে। আমরা ঈশ্বরের ভালবাসা প্রত্যেক মানুষের কাছে অর্পন করতে আহূত হয়েছি, যেন আমরা সেই ঐক্য অর্জন করতে চাই যা বিচিত্রতাকে অস্বীকার করে না, বরঞ্চ প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইতিহাসকে এবং প্রতি জনগণের সামাজিক ও ধর্মীয় কৃষ্টির প্রতি মূল্য দেয়।

ভাই ও বোনেরা, এই সময় ভালবাসার এক শুভ ক্ষণ! মঙ্গলসমাচারের প্রাণ হচ্ছে ঈশ্বরের ভালবাসা যা আমাদের সকলকে ভাই ও বোন করে। আমার পূর্বসূরী ত্রয়োদশ লিও'র কথায় আমরা আজ প্রশ্ন করতে পারি: এই নীতি "যদি জগতে বিরাজ করত, তাহলে সব সংঘর্ষের নিরশন হতো এবং শান্তি ফিরে আসত"।

পবিত্র আত্মার আলো ও শক্তি দিয়ে এসো আমরা এমন মন্ডলী গড়ে তুলি যা ঈশ্বরের ভালবাসার ওপর ভিত্তি করে গড়া, মিলনের চিহ্ন হওয়া, মিশনারী মন্ডলী যা জগতের প্রতি উম্মুক্ত, যে মন্ডলী ঐশবাণী প্রচার করে, ইতিহাস দ্বারা সৃষ্ট "অস্বস্থিতে" প্রবেশ করতে সম্মত, এবং মানবজাতির মধ্যে মিলনের চিহ্ন হতে ব্রতী।

ভাই ও বোন হিসেবে একসঙ্গে একটি জনগণ হয়ে এসো, আমরা ঈশ্বরের দিকে পথ চলি এবং পরস্পরকে ভালবাসি।

(১০) উপসংহার:
উপসংহারে পোপ চতুর্দশ লিও কোন পথে চলবেন তার পোপীয় কার্যকালে তা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রধান বিষয় গুলো আমি সংক্ষেপে তুলে ধরছি।
(ক) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান: "খ্রিস্টমণ্ডলী"কে অনুসরণ। পালকীয় সংবিধান "আধুনিক জগতে মণ্ডলী" অনুসরণ।
(খ) পোপ ফ্রান্সিসের "মঙ্গলবার্তার আনন্দ"- বিশ্বজনীন পত্রের নির্দেশনা
(গ) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে

**(ঘ)	সংলাপের মাধ্যমে সকলের সাথে সেতুবন্ধন নির্মাণ**
**(ঙ)	বর্তমান শিল্প-বিপ্লব বিশেস করে "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা" ও অন্যান্য উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে মানবব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা।**
**(চ)	মণ্ডলীর বাসনা থাকবে: ভালবাসা ও একতা যা চিহ্ন ও খামি হয়ে কাজ করা।**
**(ছ)	মণ্ডলী হবে মিশনারী**
**(জ)	জগতের মধ্যে মণ্ডলীর মিশন হচ্ছে: শান্তি, ন্যায্যতা, সততা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।**

Sources:
1. Pope Leo XIV: 'Peace be with all of you' – First Greetings after the Election
2. Gerard O'Connell, Pope Leo XIV first Sunday blesssing: Appeals for peace, vocations and happy Mother's Day, May 11, 2025.
3. Dr. Richard Declue, Pope Leo XIV Addresses Diplomatic Corps, Vatican, May 16, 2025
4. Matthew Dunch Pope Leo XIV can bring Catholic social teaching into the A.I. age, May 15, 2025
5. Pope Leo XIV's homily at the Mass for the Initiation of the Petrine Ministry in St. Peter's Square on Sunday, May 18, after being elected the 267th successor of St. Peter on May 8. Vatican City, May 18, 2025

"লাউদাতো সি সপ্তাত ২০২৫" এক দশক পূর্তি
ধরিত্রীর জন্য আশা সঞ্চার করা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

"লাউদাতো সি সপ্তাহ – ২০২৫" উপলক্ষে বর্তমানের এই আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ কারিতাসকে সাধুবাদ জানাই। "লাউদাতে সি" প্রকাশের ২০১৫খ্রি. থেকে ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত বেশ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম। এই বিশ্বজননীন পত্রটির দশম বার্ষিকী এবছর। স্মরণ হয় যে, ২০২০ খ্রি. "লাউদাতো সি"-এর পঞ্চ বার্ষিকী উদযাপনকালে "একজন কাথলিক একটি গাছ" রোপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। যদিও আমাদের কাথলিকদের সংখ্যা তখন ৪ লক্ষ, আমাদের কারিতাস বাংলাদেশসহ সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে প্রায় ৭ লক্ষ ফলজ বৃক্ষ রোপন করা হয়েছিল দু'বছরে।

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বব্যাপী মহামানব, মহান ব্যক্তিত্ব ও বরেণ্য মানুষের বড়ো খড়া চলছে। এই খড়া এতই উত্তপ্ত ও প্রকট যে চারিদিকে দেখা যাচ্ছে দাবানল – প্রকৃতি-পরিবেশের মধ্যে দাবানল এবং মানবসমাজে যুদ্ধ-সংঘর্ষের দাবানল। এ হেন পরিস্থিতিতে পোপ ফ্রান্সিস প্রতিকী অর্থে দুটো দাবানল প্রতিপাদ্য করে দুটো বিশ্বজনীনপত্র প্রকাশ করেছিলেন: প্রথমটি হল "লাউদাতো সি" (প্রভুর প্রশংসা হোক) যেটি প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর রচিত হয়েছিল; যেখানে তিনি বলেছেন "ধরিত্রী আমাদের সর্বসাধারণের বসতবাড়ি"। আর দ্বিতীয় বিশ্বজনীন পত্রটি হচ্ছে "ফ্রাতেল্লি তুত্তি" "ভ্রাতৃ-সকল" বা "সকলে ভাইবোন" যেটি "সামাজিক বন্ধুত্ব" সম্পর্কে রচিত। আমার ধারণায় কাথলিক মন্ডলীর সামাজিক শিক্ষায় এই দুটো বিশ্বজনীনপত্র পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত – একটি মুদ্রার এ পিঠ ও অপর পিঠ।

১ ॥ পোপের দায়িত্বভার – বিশ্বজনীন যৌক্তিকতা

কাথলিক মণ্ডলীতে পোপ হচ্ছেন একজন ধর্মগুরু। পোপ ফ্রান্সিস কাথলিক তথা খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরুই হয়ে উঠেছিলেন। একযুগ (২০১৩-২০২৫ খ্রি.) ধরে তিনি পোপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শুধু কাথলিকদের ধর্মগুরু নন। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে ভাটিকান একটি ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘভুক্ত। এ দিক দিয়ে পোপ মহোদয় একজন রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানও বটে। এই দায়িত্ব বলে তিনি সকল রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যার ফলে তিনি সমগ্র বিশ্বের কাছে কথা বলার যৌক্তিকতা রাখেন।

২ ॥ পোপ ফ্রান্সিসের এই দুটো বিশ্বজননী পত্রের মূল বিষয় হলঃ জগৎ-সৃষ্টি ও মানব-পরিবার

পোপ ফ্রান্সিসের **শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে খ্রিস্টবিশ্বাসের কয়েকটি ধারণা**

প্রথমত, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এক। তিনি সমস্ত জগত ও সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তিনি পালনকর্তা এবং তিনি উদ্ধারকর্তা। ঈশ্বরের প্রেরিতজন হিসেবে সৃষ্টিঃ অর্থাৎ মানবপরিবার ও ধরিত্রী রক্ষা, তা পালন ও তত্ত্বাবধান করা, এবং পতিত মানব-জাতিকে অধর্ম থেকে উদ্ধার করা পোপ তার নিজের দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করেছেন। আমরাও সবাই সেই একই দায়িত্বের অংশীজনঃ মানুষ ও ধরিত্রীকে রক্ষা করব, পালন ও তত্ত্বাবধান করব এবং পতিত মানবসমাজকে উদ্ধার করব। ঈশ্বর এক এবং আমাদের দায়িত্বও এক।

দ্বিতীয়ত, আমাদের এই পৃথিবী/ধরিত্রী হচ্ছে মানব-পরিবারের "সর্বসাধারণের একটি বসতবাড়ি"; আমাদের বসত-বাড়িটাকে রক্ষা করা, ভালবাসা ও যত্ন নেওয়া সকল মানুষের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে বিশ্বজনীনপত্র "লাউদাতো সি" দলিলে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন বর্তমান জলবায়ূ পরিবর্তন ও তার কুফলের জন্য মানুষ দায়ী; এটা তার অনৈতিক জীবনেরই ফল; স্বার্থপরতার জন্য ধরিত্রী ও তার সামগ্রী ব্যবহৃত বা অপব্যবহৃত হচ্ছে। যার ফলে হয়েছে জলবায়ূর পরিবর্তন।

সর্বস্তরে দেখা যাচ্ছে দূষণঃ বায়ূ দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, মাটি দূষণ, নদী দূষণ, খাদ্য দূষণ, আরও কত দূষণ। মানুষের ভোগ-বিলাস, প্রতিযোগিতা, অর্থলিপ্সা, পদলিপ্সা, অনেকে বলে "অর্থ যেখানে দ্বন্দ্ব সেখানে", প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা, "ছুড়ে ফেলার সংস্কৃতি" ইত্যাদির জন্য মানুষ দায়ী। আফসোস করে পোপ ফ্রান্সিস বলেছেনঃ "ধরিত্রীটাকে তোমারা গলা টিপে মেরে ফেলছ"; তিনি বলেন, "ধরিত্রীর আর্তনাদ তোমরা শুনতে পারছ না?" (খড়া-বন্যা, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ...) প্রশ্ন করেছেন তিনিঃ "কোন ধরনের পৃথিবী তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাবে?" তাই পোপ মহোদয়ের উদাত্ত আহ্বানঃ "মন ফেরাও" বা "লাইফ-স্টাইল" পরিবর্তন কর।

তৃতীয়ত, সৃষ্টির সেরা মনুষ্য-জগত একটি পরিবার স্বরূপ, যাকে আমরা বলি মানব-পরিবার। মানব-পরিবারের সকলেই আমরা ভাইবোন। এই বিষয়টি তাঁর বিশ্বজনীনপত্র "ফ্রাতেল্লি তুত্তি", "ভ্রাতৃ-সকল"-এর মধ্যে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। ভ্রাতৃসকলের দায়িত্বঃ সকল মানুষের জীবন যাপনের জন্য, সৃষ্টি রক্ষা করার জন্য, সৃষ্টি পালন করার জন্য এবং পতিত সৃষ্টিকে উদ্ধার করা – এসব মানবিক বা নৈতিক দায়িত্ব।

চতুর্থত, মানবজগত ও মানবপরিবারের প্রধান নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছেঃ বিশ্বে "মানব-ভ্রাতৃত্ব" গড়ে তোলা; "মানব-ভ্রাতৃত্ব" হচ্ছে মানুষের সামাজিক ও জাগতিক জীবনের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, প্রধান চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড।

৩ ॥ অন্তর্ভূক্তিবোধ বা অন্তর্ভূক্তিকরণঃ মানুষের মধ্যে আশা সঞ্চার করে

পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষা অনুসারে মানবসমাজকে যদি পরিবার রূপে গড়ে তুলতে হয় এবং সেই সমাজে যদি মানব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে সকল চিন্তাভাবনা ও কার্যক্রমের জন্য একটি নীতি অনুসরণ করতে হবে। সেই নীতি হচ্ছে **অন্তর্ভূক্তিবোধ বা অন্তর্ভূক্তিকরণ,** অর্থাৎ সবাইকে সম্পৃক্ত করা, কাউকে বাদ নয়, বিচ্ছিন্নতা নয় বরং মিলন-সৃষ্টি করা । এই নীতির মধ্যে নিহিত পোপ ফ্রান্সিসের কয়েকটি ধারণা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

ধর্ম, দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, কৃষ্টি, শ্রেণি, বর্ণ, সংস্থা-প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সীমানা বা প্রাচীর বা দেয়াল গড়া নয়, বরঞ্চ সবার মধ্যে যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা। ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা সকল বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতা হ্রাস করা একান্ত জরুরী।

যুদ্ধ-সংঘর্ষ-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য পোপ ফ্রান্সিস উদাত্ত আহ্বান আহ্বান জানিয়েছেন। যুদ্ধ-সংঘর্ষ মানব-পরিবারের সম্পর্ক ও মানব-ভ্রাতৃত্ব নস্যাৎ করে দেয়। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন ইতিমধ্যে খন্ডাকারে তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশেষ করে গাজা, ইউক্রেন, মিয়ানমার, সাপ্রতিক আমাদের দেশের সকল পায়তারা এবং মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় দেশের শান্তির জন্য তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে গেছেন।

মাঝে মাঝে পোপ ফ্রান্সিসকে বলা হয় "পেরিফারীর বা প্রান্তিক-জগতের পোপ"। এই পরিচয়ের দ্বারা মানুষের মধ্যে আশা সঞ্চরিত হয়েছে। যারা দূরের তাদেরকে তিনি কাছে নিয়ে এসেছেন, কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রান্তিক দেশ ও প্রান্তিক মানুষের কাছে গিয়ে তিনি উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। যেমনঃ বাংলাদেশ থেকে একজনকে কার্ডিনাল মনোয়ন; যারা ক্ষুদ্র ও দরিদ্র, শরণার্থী ও অভিবাসী, আদিম আদিবাসী, উদবাস্তু, অসুস্থ, পথের মানুষ, প্রতিবন্ধী তাদের প্রতি মনোযোগ; তাদের সাথে একাত্মতা স্বীকার। এ কারণে পোপ ফ্রান্সিস "দরিদ্রদের পোপ" বলেও আখ্যায়িত হয়েছেন। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দীনমানুষের প্রতি ভালবাসা ব্যক্ত করেছেন ও তাদের অধিকারে পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য।

শিশু-কিশোর-যুবদের তাদের প্রতি সর্বদা তিনি মনোযোগ দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে, তাদের সঙ্গে থাকতে, তাদের কাছে তাঁর ভালবাসা ব্যক্ত করতে তিনি সুযোগ খুজতেন; তাদের হতাশার জীবনে আশা সঞ্চার করেছেন।

যারা পাপী ("তাদের বিচার করতে আমি কে?") ও অপরাধী (কয়েদীদের ভালবাসা ও পা ধুইয়ে সেবা করা), যারা সমাজে পরিত্যাক্ত বা চ্যুত, যারা অন্যায়ের শিকার (বিশেষ করে শিশু কিশোর ও নাবালক) তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলছেন; যারা ভালবাসা পায় না তাদেরকে ভালবাসাই ছিল একমাত্র পরিত্রাণের পথ। এভাবে পোপ ফ্রান্সিস মানবিক ভ্রাতৃত্ব জোরদার করেছেন মানবপরিবারে। পোপ ফ্রান্সিসের অন্তর্ভুক্তিবোধের উপর অগ্রাধিকার মানুষকে আশান্বিত করেছে। বিশ্বের জনগণই তার সাক্ষ্য।

৪ ॥ মানব-পরিবার ও ভ্রাতৃত্ব গঠনে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক ও সম্প্রীতি

পোপ ফ্রান্সিস তার কার্যকালে ৪৭ টি দেশে সফর করেছেন এবং সব দেশে তিনি অন্য ধর্মের নেতৃবৃন্ধ ও সাধারণ মানুষের সাথে সাক্ষাৎ, আলোচনা, সভা বা প্রার্থনায় মিলিত হয়েছেন। সফরের অন্যতম উদ্দেশ্যে সব ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষের মধ্যে মানবিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ছিল পোপ ফ্রান্সিসের রাষ্ট্রীয় ও পালকীয় সফর। সফরের উদ্দেশ্য ছিল: "শান্তি ও সম্প্রীতি"। নাগরিক সম্বর্ধনা, স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন, আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা, রোহিঙ্গাদের সাথে সাক্ষাৎ, ছাত্রদের সাথে সমাবেশ ছিল আন্তঃধর্মীয় কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম।

আয়োজিত আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের শেষাঙ্কে পোপ মহোদয়ের একক পরিচালনায়, অপরিকল্পিতভাবে মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন; রোহিঙ্গাদের করুণকাহিনী তিনি শুনেছেন, নিরাপত্তা কর্মীদের বলেছেন: "তাদের কথা বলতে বাধা দিওনা, তাদের শ্রদ্ধা কর"; বিশ্ববাসীর কাছে উক্তি করে বলেছেন: "আজ রোহিঙ্গারা ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রকাশ করছে"; আবার বললেন: "যারা তোমাদের নির্যাতনের কারণ হয়েছে তাদের হয়ে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি"; আরও তিনি বলেন: "বাংলাদেশ যেমন হৃদয়-দ্বার খুলে তোমাদের গ্রহণ করেছে, তোমরাও আমাদেরকে গ্রহণ করো"। সতেরোজন ব্যক্তির কথা শোনার পর পোপ ফ্রান্সিস নিজেই রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে একজন ইমামকে বিশ্বমানবের সকলের জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান জানালেন। পোপ রোহিঙ্গাদের কথা শুনে ব্যাথিত হয়েছিলেন, সেই দিন তিনি রাতে আর আহার করতে পারেননি। সোসাল মিডিয়ার

মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে রোহিঙ্গাদের আর্তনাদ সম্প্রচারিত হল এবং মানব-ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে কতদেশ তাদের মানবিক প্রয়োজন মেটাতে পরবর্তীতে এগিয়ে এল।

পোপ ফ্রান্সিসের দেওয়া অর্থসাহাজ্যে বাংলাদেশের বিশপগণ বিগত ৭ বছর ধরে কারিতাসের একটি কর্মসূচির মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের পাশে থেকে কাজ করে আসছে আজোবধি। এখানে উল্লেখ করতে দ্বিধা নেই যে একজন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান পোপ মহোদয়কে আট কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন চার্চের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের যেন সাহায্য করা হয় – অভাবনীয় নিদর্শন (ধর্মের প্রাচীর পরিত্যাগ করা)।

৫ ॥ মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা ও গঠন

আবুধাবির রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বে, ২০১৯ খ্রি. কায়রোর আলহাজার বিশ্ববিদ্যালদের গ্রান্ড ইমামের সাথে পোপ ফ্রান্সিস একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে "মানব-ভ্রাতৃত্ব" এবং তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রয়েছে **১১**টি দফা।

পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা অনুসারে মানুষের শিক্ষার লক্ষ্য "মানব-ভ্রাতৃত্ব"; আর শিক্ষাপদ্ধতি হবে ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষের সাথে সংলাপ, সম্পর্ক ও সম্প্রীতি।

সকলার কাছে আমার আবেদন পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানবসমাজকে যেন সর্বদা একটি পরিবার হিসেবে গ্রহণ করি, পৃথিবী বা ধরিত্রীকে একটি আপন বসতবাড়ী হিসেবে বিবেচনা করি এবং প্রত্যেক মানবব্যক্তিকে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে, পরিবারের ভাইবোন হিসেবে জ্ঞান ক'রে, একটি মানব-পরিবার ও মানবিক ভ্রাতৃত্বে গড়ে উঠি শিক্ষা ও গঠনের মাধ্যমে।

পোপ লিও বর্তমান "কৃত্রিম বুদ্ধিমতা" ও অন্যান্য শিল্প উন্নয়নের বিপ্লবের প্রেক্ষিতে কাথলিক সামাজিক শিক্ষার তিনটি মূল্যবোধের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন: শান্তি, ন্যায্যতা এবং সততা।

৬ ॥ আমাদের করণীয়:

ক) শিক্ষা গ্রহণ করা, সচেতন হওয়া ও মানুষকে সচেতন করা।

খ) ধর্মবিশ্বাসের আলোকে প্রকৃতি ও সৃষ্টিকে দেখা এবং নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যার প্রথম ধাপ হচ্ছে অন্তরের পরিবর্তন এবং মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা

গ) স্মরণে রাখা যে, যান্ত্রিক উন্নয়নই মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন নয়; মানবিক উন্নয়ন সর্বদাই সমন্বিত।

ঘ) ইকোলজিকাল বাড়ী, প্রতিষ্ঠান ও গ্রাম নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা (পারমাকালাচার) এবং ট্রেনিং প্রদান করা।

ঘ) অঙ্গীকার:

(১) অঙ্গীকার করি যে, আমি সৃষ্টির জন্য এবং সৃষ্টির সাথে প্রার্থনা করব।
(২) অঙ্গীকার করি যে, আরও সহজ সরল জীবন যাপন করব।
(৩) অঙ্গীকার করি যে, আমাদের সর্বসাধারণের বসতবাটির পক্ষে কথা বলব।
(৪) আমি আরও প্রতিজ্ঞা করি যে,

- ⇨ খাদ্য ও পানীয় অপচয় করবো না।
- ⇨ আমি আরও গনপরিবহনে যাতায়ত করব
- ⇨ আমার যা প্রয়োজন শুধু তাই ক্রয় করবো, এভাবে মিতব্যয়ী হব
- ⇨ সকল বর্জ ফেলার জন্য সুব্যবস্থা গ্রহণ করব

⇨ এই ধরিত্রী সুরক্ষা করার জন্য আমার সঙ্গে যুক্ত হওয়া ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধির করার জন্য প্রেরণা দেব।

গ) প্রত্যেকে প্রাত্যহিক ও ব্যাহারিক জীবনে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যেমনঃ

(১) পরিষ্কার-পরিচ্ছনতা –– নিজের দেহ থেকে শুরু করে পোশাক-আশাক, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, কর্মস্থল, সমাবেশস্থল, প্রভৃতির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা;
(২) জিনিসপত্র ও দ্রব্যসামগ্রীর অপব্যবহার, অপচয় ও ভোগের মানসিকতা বর্জন;
(৩) সকল প্রকার দূষণ – শব্দ, বায়ূ ও পনি – ইত্যাদির দূষণ থেকে বিরত থাকা;
(৪) প্রয়োজন-অতিরিক্ত খরচপাতি, ভোগবিলাস, ভোজনবিলাস, সকল প্রকার অপচয় থেকে বিরত থাকা;
(৫) প্রকৃতিজাত, বিশুদ্ধ ও সুষম খাদ্য আহার ও পানীয় পান করা।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
২৯ মে, ২০২৫ খ্রি.

হাসপাতালে/অসুস্থতাকালে আমার অভিজ্ঞতা
৭-১৯ এপ্রিল / ২০এপ্রিল – মে ১০, ২০২৫

১) কৃতজ্ঞতা : ডিভাইন মার্সি ও স্কয়ার হাসপাতাল – অনেকে ভালবাসা, শুভকামনা ও প্রার্থনায় সহযাত্রী হয়েছেন। ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহ।

২) বিশ্ব নার্স দিবস উপলক্ষে ডিভাইন মার্সী হাসপাতালের নার্সদের অনেক শুভেচ্ছা জানাই, অভিনন্দন জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। তোমার পেশাটাকে নেশা/আহ্বান করে তোল। সমাদর ও মর্যাদা দান কর। তোমাদের নার্সিং সেবায় হেড, হ্যান্ড ও হার্ট-এর মধ্যে গভীর সমন্বয় করে তুলবে। নতুন হাসপাতাল হিসেবে তোমাদের একটা বড়ো দায়িত্ব রয়েছে হাসপাতালে সেবার মান প্রতিষ্ঠা করা এবং একটি ঐতিহ্য তুলে ধরা। এই কাজে গর্বিত হও ও আনন্দ অনুভব কর।

৩) অসুস্থতাকালে পোপ ফ্রান্সিসের প্রেরণা ও তাঁর সাথে একাত্মতা। ৩৬ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাকাল ও আরোগ্যকাল (দুই মাস)। একই সময়ে কিন্তু পোপ দীর্ঘকাল ধরে।

৪) পোপ মহোদয়ের মৃত্যুর পর কার্ডিনাল হিসেবে তার ৯ দিনের শোক দিবস ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে এবং কার্ডিনালদের ৯ দিনের আলোচনা সভায়, অসুস্থতার কারণে উপস্থিত না থাকাটার অপারগতা বাংলাদেশ বঞ্চিত হল।

৫) যদিও পোপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার ছিলনা তথাপি যিনি নতুন পোপ হয়েছেন তিনি আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করলেও, জীবনের অধিকাংশ সময় অন্যত্র কাটিয়েছেন; তিনি একটি ধর্মসংঘের সুপিরিয়র জেনারেল, মিশনারী, অধ্যাপক, প্রশাসক, পেরু দেশের নাগরিক, পেরুর আর্চবিশপ, বিশপ মন্ত্রণালয়ের প্রধান, পোপ প্রায় সব দিক থেকে পোপ ফ্রান্সিসের অনুসারী এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তি।

৬) হাসপাতালের অভিজ্ঞতা

- "হাসপাতালের দেয়ালগুলো গির্জার চাইতেও বেশী প্রার্থনাশীল মানুষের সাক্ষী দেয়"।
- সমাজে নিগৃহীত মানুষকে ডাক্তার ও নার্স সেবা করে; ধনী ডাক্তার ভিখারীর জীবন রক্ষা করে; পরস্পর বৈষম্যবিরোধী মানুষ একই জায়গায় চিকিৎসা পায়।

- চিকিৎসক/নার্স ও রোগীরা পরস্পর ভিন্ন: কেউ গরিব বা ধনী, কেউ পুরুষ বা নারী, কেউ যুব বা কেউ বয়স্ক, কেউ এ ধর্মের বা অন্য ধর্মের, কেউ পদমর্যাদ-সম্পন্ন বা অতি সাধারণ, রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন দলের – কিন্তু তারা সবাই হাসপাতালে এসে এক হয়ে যায়।
- রোগী হিসেবে অন্যের সেবা গ্রহণ করার নম্রতা অনেকের জন্য চ্যালেঞ্জ , পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি, সবজান্তা ও সবপারতা রোগীরা অন্যের কাছে খুবই ছোট ও নির্ভরশীল হতে হয়- হাসপাতালে তা উপলব্ধি হয়।
- যারা সেবা করে (বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী), তাদের ভূমিকা স্বীকার, তাদের কথা শোনা, তাদের দয়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান হাসপাতালে শেখা যায়।

৭) স্কয়ার হাসপাতালে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা যা পেয়েছি: ডাক্তারগণের ব্যক্তিগত যত্ন ও উদ্বিগ্নতা; নার্সদের দক্ষতা; পিসি-এদের সেবায় আন্তরিকতা; দায়িত্ব হ্যান্ড ওভার; কোন বকশিস গ্রহণ করার প্রবণতা চোখে পড়েনি; কৃতজ্ঞতার প্রকাশ –মিস্টি খাওয়ানো গ্রহণযোগ্য।

হাসপাতালে বসে পোপ ফ্রান্সিস এর লেখা কিছু কথা:

"হাসপাতালের দেয়ালগুলো গির্জার চাইতে অনেক বেশি সৎ প্রার্থনার সাক্ষী হয়েছে, ওরা বিমানবন্দরের চেয়েও বেশি আন্তরিক চুম্বন দেখেছে, এই হাসপাতালেই দেখা যায়, একজন সমকামবিদ্বেষী মানুষকে এক সমকামী ডাক্তার বাঁচাচ্ছে। একজন ধনী ডাক্তার এক ভিখারির জীবন রক্ষা করছে, আইসিইউতে দেখা যায়, একজন ইহুদী ব্যক্তি এক বর্ণবিদ্বেষী রোগীর সেবা করছে, একজন পুলিশ অফিসার ও একজন বন্দী একই ঘরে একই চিকিৎসা পাচ্ছে।

আবার একজন ধনী রোগী অপেক্ষা করছে লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য, যেটা আসবে এক গরিব দাতার কাছ থেকে, এই মুহূর্তগুলোতে, যখন হাসপাতাল মানুষের ক্ষত ছুঁয়ে যায়, তখন বিভিন্ন জগত একে অপরের সাথে মিলিত হয় এক ঈশ্বরিক পরিকল্পনায়। আর এই ভাগ্যগাথার মিলনে আমরা বুঝতে পারি — একা, আমরা কিছুই না। মানুষের নিখাঁদ সত্য অনেক সময়ে প্রকাশ পায় কেবল যন্ত্রণার মুহূর্তে, অথবা যখন অপূরণীয় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

হাসপাতাল এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষ তাদের মুখোশ খুলে ফেলে এবং নিজেকে প্রকাশ করে তার খাঁটি রূপে। এই জীবন দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে, তাই মানুষের সাথে যুদ্ধ করে সময় নষ্ট কোরো না। নিজের শরীরের সমালোচনা কোরো না। অতিরিক্ত অভিযোগ কোরো না। বিলের চিন্তায় রাতে ঘুম হারিয়ো না। আপনার প্রিয়জনদের জড়িয়ে ধরো। বাসা পরিষ্কার রাখার চিন্তায় অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা কোরো না। সম্পদ প্রত্যেককেই নিজে অর্জন করতে হয় — উত্তরাধিকার জমাতে সময় নষ্ট কোরো না।

তুমি অনেক কিছুর জন্য অপেক্ষা করছো: বড়দিন, শুক্রবার, আগামী বছর, টাকার জন্য, ভালোবাসার জন্য, সবকিছু নিখুঁত হওয়ার জন্য, শোনো, নিখুঁততা বলে কিছু নেই। একজন মানুষ কখনোই একে অর্জন করতে পারবে না, কারণ আমরা এখানে চূড়ান্ত পূর্ণতার জন্য নয়, শিখতে এসেছি। তাই এই জীবনের পরীক্ষাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করো — এখনই করো। নিজেকে সম্মান করো, অন্যকেও সম্মান করো। নিজের পথ অনুসরণ করো, আর অন্যের বাছাই করা পথে হাঁটার চেষ্টা করো না।

সম্মান করো: মন্তব্য করো না, বিচার করো না, হস্তক্ষেপ করো না। আরও ভালোবাসো, আরও ক্ষমা করো, আরও জড়িয়ে ধরো, আরও গভীরভাবে বেঁচে থাকো! আর বাকিটা সৃষ্টিকর্তার হাতে ছেড়ে দাও।"

– পোপ ফ্রান্সিস

Message

On the Occasion of the 25th Jubilee of Religious Life of
Father Shitol Hubert Rozario, C.S.C.

Dear Father Shitol,
With a heart filled with gratitude to God, I extend my warmest congratulations to you on the joyful occasion of your **25th Jubilee of Religious Life** in the Congregation of Holy Cross.

This milestone is a profound testament to your faithfulness, commitment, and service to the Lord and His Church. Your journey of twenty-five years has been marked by pastoral dedication, spiritual generosity, and an unwavering spirit of service to God's people, both near and far.

As we celebrate this Jubilee **Year of Hope** proclaimed in the Catholic Church, your witness becomes all the more inspiring. In a world often shadowed by uncertainty and challenges, your faithful vocation shines as a beacon of hope, reminding us all of God's enduring love and mercy.

Religious life is a gift and a witness—a sign of hope in a world search for lasting values. In your vocation, you have carried this sign faithfully, inspiring others through your example of humble detachment and service, prayer and compassion.

As you celebrate this Jubilee with your family and the Bangladeshi Catholic Community in the United States, I join with them in giving thanks to God for your life and ministry. May this celebration renew your spirit and deepen your joy in following Christ.

Unfortunately, I will not be physically present because of the change of program due to my recent heart problem. However, I will spiritually be in communion with you and the dear folks of the family in my thoughts and prayers.

With prayerful best wishes for continued grace, health, and strength in your mission,
I remain,

In Christ and Mary,

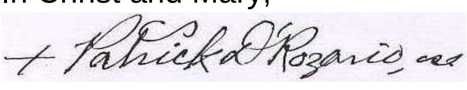

Cardinal Patrick D'Rozario, C.S.C.
Archbishop Emeritus of Dhaka

গতকালকে ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট জরুরীভাবে ফোন করে আমাকে অনুরোধ করলেন ঢাকা খ্রিস্টান কোপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার সত্তর বছর পূর্তিতে ফাদার চার্লস ইয়াং, সিএসসি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখতে। প্রেসিডেন্টের ধারণা যে, আমি ফাদার ইয়াংকে ভালভাবে চিনি, ব্যক্তিগত ভাবে তার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। তাই কয়েক ঘন্টার মধ্যে লেখাটা দেওয়া আমার জন্য কোনো ব্যাপারই না। আসলে ফাদার ইয়াং-এর সাথে আমি ততো পরিচিত ছিলাম না, তার সাথে আমার অভিজ্ঞতা বলতে তেমন কিছুই নেই। তথাপি প্রেসিডেন্টের একান্ত অনুরোধ সত্তর বছর পূর্তিতে আমি যেন অন্ততঃ একটি বাণী লিখে পাঠাই।

বাংলাদেশে "ক্রেডিট ইউনিয়নের জনক" বলে যিনি পরিচিত এবং "ঢাকা খ্রিস্টান কোপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের স্থপতি" বলে যিনি অভিহিত সেই শ্রদ্ধাভাজন ফাদার চার্লস ইয়াং-এর প্রতি নিবেদন করি আমাদের অফুরান ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং গভীর কৃতজ্ঞতা। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুলাই, সকল ক্রেডিট ইউনিয়নের অগ্রদূত, ঢাকা খ্রিস্টান কোপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন নামে যে অভিনব প্রতিষ্ঠানটি সূচনা হয়েছিল, তার সত্তর বছর পূর্তিতে আমরা উপলব্ধি করছি যে, সেই প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত দ্রুততম গতিতে খ্রিস্টান সমাজের মধ্যে একটি বিরাট অর্থনৈতিক বিপ্লব এবং আমূল সামাজিক রূপান্তর ঘটিয়েছে। যারা সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত ঢাকা ক্রেডিটে নেতৃত্ব, সেবা এবং অবদান রেখেছেন তাদের সবার প্রতি রইল আমাদের সাধুবাদ।

ঢাকা খ্রিস্টান কোপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সপ্তদশক বার্ষিকীতে স্মরণ করি ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন সহ আরো অনেক ক্রেডিট ইউনিয়ন যাদের সাথে বিগত কয়েকটি দশকের যাত্রাকালে আমার মনের মধ্যে যে-ভাবনাগুলো জাগ্রত হয়েছে তার যৌক্তিকতাপুর্ণ আলোচনা ও বিশ্লেষণ না করে, সহজ-সরল ভাষায় সকল ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরি।

এক: খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নগুলো মণ্ডলীর সংশ্লিষ্ট সামাজিক শিক্ষা দ্বারা কতটুকু পরিচালিত তা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা?

দুই: একত্রে একাধিকবার ছোট ছোট দলে বসে পরস্পরের কথা শ্রবণ করা। ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে ঈশ্বর খ্রিস্টান সমাজকে কী বলছেন তা শ্রবণ করা।

তিন: ফাদার ইয়াং-এর কথা: "আমাদের সঞ্চয়গুলো হল ঘোড়া আর ঋণগুলো হচ্ছে গাড়ি। আমরা যেন কখনও ঘোড়ার আগে গাড়ি না রাখি" – এই উক্তির প্রেক্ষাপটে বর্তমান ক্রেডিট ইউনিয়ন নিয়ে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা।

চার: গ্রাম বা নির্দিষ্ট একটি তৃণমূল এলাকায় ক্রেডিট ইউনিয়নগুলো ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজের সমন্বিত উন্নয়নকাজে কীভাবে সম্পৃক্ত আছে এবং স্থানীয় খ্রিস্টান সমাজ বা মণ্ডলীর মধ্যকার সম্পর্ক কীরূপ তা নিয়ে আলোচনা করা।

পাঁচ: সাম্প্রতিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে, ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় একটি বাস্তবধর্মী সমীক্ষণ ও গবেষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং ভবিষ্যতের পথচলা চিহ্নিত করা।

ছয়: স্থানীয় খ্রিস্টান সমাজের টেকসই উন্নয়নের জন্য ক্রেডিট ইউনিয়নের ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সাত: এ বছরে মণ্ডলী জুবিলী ২০২৫ খ্রি. বর্ষকে পুণ্যবর্ষ রূপে পালন করছে। জুবিলীর সামাজিক একটি দিক হচ্ছে হতদরিদ্র মানুষ যেন দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। যারা ঋণগ্রস্থ তাদের মধ্যে যারা অতি দরিদ্র তারা কি ঋণমুক্ত হতে পারে? তাদের ঋণ মওকুফ করে ক্রেডিট ইউনিয়নগুলো জুবিলী বর্ষ উদযাপন করার সুযোগ গ্রহণ করার উদ্যোগ নিতে পারে?।

উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে তথ্য-সংগ্রহ, পর্যালোচনা, অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং ভবিষ্যৎ নির্দেশনা গ্রহণ করার আহ্বান জানাই সমবায়ী সকল পরিবারের কাছে। সামাজিক ক্ষেত্রে যিশুর মঙ্গলবাণী প্রচার ও মঙ্গলবাণীর মূল্যবোধ দৃশ্যমান করে তোলা খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বিগতকালের সকল সফলতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি এবং ভবিষ্যত উন্নয়নের প্রত্যাশায় একসঙ্গে পথ চলি।

৩রা জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

মণ্ডলীতে খ্রিস্টীয় ঐক্য সম্পর্কে মৌলিক ধারণা এবং বাংলাদেশে আন্তঃমাণ্ডলিক পরিবেশ ও বাস্তবতা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

॥ ক ॥ খ্রিস্টীয় ঐক্য (ইকিউমেনিজম) সম্পর্কে মৌলিক ধারণা

পোপ দ্বিতীয় জন পল ১৯৯৫ খ্রিস্টব্দে খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত ক'রে, "তারা যেন এক হয়" (*UT UNUM SINT)* শীর্ষক বিশ্বজনীনপত্রটি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার কর্তৃক রচিত "খ্রিস্টীয় ঐক্য-প্রচেষ্টা" *Unitatis Redintegratio ঐক্যের পুনরুদ্ধার* বিষয়ক নির্দেশনামার অনুসরণে রচিত হয়। এই প্রবন্ধে পোপ দ্বিতীয় জন পলের বিশ্বজনীনপত্রের মৌলিক ধারণাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরছি।

শুরুতেই উল্লেখ করা প্রসঙ্গত যে, প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলীগুলো ১৯৫০ দশকে একসঙ্গে খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য প্রার্থনা অষ্টাহ পালন করে থাকে এভাবে প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলীগুলো খ্রিস্টীয় ঐক্যের প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কাথলিক মণ্ডলী ভিন্নভাবে প্রার্থনা করে আসছিল যেন সকল মণ্ডলী রোমান কাথলিক মণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে "মণ্ডলীসমূহের বিশ্বপরিষদ" "World Council of Churches" (WCC) প্রতিষ্ঠিত হয়। পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী "দ্বিতীয় ইকিউমেনিকাল ভাটিকান মহাসভা" আহ্বানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহাসভায় অন্যান্য মণ্ডলীর পর্যবক্ষকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদেরকে মহাসভায় স্থান করে দিলেন এবং একটি "খ্রিস্টীয় ঐক্য-প্রচেষ্টার সচিবালয়" স্থাপন করেন যেন অর্থডক্স ও প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলী যথার্থভাবে বিশ্বজনীন মহাসভায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

দ্বিতীয় ভাটিকান ইকিউমেনিকাল মহাসভা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান দিয়ে বলেছিলেন: "তারা যেন এক হয়"। তৃতীয় সহস্রাব্দে প্রবেশ-ক্ষণে মণ্ডলীজুড়ে এই আহ্বানটি প্রচুর সাড়া যুগিয়েছে। যিশু তো নিজেই তাঁর সকল শিষ্যদেরকে ঐক্যের উদ্দেশ্যে আহ্বান করেই বলেছিলেন: "তারা যেন এক হয়"।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে সকলেই সচেতন। এটি কঠিন পথ কিন্তু অর্জনটি খুবই আনন্দময়। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা দীর্ঘকালীন অসমোঝোতার ভারবোঝা বহন, ভুলবুঝাবুঝি ও বদ্ধমূল ধারণা, আপনাতে আপনি তৃপ্ত, উদাসীনতা, একে অন্যের বিষয়ে অজ্ঞতা, ইত্যাদির চলার পথ আরও কঠিন করে তুলেছে। অতএব খ্রিস্টীয় ঐক্যের ভিত্তি হতে হবে হৃদয়ের পরিবর্তন এবং প্রার্থনা।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় মণ্ডলী উপলব্ধি করেছে যে, মণ্ডলীর সত্তাগত পরিচয় ও মিশনের জন্য ঐক্য একান্ত প্রয়োজন ও তার জন্য মণ্ডলী অঙ্গীকারবদ্ধ। এ কারণেই বিশ্বজনীনপত্র রচনার যৌক্তিতা নিহিত।

পিতরের উত্তরাধিকারী হিসেবে এবং রোমের বিশপ হিসেবে, পোপ দ্বিতীয় জন পল অনুভব করেছেন যে, খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য কাজ করার প্রথম দায়িত্ব মূলত তাঁর নিজেরই। যিশুর প্রার্থনা তো হতে হবে পোপের নিজের প্রার্থনা ও কর্তব্য।

॥ ১ ॥ খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা কাথলিক মণ্ডলীর দায়িত্বভার

মানুষের মধ্যে ঐক্য ও মিলন হচ্ছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং তাঁরই ইচ্ছা: এর জন্যই স্বর্গী পিতা যিশুকে জগতে পাঠিয়েছিলেন। জগত ছেড়ে চলে যাবার আগে তাই তিনি প্রার্থনা করলেন: "তারা যেন এক হয়"।

খ্রিস্টীয় ঐক্যের পথ হচ্ছে মন্ডলীর পথ: কাথলিক মণ্ডলীর মধ্যে খ্রিস্টমণ্ডলীর সত্তাগত বিশেষত্ব নিহিত আছে, কারণ কাথলিক মণ্ডলী বিশপদের সংযোগে পিতরের প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত, এবং কাথলিক মণ্ডলী স্বীকার করে যে, পবিত্র হওয়ার অনেক উপাদান এবং সত্য কাথলিক মণ্ডলীর দৃশ্যমান কাঠামোর বাইরেও বর্তমান। সেই উপাদান ও সত্য কাথলিক মণ্ডলীর ঐক্য সাধন করে। এ কথার মানে হচ্ছে অন্যান্য মণ্ডলী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলো, আংশিক ভাবে অপূর্ণ হলেও, পরিত্রান-রহস্যের অংশীদার। পবিত্র আত্মা ঐ মণ্ডলীগুলোকে পরিত্রানের উপায় থেকে বঞ্চিত করেন নি, বরঞ্চ কাথলিক মণ্ডলীর অনুগ্রহের পূর্ণতা এবং ফলপ্রসূতার সাথে তারা অবিচ্ছিন্ন।

অন্যান্য মণ্ডলী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলির ঐতিহ্যগত সম্পদ: তাদের বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের নীতি হিসেবে, তারা পবিত্র শাস্ত্রের বাণী শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে; তারা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর এবং খ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র এবং মুক্তিদাতা হিসেবে বিশ্বাস করে; তারা বাপ্তিস্ম সংস্কার দ্বারা উৎসর্গীকৃত হয়ে খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত। তারা তাদের মণ্ডলীর বিশ্বাস অনুসারে সংস্কারের স্বীকৃতি দেয় ও সংস্কার গ্রহণ করে। অনেক মণ্ডলী বিশপীয়পদ আনন্দের সাথে গ্রহণ করে, পবিত্র খ্রিস্টযজ্ঞ উৎসর্গ করে এবং ঈশ্বরের জননী কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে। তারা আমাদের সাথে প্রার্থনা ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সম্পদের অংশীদার। আমরা আরও দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, তারা পবিত্র আত্মায় আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত, একই পবিত্র আত্মা তাদের আত্মিক দান ও অনুগ্রহ প্রদান করেন এবং ফলে তাঁর পবিত্রীকরণের ক্ষমতায় তিনি তাদের মধ্যে সক্রিয় আছেন। এমন কি নিজের রক্তপাত ক'রে জীবন সমর্পন করতে পবিত্র আত্মা তাদের শক্তি দিয়ে থাকেন। খ্রিস্টের সকল শিষ্যের মধ্যে, খ্রিস্টের ইচ্ছা অনুযায়ী, পবিত্র আত্মা একই মেষপাল এবং একই মেষপালকের ধারণায় শান্তিপূর্ণ ঐক্যের বাসনা জাগ্রত করেন।

নবায়ন ও পরিবর্তন: বাস্তবে যদি খ্রিস্টীয় ঐক্য স্থাপন করতে হয় তাহলে প্রয়োজন অন্তরের পরিবর্তন। অন্তরের পরিবর্তন ছাড়া কোন খ্রিস্টীয় ঐক্য কল্পনা করা যায় না। এই পরিবর্তন উভয় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। অন্তরের এই পরিবর্তন হচ্ছে প্রথমত মঙ্গলসমাচারের প্রতি আমূল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের সাথে জড়িত পাপের জন্য বিনম্র অনুতাপ এবং সংস্কার গ্রহণ।

ধর্মতত্ত্বের সর্বপ্রধান গুরুত্ব: ধর্মতত্ত্বের পুনঃব্যাখ্যা খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য একান্ত আবশ্যক। এর অর্থ এ নয় যে, বিশ্বাস-ভান্ডার পরিবর্তন বা বিশ্বাস-নীতি পরিবর্তন করা, জগতের সাথে সত্যের পরিবর্তন করা, আপোষ মিমাংসা করা, বা কোন কোন বিশ্বাসমন্ত্র বাদ দেওয়া কেননা আধুনিক মানুষ তা বুঝতে অক্ষম। ঈশ্বর যে ঐক্য চান তা হল যে সমস্ত সত্য প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতি আনুগত্য।

প্রার্থনার প্রধান গুরুত্ব: অন্তরের পরিবর্তনের সাথে ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রার্থনা হচ্ছে খ্রিস্টীয় ঐক্য আন্দোলনের প্রাণ স্বরূপ। তাই ঐক্য আন্দোলনকে বলা যাবে "আধ্যাত্মিক"। অন্তরের পরিবর্তন ঈশ্বরের প্রতি ও মানুষের প্রতি ভালবাসা দ্বারা উদ্বুদ্ধ। ভালবাসা মিলনের বাসনা জাগায়, যে-বাসনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে পবিত্র ত্রিত্বের মধ্যকার মিলন। ভালবাসার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে সমবেত প্রার্থনায়। প্রার্থনা ঐক্যের প্রসাদ, প্রর্থনা মিলনের বন্ধন, প্রার্থনা ঐতিহ্যের মিলন, প্রার্থনা লক্ষ্যের মিলন, প্রার্থনা মিলনের সহভাগিতা, প্রার্থনা খ্রিস্টীয় মিশন ও তার বিশ্বাসযোগ্যতার প্রকাশ, প্রার্থনা মিলনের যথার্থতার প্রকাশ।

আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপ: খ্রিস্টীয় ঐক্যের প্রাণ হিসেবে প্রার্থনা হচ্ছে সকল "সংলাপ"-এর ভিত্তি। সংলাপ শুধু দ্বিপাক্ষিক কথোপকথন নয়। সংলাপ মানুষের প্রকৃতি ও মর্যাদার থেকে উৎসারিত। সংলাপ হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে মানবিক আত্ম-প্রতিষ্ঠা। সংলাপ কেবলমাত্র "ধারণার সহভাগিতা" নয় বরং "দানের সহভাগিতা"; উভয় পক্ষের পারস্পরিকতা, পুনর্মিলনের বাসনা এবং সত্যের ঐক্য। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় অন্যান্য মণ্ডলী এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপস্থিতি এবং সত্যের সহভাগিতা বিশ্বজনীন বিশপসংঘ, মণ্ডলীর প্রৈরিতিক ধর্মাসন সম্পর্কে সংলাপের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করেছে।

সংলাপের জন্য স্থানীয় মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনা: সংলাপ শুধু পোপের প্রৈরিতিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নয় বরং সকল স্থানীয় মণ্ডলীরও দায়িত্ব। বিশপদের সম্মিলনী, কমিশন এবং সিনডের নিকট সেই দায়িত্ব অর্পিত। তবে এই দায়িত্ব পালনের জন্য রয়েছে খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক ডিরেক্টরি বা নীতিমালা। নীতিমালার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যের সন্ধান করা এবং আবিষ্কৃত সত্যের সহভাগিতা করা যাতে ব্যক্তি সত্যের-অনুরাগী হতে পারে।

বিবেক-পরীক্ষার জন্য সংলাপ: সত্য বিবেককে গঠন করে এবং ঐক্যের কাজকে অনুপ্রাণিত করে। সংলাপ ও প্রার্থনা একে অন্যের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিবেকী প্রার্থনা সংলাপকে ফলপ্রসূ করে। সাধু যোহন বলেন: "আমি যদি বলি আমার কোন পাপ নেই, তাহলে আমি প্রতারণা করছি, সত্য আমার মধ্যে নেই।" যদি পাপ স্বীকার করি তাহলে ঈশ্বর বিশ্বস্ত ও ন্যায্য তাও স্বীকার করি। ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করেন। খ্রিস্টীয় ঐক্য সম্ভব যদি স্বীকার করি ঐক্যের বিরুদ্ধে আমরা পাপ করেছি। সংলাপ হচ্ছে "মনপরিবর্তনের সংলাপ" – ঈশ্বরের নিকট আমাদের মনপরিবর্তনের সংলাপ এবং পরস্পরের নিকট আমাদের মন-পরিবর্তনের সংলাপ।

সংলাপের মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির উপশম: সংলাপের সময় সত্যকে আংশিকভাবে নয়, পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপন করতে হবে। দ্রুতভাবে ও ভাসাভাসা জ্ঞান দিয়ে সমঝোতা করা সঠিক নয়। পবিত্র আত্মা পূর্ণ সত্যকে দেখতে সাহায্য করে। সংলাপের অভিজ্ঞতায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে-কথা দ্বারা অনৈক্য এসেছে তা সংলাপের মাধ্যমে দূর হয়ে গেছে। ঐক্য পুনরায় উদ্ধার করা হয়েছে। এই সংলাপে দুটো আবশ্যকীয় নীতি হচ্ছে: পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বরের বাণী এবং মণ্ডলীর শিক্ষা-পরম্পরা।

বাস্তবক্ষেত্রে আন্তঃমণ্ডলীর মধ্যে সহযোগিতা: পরস্পরের সাথে সহযোগিতা অন্তর্নিহিত ঐক্যকে দৃশ্যমান করে তুলে। বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করা সহযোগিতা খ্রিস্টীয় ঐক্যের বিদ্যালয় হয়ে কাজ করে। খ্রিস্টানদের সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড জগতের কাছে খ্রিস্টানদের সম্মিলিত সাক্ষ্য বহন করে এবং বাণীপ্রচারের যথার্থতা প্রমাণিত হয়।

॥ ২ ॥ সংলাপের ফলাফল

সংলাপের ফলে কী প্রাপ্তি ঘটে? ভ্রাতৃত্বের পুনঃআবিষ্কার হয়; মানবসেবায় একাত্মতা সৃষ্টি হয়; ঐশবাণী এবং উপাসনার মাধ্যমে পরস্পরের কাছে যাওয়া হয়; অপর খ্রিস্টানদের মধ্যে ঐতিহ্যগত সম্পদ স্বীকৃতি লাভ করে; মিলন বৃদ্ধি হয়; প্রাচ্য মণ্ডলীর সাথে সংলাপ সম্ভব হয়েছে; যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে; ভগ্নি-মণ্ডলী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে; সংলাপের উত্তরোত্তর অগ্রগতি হয়েছে; প্রাচ্যে প্রাচীন মণ্ডলীর সাথে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে; অন্য মণ্ডলী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে সংলাপ করার প্রেরণা এসেছে; মাণ্ডলিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে; সহযোগিতার মাধ্যমে অনেক অর্জন লাভ হয়েছে।

॥ ৩ ॥ কোন দিকে আমাদের ভবিষ্যৎ যাত্রা

সংলাপ অব্যাহত রাখা ও তা গভীরে নিয়ে যাওয়া; ইতিমধ্যে অর্জিত ফলাফল গ্রহণ করা; খ্রিস্টীয় ঐক্যের সন্ধানে কাথলিক মণ্ডলীর অবদান সম্পর্কে অবহিত হওয়া; ঐক্যের উদ্দেশ্যে রোমের বিশপের সেবাদানের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা; রোমের মণ্ডলীর সাথে স্থানীয় মণ্ডলীর মিলন রক্ষা করা কেননা ঐক্যের জন্য তা আবশ্যিক শর্ত; পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ও মঙ্গলসমাচার ঘোষণায় তৎপর হওয়া; খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রেরণা ও সাধুবাদ সম্বন্ধে অবগত হওয়া।

॥ খ ॥ খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টায় (ইকিউমেনিকাল) পোপ ফ্রান্সিসের উদ্যোগসমূহ

পোপ ফ্রান্সিস আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্ক উন্নয়নে, পূর্বসূরী পোপ বেনেডিক্টের দ্বারা অর্জিত সকল অর্জনের উপর ভিত্তি করে, তারই ধারাবহিকতায় অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যেমন: বিভিন্ন মন্ডলীর নেতৃবৃন্দদের সাথে সভা এবং বিভিন্ন চার্চের সঙ্গে সংলাপ করেছেন। ঐক্য ও "সাক্ষাতের কৃষ্টি" উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় তিনি বড়োই উদ্যোগী ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সব কাথলিক, অর্থডক্স,

এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের (ডিনোমিনেশন) খ্রিস্টানুসারীদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি পায়। পোপের নেয়া উদ্যোগসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে তুলে ধরছি:

(১০) **সভা-সাক্ষাৎ ও সংলাপ:** পোপ ফ্রান্সিস প্রাচ্য অর্থডক্স মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দদের সাথে বিশেষভাবে কনস্টান্টিনোপলের পাত্রিয়ার্ক বার্থলমিয়ের সাথে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎ করেছেন। একই বছর কিউবাতে রাশিয়ার অর্থডক্স পাত্রিয়ার্ক কিরিলের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল যাতে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার হয় এবং উভয়ের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি সম্বন্ধে ঐকমত্য অনুসন্ধান করা হয়। পোপ ফ্রান্সিস লুথেরান মণ্ডলীর সাথে সুইডেনে, ২০১৬খ্রি. প্রোটেস্টান্ট বিপ্লবের ৫০০ বছরের পূর্তি যৌথভাবে পালন করেছেন এবং লুথেরান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একটি সমঝোতার বিবৃতি যৌথভাবে স্বাক্ষরিত হয়। দলিলে প্রকাশ করা হয় যে, এই দুই মন্ডলীর মধ্যে অনৈক্যের চাইতে ঐক্য অনেক বেশী। অ্যাংলিকান মণ্ডলীর সভায় তিনি যোগদান করেছেন এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন অনেকবার। তিনি অ্যাংলিকান মণ্ডলী এবং প্রাচীন কাথলিক মণ্ডলীসমূহের সাথে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আলাচনায় লিপ্ত ছিলেন তাঁর পুরো কার্যকালে। বিশেষ প্রয়োজনে সুদান সফরকালে আর্চবিশপ অব ক্যান্টারবারি তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন।

(১১) **সমবেত প্রার্থনা ও উপাসনা:** পোপ ফ্রান্সিস খ্রিস্টীয় ঐক্য এবং সমোঝোতার জন্য, বিভিন্ন খ্রিস্টান ঐতিহ্যের মন্ডলীর সদস্যদের সাথে সমবেতভাবে প্রার্থনা ও উপাসনার গুরুত্ব অনুভব ক'রে তিনি নিজে তাতে যোগদান করতেন। পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং পোপ চতুর্দশ লিও'র উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগে প্রাচ্য মণ্ডলীর প্রধানদের অংশগ্রহণ।

(১২) **"সাক্ষাতের কৃষ্টি":** পরস্পরের মধ্যে "সাক্ষাতের কৃষ্টি" গড়ার জন্য পোপ ফ্রান্সিস নিজেই উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে যায় এবং ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত দলগুলোর মধ্যে যোগসেতু নির্মাণ করা হয়। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দদের দর্শন করা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সংলাপের একটি কার্যকরী পদ্ধতি। পোপ ফ্রান্সিস অন্য ধর্মের এবং অন্য মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের সাথে "সাক্ষাতের কৃষ্টি" গড়ে তুলেছেন।

(১৩) **যৌথ বিবৃতি ও উদ্যোগ:** অন্যন্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দদের সাথে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন এবং যৌথভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যেন সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন ২০২৫ খ্রি. একসঙ্গে পুনরুত্থান পর্ব পালন করার জন্য প্রাচ্য অর্থডক্স মন্ডলী ও কাথলিক মণ্ডলীর যৌথ ঘোষণাপত্র। কপ্টিক চার্চের ২৮ জন ধর্মশহীদকে কাথলিক মণ্ডলীর দ্বারা স্বীকৃতি।

(১৪) **"রোমের বিশপ সম্পর্কে আন্তঃমান্ডলিক আলোচনা":** পোপের ফ্রান্সিসের সমর্থনে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক পোপের মন্ত্রণালয় থেকে একটি দলিল প্রকাশিত হয়। দলিলের নাম ছিল: "বিশ্বজনীনপত্র *Ut Unum Sint* (*তারা যেন এক হয়*) অনুসারে রোমের বিশপ: প্রাধান্য ও সিনড-প্রক্রিয়া" বিষয় নিয়ে আন্তমান্ডলিক পর্যালোচনা এবং মতামত প্রকাশ করা হয়। আন্তঃমান্ডলিক পর্যালোচনায় পোপের প্রাধান্য সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই দলিলে স্থান পেয়েছে এবং আগামী পুনর্মিলিত মণ্ডলীতে কীভাবে পিতরের ভূমিকা, রোমের বিশপ বা পোপ পালন করতে পারেন তার সম্ভাবনাও যাচাই করা হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে সুপারিশও করা হয়েছে। রোমের বিশপের প্রধান কাজ হল ভালবাসা ও ঐক্যের উপর সভাপতিত্ব করা।

(১৫) **"সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী":** পোপ মহোদয় মণ্ডলীতে সিনড-প্রক্রিয়া বা অপরের কথা শোনা এবং মাণ্ডলিকভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার প্রক্রিয়ার গুরুত্বের ওপর বেশ জোর দিয়েছেন, যার মাধ্যমে ঐক্য অর্জন এবং আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন করা যায়। পোপ ফ্রান্সিস খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, কাথলিক মণ্ডলীর সিনড-প্রক্রিয়া খ্রিস্টীয় ঐক্য আরও ফলপ্রসূ ও বেগবান করবে।

(১৬) **অনুতাপ ও ক্ষমা:** পোপ ফ্রান্সিস কাথলিকদের আহ্বান করেছেন যেন তারা অতীতের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা যাচনা করে এবং তাদেরকে ক্ষমা দান করে যারা অতীতে নির্যাতিত হয়েছেন; এভাবে পুনর্মিলন ও নিরাময় সাধন করা হবে।

(১৭) **নিসীয় বিশ্বাস মন্ত্র:** পোপ ফ্রান্সিস জীবদ্দশায় বাসনা করেছিলেন যে, নিসীয় ইকিউমেনিকাল মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি অনুষ্ঠান তিনি অর্থডক্স মন্ডলী ও অন্যান্য মণ্ডলীর সাথে একত্রিত হয়ে পালন করবেন ইরাকের প্রাচীন নিসীয় নগরে (বর্তমানে ইজনিক নামক এলাকায়)। পোপ ফ্রান্সিসের এই পরিকল্পিত ঘটনা আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপ ও ঐক্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র: আন্তঃমান্ডলিক সম্পর্কের ভিত্তি

(ক) মণ্ডলীর প্রথম নিসীয় ইকিউমেনিকাল ("oikoumene") মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে। উক্ত সভায় বিশ্বজনীন বিশ্বাসমন্ত্র সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। ইকিউমেনিকাল মহাসভা কাথলিক মণ্ডলীতে, পোপের সভাপতিত্বে, বিশ্বের সকল বিশপদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) নিসীয় মহাসভার বার্ষিকী উপলক্ষে পোপের "আন্তর্জাতিক ঐশতাত্ত্বিক কমিশন" একটি দলিল প্রকাশ করেছে। দলিলটির নাম: "যিশু খ্রিস্ট, ঈশ্বরের পুত্র, ত্রাণকর্তা: মণ্ডলীর নিসীও ইকিউমেনিকাল মহাসভার ১৭০০ বছর পূর্তি"। পোপ ফ্রান্সিস এই দলিলটিকে অনুমোদন করেছেন।

(গ) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র হচ্ছে খ্রিস্ট সম্বন্ধে মণ্ডলীর বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকারোক্তি। পবিত্র ত্রিত্ব এবং যিশুর ঈশ্বরত্বের উপর বিশ্বাস সম্বলিত খ্রিস্টবিশ্বাসমন্ত্র আমাদের বিশ্বাসের "পরিচয়পত্র" বলে বিবেচিত।

(ঘ) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সমস্ত খ্রিস্টান মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্যের চিহ্ন। এ বছর কাথলিক ও অর্থডক্স মণ্ডলী ও অন্যান্য মণ্ডলী একই দিনে পুনরুত্থান উৎসব পালন করেছে। নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। পোপ মহোদয় বাসনা করেছেন যে, নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা বিভিন্ন মন্ডলীকে একত্রিত করবে এবং কাথলিক বিশ্বাসীবর্গকে অনুপ্রাণিত করবে সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য।

(ঙ) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের বার্ষিকী উদযাপন এবং সেই উপলক্ষে প্রকাশিত দলিলটি খ্রিস্টীয় ঐক্য স্থাপনে এবং চার্চের মিশনকে আরও জোরদার করবে। নিসীয় সম্মেলন এবং চার্চের চলমান সিনড-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত কারণ এই প্রক্রিয়া "একসঙ্গে চলার" গুরুত্ব আরোপ করছে। এই গুরুত্ব মঙ্গলসমাচার অনুসারে জীবনযাপন করার প্রতি একনিষ্ঠতার আহ্বান।

(চ) আন্তর্জাতিক ঐশতত্ত্ব বিষয়ক কমিশন বিগত মে ২০, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে দলিলটির ওপর একটি অধ্যয়ন দিবস আয়োজন করা হয়। দিবসটি রোমে পন্টিফিকাল উরবানিয়ানা নামক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে অনেক ঐশতত্ত্ববিদ ও বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থেকে দলিলটির বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। পোপ লিও'র মত: নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী ও পুনরুত্থান দিবস উদযাপন – তিনটি অধ্যয়নের বিষয়। যা আমাদের বিচ্ছিন্ন করে তার চাইতে যা একত্রিত করে তার পরিমাণ বহুগুণ বেশী।

মন্ডলীর আদি পিতৃগণের একটি কথা উল্লেখ করতে চাই: "আমরা যেভাবে দীক্ষিত সেভাবে আমরা বিশ্বাস করি; এবং আমরা যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে আমরা প্রার্থনা করি।" সুতরাং খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য অপরিহার্য: পবিত্র ত্রিত্বের নামে দীক্ষাস্নান, বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং প্রার্থনা।

(১৮) **যিশুখ্রিস্ট-২০৩৩** (জেসি-২০৩৩): কাথলিক, অর্থডক্স, ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চ, অ্যাভাঞ্জেলিকাল সম্প্রদায়, প্রমূখ কর্তৃক একটি মুভমেন্ট শুরু হয়েছে। প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যিশুর পুনরুত্থানের ২০০০ বর্ষের পূর্তি উদযাপন করা এবং এই উদ্দেশ্যে একসঙ্গে ইকিউম্যানিকাল মহাযাত্রার আহ্বান জানানো হয়েছে। উদ্যোগের মূলবাণী হচ্ছে: "আমাদের পরিচয় খ্রিস্ট, কোনসম্প্রদায় নয়।" এই উদ্যোগকে পোপ ফ্রান্সিস স্বাগতম ও সমর্থন জানিয়েছেন।

॥ গ ॥ বাংলাদেশে আন্তঃমাণ্ডলিক পরিবেশ ও বাস্তবতা

বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য ও ভিন্নতা

১) বাংলাদেশে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন মিশনারী দল ও সংগঠন এসেছে মূলতঃ খ্রিস্টবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন মণ্ডলী বা মণ্ডলীর মধ্যে বিভাজন নিয়ে আসা তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না।

২) পরবর্তীতে যেহেতু বিভিন্ন মিশনারি দল প্রচার করেছে, তাদের আপন পরিচয়ে মণ্ডলী পরিচিত হয়েছে এবং এভাবে খ্রিস্টানদের মধ্যে বিভক্ত মণ্ডলীর পরিচিতি লাভ করেছে।

৩) বাংলাদেশে মণ্ডলীর মধ্যে বিভাজন মূলত ধর্মতাত্ত্বিক কারণে নয়। এ কারণে সাধারণতঃ খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে এই বিভাজন গ্রহণযোগ্য নয়।

৪) খ্রিস্টবাণী প্রচারের সাথে সাথে গড়ে উঠেছে উপাসনালয়, গির্জা, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ইত্যাদি যা পরিচিতি লাভ হয়েছে মণ্ডলী বা খ্রিস্টান সম্প্রদায় অনুসারে।

৫) বিদেশ থেকে অর্থসাহায্য খ্রিস্টানদের মধ্যে পার্থক্য এবং মণ্ডলীগুলোর মধ্যে ভাগাভাগি ও ভিন্নতা অনেকাংশে দায়ী। এ কারণে কিছু কিছু এলাকায় ও গ্রামে এমন কি একই পরিবারের মধ্যেও বিভিন্ন মণ্ডলীর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য-প্রচেষ্টা

১) খ্রিস্টীয় জীবনে দৃশ্যমান ঐক্য: আত্মীয়তা ও এলাকার প্রতিবেশীর বন্ধন; আন্তঃমাণ্ডলিক প্রার্থনা, উপাসনা, মহাসভা, উদ্দীপনা-সভা ও ধর্মীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান, খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহের প্রার্থনা, বাইবেল দিবস, আন্তঃমাণ্ডলিক বিবাহ, পারিবারিক-সামাজিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব।

২) আন্তঃমাণ্ডলিক সংগঠন: কমিটি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন: উদাহরণ স্বরূপ: যৌথ কমিটি, ওয়াইএমসিএ, ওয়াইডব্লিউসিএ, ক্রেডিট ইউনিয়ন, খ্রিস্টান এন.জিও, ইত্যাদি

৩) আন্তঃমাণ্ডলিক চার্চ সংগঠন: এনসিসিবি, এনসিএফবি, ইউএফসিবি ও তার কার্যক্রম, যৌথ খ্রিস্টান ধর্মশিক্ষা ও সিলাবাস প্রণয়ন, নির্দিষ্ট মণ্ডলীর নিজস্ব আয়োজনে অতিথি হিসেবে অন্যদের নিমন্ত্রণ।

৪) সম্ভাব্য সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড: আনুষ্ঠানিক আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপ, বাইবেল সেবাকর্ম, যৌথ গঠন ও আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ, বাইবেল বিষয়ক কর্মকাণ্ড, উপাসনা-অনুষ্ঠান রীতি, ধর্মশিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা, বাণী প্রচার, পালকীয় কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা, অন্য ধর্মের সাথে সংলাপ, মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে সহযোগিতা, মানবোন্নয়ন এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ, যোগাযোগ মাধ্যম, ইত্যাদি।

৫) সর্বশেষে, বাংলাদেশে যদি সত্যিকারে খ্রিস্টীয় ঐক্য স্থাপনে অগ্রসর হতে হয় তাহলে বিশ্বাসের সত্য নিয়ে সংলাপ করতে হবে নতুবা সত্যকে আপেক্ষিক ও অসম্পূর্ণ রেখে অনৈক্যের পথে পথচলা অব্যাহত থাকবে।

সিবিসিবি-এর খ্রিস্টীয় ঐক্য-প্রচেষ্টা ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন দ্বারা আয়োজিত "আন্তঃমাণ্ডলিক বার্ষিক প্রশিক্ষণ"–এ উপস্থাপিত বক্তব্য, সিবিসিবি সেন্টার, ঢাকা, ১২ জুন, ২০২৫ খ্রি.

Sources

1. দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল: খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টা, *Unitatis Redintegratio, 21 Novemeber, 1964; কাথলিক প্রাচ্য মণ্ডলী বিষয়ক নির্দেশনামা, Orientalium Ecclesiarum, 21 Novemeber, 1964*
2. পোপ দ্বিতীয় জন পল ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত ক'রে, "তারা যেন এক হয়" (*UT UNUM SINT)* শীর্ষক বিশ্বজনীনপত্রটি প্রকাশ করেছিলেন।
3. Directory for the Application of Principles and Norms on Ecumenism, *by The Pontifical Council for Promoting Christian Unity, Vatican City, March 25th, 1993*
4. By Martin Bürger Top ecumenical initiatives of Pope Francis: a retrospective
Munich, Germany, Apr 24, 2025 / 14:31 pm
5. By Kristina Millare, Vatican releases document to mark 1,700th anniversary of First Council
Vatican City, Apr 3, 2025 / 13:00 pm
6. Vatican News: The Nicene Creed: an expression of Christian identity
7. Pope Francis: Restoration of Christian unity is 'an urgent priority in today's world

জুন মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য: মমতাবোধে জগতটা বেড়ে উঠুক।

এসো আমরা প্রার্থনা করি, যাতে আমরা প্রত্যেকে যিশুর সাথে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কে স্বান্ত্বনা অনুভব করি, এবং অন্তরের সেই অনুভূতি থেকে জগতের প্রতি মমভাব লাভ করতে শিক্ষা গ্রহণ করি।

হৃদয়ের মধ্যে যদি মমতাবোধ জাগ্রত করতে হয় তাহলে আমার প্রতি যিশুর মমতা অনুভব করতে হবে। আমার প্রতি যিশুর ভালবাসা আমার হৃদয়ে যিশুর মমতা অনুভব করতে সাহায্য করে।

যিশু বলেছেন আমি তোমাকে যে-ভালবাসায় ভালবেসেছি তুমি একই ভালবাসায় অন্যকে ভালবাস। যিশুর কথাটি অন্যভাবে বলা যায় যে, তোমাকে ভালবাসার মাধ্যমে তুমি আমার কাছে "মম" হয়ে উঠেছো। অতএব আমার প্রতি যিশুর মমতাই আমার মধ্যে জাগ্রত করবে "মমভাব" বা "মমতাবোধ"।

আমার অন্তরে জাগ্রত মমতাবোধ আমার মধ্যে সীমিত ও নিষ্ক্রিয় থাকবে না। আমার অন্তরের মমতাবোধ একটি ধারার মতো প্রবাহিত হবে অন্যের মধ্যে। এভাবে জগতের মানুষের প্রতি ও সৃষ্টির প্রতি মমতাবোধ অর্জন করতে শিখতে পারব।

তাই এসো প্রার্থনা করি যেন যিশুর মমতা মানুষ যেন উপলব্ধি করতে পারি। সেই মমতা তারা যেন অন্যের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
জুন ১, ২০২৫ খ্রি.

আশাময় ভবিষ্যত নির্মাণে
মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা ও প্রেরণা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

"সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশনের" এই বর্তমানের প্রশিক্ষণের আয়োজনের জন্য সাধুবাদ জানাই। কয়েকদিন আগে পোপ ফ্রান্সিসের দ্বারা রচিত "লাউদাতো সি" (২০১৫-২০২৫ খ্রি.) শীর্ষক বিশ্বজননীন পত্রটির একটি দশক পূর্তি উদযাপন করলাম। আবার এ বছর পোপ ফ্রান্সিসের দ্বিতীয় আরেকটি বিশ্বজনীনপত্র "ফ্রাতেল্লি তুত্তি"-এর পঞ্চম বার্ষিকী (২০২০-২০২৫ খ্রি.) স্মরণ করছি। আমি এই দুটো বিশ্বজনীনপত্রকে পৃথিবী বা ধরিত্রীর একই মানব-পরিবারের ভাই-বোন হিসেবে বিবেচনা করি।

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের মানব-পরিবারের মধ্যে "মহামানব" বা "মহান ব্যক্তিত্ব" বলতে যা বুঝায়, সেই ধরনের বরেণ্য মনীষীদের বড়ো খড়া অনুভব হচ্ছে। এই খড়া এতই উত্তপ্ত ও প্রকট যে চারিদিকে দেখা যাচ্ছে দাবানল – প্রকৃতি-পরিবেশের মধ্যে দাবানল এবং মানবসমাজে যুদ্ধ-সংঘর্ষের দাবানল। এ হেন পরিস্থিতিতে আমার মনে হয়, বর্তমান বিশ্বের **"মহান প্রবক্তা"** রূপে পোপ ফ্রান্সিস প্রতিকী অর্থে দুটো দাবানল প্রতিপাদ্য করে দুটো বিশ্বজনীনপত্র প্রকাশ করেছিলেন: প্রথমটি "লাউদাতো সি" (প্রভুর প্রশংসা হোক) যেটি প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর রচিত এবং যেখানে তিনি বলেছেন "ধরিত্রী আমাদের সর্বসাধারণের বসতবাড়ি"। আর দ্বিতীয় বিশ্বজনীন পত্রটি হচ্ছে "ফ্রাতেল্লি তুত্তি" "ভ্রাতৃ-সকল", যেটি "সামাজিক বন্ধুত্ব" সম্পর্কে রচিত এবং যার মূল কথা হচ্ছে মানব-পরিবারে সকল মানুষ ভাইবোন।

১ ॥ বিশ্বজনীনতার প্রেক্ষাপট: পোপের দায়িত্বভার

কাথলিক মণ্ডলীতে পোপ হচ্ছেন একজন ধর্মগুরু। পোপ ফ্রান্সিস কাথলিক, তথা অন্যান্য খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু হিসেবেই অভিহিত ছিলেন। একযুগ (২০১৩-২০২৫ খ্রি.) ধরে তিনি পোপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে পোপ ফ্রান্সিস শুধু কাথলিকদের ধর্মগুরু ছিলেন না। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে ভাটিকান একটি ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘভুক্ত সদস্য। এই বিবেচনায় পোপ মহোদয় একজন রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানও বটে। এই দায়িত্ব বলে তিনি সকল রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যার ফলে তিনি সমগ্র বিশ্বের কাছে কথা বলার যৌক্তিকতা রাখেন।

কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাসী আমরা। আমরা বিশ্বাস করি যে, পোপ এমন একজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বর দ্বারা আহূত, তাঁর দ্বারা মনোনীত এবং বিশ্বের মধ্যে মিশনকাজে তাঁর দ্বারা প্রেরিত। পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন প্রধান ধর্মগুরু, আবার একই সময়ে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে। এভাবেই তিনি মানুষের কাছে অভিহিত হয়েছিলেন। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিসের বাংলাদেশ সফরের সমাপ্তিতে একটি সংবাদপত্র উক্তি করেছিল: "আধ্যাত্মিকতা বলতে কী বুঝায় পোপ ফ্রান্সিস আমাদের কাছে তা দেখিয়ে গেলেন।" কথাটি কিন্তু অন্য ধর্মের মানুষের সর্বজনীন উক্তি।

ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যারা তারা সাধারণত হয়ে ওঠেন সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন। অর্থাৎ তারা নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠির মধ্যে সীমিত থাকেন না, সবার সাথে সংলাপ ও সম্পর্ক, সকলার সাথে শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধন অনুভব করেন। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নিজস্ব ধর্মকে ভর করে এমন ঊর্ধ-শেখড়ে চলে যান সেখানে সবাই তার ভাইবোন, সকলে তার আপনজন। এ ভাবেই পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বমানুষের হৃদয় জয় করেছেন।

২ ॥ আশাময় ধরিত্রী নির্মাণে মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা ও প্রেরণা

আজকের প্রতিপাদ্য বিষয়টি হচ্ছে "আশাময় ধরিত্রী নির্মানে মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা ও প্রেরণা"। "মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব" সম্বন্ধে পোপ ফ্রান্সিসের যে ধারণা ও প্রেরণা তা খ্রিস্টবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। অতএব এই খ্রিস্টবিশ্বাস সম্পর্কে সম্যক কিছু ধারণা তুলে নিম্নে তুলে ধরিঃ

ঈশ্বর, পৃথিবী ও মানবসমাজ সম্পর্কে খ্রিস্টবিশ্বাস

প্রথমত, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এক। তিনি সমস্ত জগত ও সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তিনি পালনকর্তা এবং তিনি উদ্ধারকর্তা। ঈশ্বরের প্রেরিতজন হিসেবে সৃষ্টিঃ অর্থাৎ মানব ও ধরিত্রী রক্ষা, তা পালন ও তত্ত্বাবধান করা, এবং পতিত মানব-জাতিকে অধর্ম থেকে উদ্ধার করা পোপের দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করেছেন। আমরাও সবাই সেই একই দায়িত্বের অংশীজনঃ মানুষ ও ধরিত্রীকে রক্ষা করব, পালন ও তত্ত্বাবধান করব এবং পতিত মানবসমাজকে উদ্ধার করব। ঈশ্বর এক এবং আমাদের দায়িত্বও এক।

দ্বিতীয়ত, সৃষ্টির সেরা মনুষ্য-জগত একটি পরিবার স্বরূপ, যাকে আমরা বলি মানব-পরিবার। মানব-পরিবারের সকলেই আমরা ভাইবোন। এই বিষয়টি তাঁর বিশ্বজনীনপত্র "ফ্রাতেল্লি তুত্তি", "ভ্রাতৃ-সকল"-এর মধ্যে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

তৃতীয়ত, আমাদের এই পৃথিবী/ধরিত্রী হচ্ছে মানব-পরিবারের "সর্বসাধারণের একটি বসতবাড়ি"; আমাদের বসত-বাড়িটাকে রক্ষা করা, ভালবাসা ও যত্ন নেওয়া সকল মানুষের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে বিশ্বজনীনপত্র "লাউদাতো সি" দলিলে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন বর্তমান জলবায়ূ পরিবর্তন ও তার কুফলের জন্য মানুষ দায়ী; এটা তার অনৈতিক জীবনেরই ফল; স্বার্থপরতার জন্য ধরিত্রী ও তার সামগ্রী ব্যবহৃত বা অপব্যবহৃত হচ্ছে। যার ফলে হয়েছে জলবায়ূর পরিবর্তন। সর্বস্তরে দেখা যাচ্ছে পরিবেশ দূষণঃ বায়ূ দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, মাটি দূষণ, খাদ্য দূষণ, আরও কত দূষণ।

প্রাকৃতিক দূষণের চাইতেও আরও একটি মারত্মক দূষণ চলছে, যার উৎস অন্তর-গভীরে এবং যা সর্বগ্রাসী। আমরা এই দূষণকে **"মানবিকতার দূষণ"** বলতে পারি। এই দূষণের ফলে মানুষ নিজেকে নিজে চিনে না, কোত্থেকে সে এসেছে সেই উৎস অনুসন্ধান করে না, কেন এই জগতে মানুষ আছে সে প্রশ্ন করে না, কোথায় মানুষ যাবে সেই প্রশ্নে প্রতি মানুষ উদাসীন। মানুষ মানুষকে মর্যাদা দিচ্ছেনা, অন্যের অধিকার স্বীকার করছে না, স্বার্থপরতায় পরার্থপরতার জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে। একদিকে আছে মূল্যবোধের অবক্ষয় আবার অন্যদিকে আছে অগ্রাধিকারশূন্য মূল্যবোধ। মানুষের ভোগ-বিলাস, প্রতিযোগিতা, অর্থলিপ্সা, পদলিপ্সা, অনেকে বলে "অর্থ যেখানে দ্বন্দ্ব সেখানে", প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা, "ছুড়ে ফেলার সংস্কৃতি" ইত্যাদি মানুষের মানবিকতার দূষণ। এর জন্য মানুষই দায়ী। তাই সবকিছুকে "মানবিককরণ"-এর জন্য পোপ ফ্রান্সিস অনবরত আহ্বান জানিয়েছেন।

আফসোস করে পোপ ফ্রান্সিস কয়েকটি উক্তি করেছেনঃ "ধরিত্রীটাকে তোমারা গলা টিপে মেরে ফেলছ"; তিনি বলেন, "ধরিত্রীর আর্তনাদ তোমরা শুনতে পারছ না?" প্রশ্ন করেছেন তিনিঃ "কোন ধরনের পৃথিবী তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাবে?" তাই পোপ মহোদয়ের উদাত্ত আহ্বানঃ "মন ফেরাও", দুষণমুক্ত প্রকৃতি ও মানবিকতা গড়ে তোল, এবং "লাইফ-স্টাইল" পরিবর্তন কর।

চতুর্থত, মানবজগত ও মানবপরিবারের প্রধান নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছেঃ বিশ্বে "মানব-ভ্রাতৃত্ব" গড়ে তোলা; "মানব-ভ্রাতৃত্ব" হচ্ছে মানুষের সামাজিক ও জাগতিক জীবনের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, প্রধান চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড।

অন্তর্ভূক্তিবোধ বা অন্তর্ভূক্তিকরণ: মানুষের মধ্যে আশা সঞ্চার করে

পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষা অনুসারে মানবসমাজকে যদি পরিবার রূপে গড়ে তুলতে হয় এবং সেই সমাজে যদি মানব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে সকল চিন্তাভাবনা ও কার্যক্রমের জন্য একটি নীতি অনুসরণ করতে হবে। সেই নীতি হচ্ছে **অন্তর্ভূক্তিবোধ বা অন্তর্ভূক্তিকরণ,** অর্থাৎ সবাইকে সম্পৃক্ত করা, কাউকে বাদ নয়, বিচ্ছিন্নতা নয় বরং মিলন-সৃষ্টি করা । এই নীতির মধ্যে নিহিত পোপ ফ্রান্সিসের কয়েকটি ধারণা নিম্নে তুলে ধরা হল:

ধর্ম, দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, কৃষ্টি, শ্রেণি, বর্ণ, সংস্থা-প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সীমানা বা প্রাচীর বা দেয়াল গড়া নয়, বরঞ্চ সবার মধ্যে যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা। ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা সকল বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতা হ্রাস করা একান্ত জরুরী।

যুদ্ধ-সংঘর্ষ মানব-পরিবারের সম্পর্ক ও মানব-ভ্রাতৃত্ব নস্যাৎ করে দেয়। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন ইতিমধ্যে খন্ডাকারে তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশেষ করে গাজা, ইউক্রেন, মিয়ানমার, সাপ্রতিক আমাদের দেশের সকল পায়তারা এবং মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় দেশের শান্তির জন্য তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে গেছেন। এ প্রসঙ্গে ইস্রায়েল-ইরানের যুদ্ধ বিষয়ে পোপ চতুর্দশ লিও'র উদ্বিগ্নতা এবং শান্তি ও সমঝোতার আহ্বান উল্লেখ করতে হয়।

মাঝে মাঝে পোপ ফ্রান্সিসকে বলা হয় "পেরিফারীর বা প্রান্তিক-জগতের পোপ"। এই পরিচয়ের দ্বারা মানুষের মধ্যে আশা সঞ্চারিত হয়েছে। যারা দূরের তাদেরকে তিনি কাছে নিয়ে এসেছেন, কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রান্তিক দেশ ও প্রান্তিক মানুষের কাছে গিয়ে তিনি উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। যেমন: যারা ক্ষুদ্র ও দরিদ্র, শরণার্থী ও অভিবাসী, আদিম, আদিবাসী, উদবাস্তু, অসুস্থ, পথের মানুষ, প্রতিবন্ধী তাদের প্রতি মনোযোগ; তাদের সাথে একাত্মতা স্বীকার। এ কারণে পোপ ফ্রান্সিস "দরিদ্রদের পোপ" বলেও আখ্যায়িত হয়েছেন। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দীনমানুষের প্রতি ভালবাসা ব্যক্ত করেছেন ও তাদের অধিকারে পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য এবং এভাবেই ছিল মঙ্গলসমাচার প্রচার করার ব্যতিক্রমী পন্থা।

শিশু-কিশোর-যুবদের তাদের প্রতি সর্বদা তিনি মনোযোগ দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে, তাদের সঙ্গে থাকতে, তাদের কাছে তাঁর ভালবাসা ব্যক্ত করতে তিনি সুযোগ খুজতেন; তাদের হতাশার জীবনে আশা সঞ্চার করেছেন। তাই যুবরা তার কাছে যেতে আগ্রহী ছিল, তার জীবন-প্রয়াণে তরুণরা মর্মাহত হয়েছে অনেক পরিমাণে।

যারা পাপী ("তাদের বিচার করতে আমি কে?") ও অপরাধী (কয়েদীদের ভালবাসা ও পা ধুইয়ে সেবা করা), যারা সমাজে পরিত্যাক্ত বা চ্যুত, যারা অন্যায়ের শিকার (বিশেষ করে শিশু কিশোর ও নাবালক) তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলছেন; যারা ভালবাসা পায় না তাদেরকে ভালবাসাই ছিল একমাত্র পরিত্রাণের পথ। এভাবে পোপ ফ্রান্সিস মানবিক ভ্রাতৃত্ব জোরদার করেছেন মানবপরিবারে। পোপ ফ্রান্সিসের অন্তর্ভুক্তিবোধের উপর অগ্রাধিকার মানুষকে আশান্বিত করেছে। বিশ্বের জনগণই তার সাক্ষ্য দিয়েছে।

মানব-পরিবার ও ভ্রাতৃত্ব গঠনে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক ও সম্প্রীতি

পোপ ফ্রান্সিস তার কার্যকালে ৪৭ টি দেশে সফর করেছেন এবং সব দেশে তিনি অন্য ধর্মের নেতৃবৃন্ধ ও সাধারণ মানুষের সাথে সাক্ষাৎ, আলোচনা, সভা বা প্রার্থনায় মিলিত হয়েছেন। সফরের অন্যতম উদ্দেশ্যে সব ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষের মধ্যে মানবিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা। এশিয়ার এগারোটি দেশে তিনি সফর করেছেন তার মধ্যে রয়েছে: বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, দক্ষিন কোরিয়া, ফিলিপাইন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, মঙ্গোলিয়া, শ্রীলংকা প্রমুখ। মধ্যপ্রাচ্য: সংযুক্ত আরব-আমিরাত – আবুধাবি, যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরাক (ঝুঁকিপূর্ণ),

প্যালেস্টাইন, ইস্রায়েল, লেবানন, ইত্যদি দেশে সাক্ষাৎ ও সফর করেছেন যেখানে বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও একসঙ্গে প্রার্থনা এবং কোনো কোনে দেশে চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ছিল পোপ ফ্রান্সিসের রাষ্ট্রীয় ও পালকীয় সফর। সফরের উদ্দেশ্য ছিল: "শান্তি ও সম্প্রীতি"। "মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব" সম্পর্কে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে সেই সফরের একটি ঘটনা তুলে ধরি।

আয়োজিত আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের শেষাঙ্কে পোপ মহোদয়ের একক পরিচালনায়, অপরিকল্পিতভাবে মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন; রোহিঙ্গাদের করুণকাহিনী তিনি শুনেছেন, নিরাপত্তা কর্মীদের বলেছেন: "তাদের কথা বলতে বাধা দিওনা, তাদের শ্রদ্ধা কর"; বিশ্ববাসীর কাছে উক্তি করে বলেছেন: "আজ রোহিঙ্গারা ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রকাশ করছে"; আবার বললেন: "যারা তোমাদের নির্যাতনের কারণ হয়েছে তাদের হয়ে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি"; আরও তিনি বলেন: "বাংলাদেশ যেমন হৃদয়-দ্বার খুলে তোমাদের গ্রহণ করেছে, তোমরাও আমাদেরকে গ্রহণ করো"। সতেরোজন ব্যক্তির কথা শোনার পর পোপ ফ্রান্সিস নিজেই রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে একজন ইমামকে বিশ্বমানবের সকলের জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান জানালেন। পোপ রোহিঙ্গাদের কথা শুনে ব্যাথিত হয়েছিলেন, সেই দিন তিনি রাতে আর আহার করতে পারেননি। সোসাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে রোহিঙ্গাদের আর্তনাদ সম্প্রচারিত হল এবং মানব-ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে কতদেশ তাদের মানবিক প্রয়োজন মেটাতে পরবর্তীতে এগিয়ে এল।

পোপ ফ্রান্সিসের দেওয়া অর্থসাহাজ্যে বাংলাদেশের বিশপগণ বিগত ৭ বছর ধরে কারিতাসের একটি কর্মসূচির মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের পাশে থেকে কাজ করে আসছে আজোবধি। এখানে উল্লেখ করতে দ্বিধা নেই যে একজন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান পোপ মহোদয়কে আট কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন চার্চের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের যেন সাহায্য করা হয় – অভাবনীয় নিদর্শন।

মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা ও গঠন

আবুধাবির রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বে, ২০১৯ খ্রি. কায়রোর আলহাজার বিশ্ববিদ্যালদের গ্রান্ড ইমামের সাথে পোপ ফ্রান্সিস একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে "মানব-ভ্রাতৃত্ব" এবং তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রয়েছে ১১টি দফা।

পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা অনুসারে মানুষের শিক্ষা ও গঠন হবে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতিতে, শিক্ষার লক্ষ্য "মানব-ভ্রাতৃত্ব"; আর শিক্ষাপদ্ধতি হবে ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষের সাথে সংলাপ, সম্পর্ক ও সম্প্রীতি।

সকলার কাছে একটি সনির্বন্ধন আবেদন পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানবসমাজকে যেন সর্বদা একটি পরিবার হিসেবে গণ্য করি, পৃথিবী বা ধরিত্রীকে আপন বসতবাড়ী হিসেবে বিবেচনা করি এবং প্রত্যেক মানবব্যক্তিকে মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করে তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে, পরিবারের ভাইবোন হিসেবে জ্ঞান ক'রে, একটি মানব-পরিবার ও মানবিক ভ্রাতৃত্বে গড়ে উঠি শিক্ষা ও গঠনের মাধ্যমে।

মণ্ডলীর আইন অনুসারে একটি খ্রিস্টান সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মন্ডলীর সামাজিক শিক্ষা সম্বন্ধে চলমান গঠন ও প্রশিক্ষণ দেওয়া। আমার বাসনা থাকবে এখানে উপস্থিত, যারা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, পরিচালক ও নির্বাহীকর্মী হিসেবে সংশ্লিষ্ট তাদের আপন আপন প্রতিষ্ঠানে মন্ডলীর সামাজিক শিক্ষা বিষয়ে নিয়মিত গঠনের যেন ব্যবস্থা থাকে।

পোপ লিও বর্তমান “কৃত্রিম বুদ্ধিমতা” ও অন্যান্য শিল্প উন্নয়নের (ডিজিটাল, প্রযুক্তির উন্নয়ন) বিপ্লবের প্রেক্ষিতে কাথলিক সামাজিক শিক্ষার তিনটি মূল্যবোধের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন: শান্তি, ন্যায্যতা এবং সততা। সর্বজনের মধ্যে এটাই আমাদের মিশনকর্ম – মঙ্গলসমাচার ঘোষণা।

সমাপ্তিতে স্মরণ করি যে, আমরা জুবিলী-২০২৫ খ্রি. পুণ্যবর্ষ হিসেবে পালন করছি। এই মহান জুবিলী বর্ষে পোপ ফ্রান্সিসের রচিত “প্রকৃতি ও পরিবেশ” এবং “মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব” বিষয়ক কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং বর্তমান পোপ চতুর্দশ লিও'র নির্দেশনা অনুসারে পুণ্যবর্ষটি সামাজিক ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণভাবে পালন করি। এই জুবিলীবর্ষের মূলভাব হচ্ছে: “আশার তীর্থযাত্রী আমরা”। আমরা এ জগতে তীর্থযাত্রী; আশাহীন হয়ে আমরা তীর্থযাত্রা করছি না। ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রী আমরা। সাধু পলের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন: “আশা তোমাদের ছলনা করবে না”। এই বিশ্বাসে আমরা ভালবাসায় সকলের সাথে একসঙ্গে পথ চলি।

সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশন কর্তক আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রদত্ত বক্তব্য, সিবিসিবি সেন্টার, ঢাকা, ২৭/০৬/২০২৫ খ্রি.

পুণ্য জুবিলী-২০২৫ বর্ষে
পরিবারের জুবিলী উদযাপন

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

ধর্মোপদেশ:
জুবিলী বর্ষে পারিবারিক জীবনের জুবিলী উদযাপন করার অর্থ কী? আমি যাজক হিসেবে তোমাদেরকে এই জুবিলী উৎসবে কীভাবে দেখছি? এ বিষয়ে আমার অনুভূতি কী তা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। প্রথমেই জুবিলী বর্ষে তোমরা যারা খ্রিস্টীয় পরিবারে আছ, তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাই। মন্ডলীর আদি-গোড়া-ভিত্ হয়ে, অন্য কথায় গৃহ-মন্ডলী হয়ে তোমার পারিবারিক জীবন যাপন করছ। তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। তোমাদেরকে সাধুবাদ জানাই কেননা তোমরা ঘরে ঘরে মন্ডলী আছ বলে বৃহত্তর পরিসরে মন্ডলী অবস্থান করছে। তোমাদের জন্য মন্ডলী গর্বিত ও মহিমান্বিত।

(১) পরিবারের জুবিলী হচ্ছে জীবনের পরিচয় উদযাপন। এই উদযাপনের মধ্য দিয়ে তোমরা তোমাদের পরিচয়ের গভীরে যাচ্ছ, নিজস্ব পরিচয় সম্বন্ধে আরও জ্ঞান লাভ করছ, আরও শিক্ষা গ্রহণ করছ, আরও সচেতন হচ্ছ। আজকের সকাল বেলার সকল শুভেচ্ছাবাণী ও বক্তব্যের মাধ্যমে সেটাই তো প্রকাশ পেয়েছে।

যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী হিসেবে, তোমাদের জীবনের আহ্বান, তোমাদের জীবনের পরিচিতি জেনে ও ধ্যান করে আমরাও আমাদের জীবনের মর্যাদা আরও গভীর ভাবে অনুভব করি এবং তোমাদের জীবনাহ্বানের সেবাকাজে আরও কর্তব্যনিষ্ঠা জাগ্রত হয়। আমিও আমার জীবনের পরিচয় উদযাপন করি। কেননা মন্ডলীতে আমরা সবাই এক – যদিও আমাদের প্রত্যেকের ভূমিকা ভিন্ন।

(২) পরিবারের জুবিলী উদযাপন হচ্ছে একটি স্মরণোৎসব: তোমরা স্মরণ করছো: প্রাক-বিবাহের পরিণয়, বিবাহ-সংস্কার গ্রহণ, বিবাহ-উৎসব, স্বামী-স্ত্রী রূপে দাম্পত্য জীবন, পরিবারের পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যদের সাথে সম্পর্ক ও জীবনযাত্রা; স্মরণ করছো তোমাদের বিগত দিনগুলোর ইতিহাস, যা খ্রিস্টীয় পরিবারের ইতিহাস। পরিবারের মধ্যে যাকিছু অখ্রিস্টীয়: পাপ, পতন, বিফলতা, ব্যার্থতা – তাও কিন্তু খ্রিস্টীয় পরিবারের ইতিহাসের অংশ; সেখান থেকে তোমরা অনেকে বেরিয়ে এসেছো, বেরিয়ে আসতে চাও, ভবিষ্যতে আরও সুন্দর হওয়ার প্রত্যাশা করছ, ইত্যাদি। যজ্ঞ-উৎসর্গ হচ্ছে তোমাদের বিবাহিত জীবনের সর্ব্বোত্তম স্মরণোৎসব।

আমি যাজক হিসেবে প্রভুর স্মরণোৎসবের সাথে তোমাদের স্মরণোৎসব মিলিয়ে দিয়ে যজ্ঞ নিবেদন করি; আজ শুধু নয়, সব খ্রিস্টযাগে তাই আমরা করে থাকি।

(৩) পরিবারের জুবিলী উদযাপন হচ্ছে কৃতজ্ঞতা: তোমাদের জীবনের সকল সফলতার জন্য প্রভুর প্রশংসা করছ, তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছ, তাঁর কাছে তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ। তোমাদের বিবাহিত জীবনে জীবনভর তোমরা যাচিত অথবা অযাচিত কত ভালবাসা, কত অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করেছো।

আমরাও মন্ডলীর যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী হয়ে ঈশ্বরকে এবং তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তোমরা নিজেরা যে আহ্বান পেয়েছো সেখান থেকেই তো আমাদের আহ্বানের উৎস। আমরা কত আশাভরে তোমাদের দিকে চেয়ে থাকি, প্রার্থনা করি, এবং প্রতীক্ষায় থাকি তোমাদের কোন কোন সন্তান-সন্ততি আমাদের মতো জীবন আহ্বান বেছে নেবে।

(৪) পরিবারের জুবিলী উদযাপন হচ্ছে অনুতাপ: তোমরা তোমাদের জুবিলী পালন করতে গিয়ে অবশ্যই তোমার স্মরণ হবে অনেক ব্যর্থতা, বিফলতা, অপারগতা ও পাপ-অপরাধ। পাপের জন্য অনুতাপ করা কিন্তু ধার্মিকতার প্রথম ধাপ এবং পারিবারিক জীবনে সাধুতার অনুগ্রহ লাভের এক বিশেষ মুহূর্ত।

আমরা যাজক হিসেবেও অনুভব করি আমাদের কতো বিফলতা, আমাদের সেবাকর্মের সীমাবদ্ধতা। তোমাদের দুর্বলতা আমাদেরকে তোমাদের সাথে এক করে, মিলন করে। যিশুর ক্ষমা তোমাদের অন্তরে পৌছে দিয়ে আমরাও অনুভব করি ক্ষমাদান ও ক্ষমা-পাওয়ার আনন্দ।

(৫) পরিবারের জুবিলী উদযাপন হচ্ছে নতুন আশার জাগরণ: জুবিলী উদযাপনে তোমাদের অন্তরে নতুন আশা জেগে উঠবে। তীর্থযাত্রী তোমরা, অতীতে আশা নিয়ে পথ চলেছো তোমরা। সাধু পলের কথা অনুসারে "আশা তোমাদেরকে প্রতারণা করেনি"; বর্তমানে তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের বর্তমান, তোমরা যে মন্ডলীতে বিরাজমান আছ, সেটা তো তোমাদের অতীতের আশার ফল, আশার সার্থকতা, আশার সাক্ষ্যদান। তোমরাও আশাভরে ঈশ্বরের নিকট পুনরায় অঙ্গীকার করবে ভবিষ্যতের জন্য।

আমরা তোমাদের নবপ্রেরণা, নবচেতনা, নব-উদ্যোগ দেখে যাজক হিসেবে আমারাও আশান্বিত। যথাযোগ্যভাবে তোমাদের সেবা করার নতুন আশা আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়।

জুবিলীর দিনে তোমাদের জন্য ঈশ্বর যে কথা বলেন তা আমরা দুটো শাস্ত্রপাঠে শুনেছি: ১ম করি ১৩:১-১৩; যোহন ১৭: ২০-২৬। বর্তমান পোপ লিও মন্ডলীর কাছে দুটো বিষয় গুরুত্ব দিয়ে পরিবারের জন্য বাণী রেখে যাচ্ছেন। সেই দুটো বিষয় আজ শাস্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে: **ভালবাসা** ও **একতা**।

ভালবাসা: প্রথম পাঠে সাধু পলের লেখা থেকে একটি প্রেমের বা ভালবাসার কবিতা শুনলাম। এই কবিতা গোটা মন্ডলীর প্রেমগীতি, এটা পরিবার বা তোমরা যারা গৃহ-মন্ডলী হিসেবে আছ তোমাদের জন্য নিত্যদিনের প্রেমগান। তোমাদের বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের মাপকাঠি হচ্ছে ভালবাসা। ভালবাসা ছাড়া সবকিছুই বাহ্যিক, ঢংঢঙানি ও ঝনঝনানি মাত্র। ভালবাসা সহিষ্ণু, কোমল; ভালবাসায় ঈর্ষা নেই, অহংকার নেই, রুক্ষ ব্যবহার নেই, স্বার্থচিন্তা নেই, বদমেজাজ নেই; ভালবাসা বিচার করে না, অধর্মতায় আনন্দ করে না, সককিছু ক্ষমা করে। ভালবাসার মধ্যে আছে সীমাহীন বিশ্বাস, সীমাহীন আশা ও সীমাহীন ধৈর্য। ভালভাসার মৃত্যু নেই, ভালবাসাই ভালবাসাকে মরতে দেয় না। তোমরা বিশ্বাস করো, তোমাদের মধ্যে এই ভালবাসা আছে, তাই তোমরা পরিবাররূপে আছ। যদি ভালবাসার অভাব অনুভব হয় তা হলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসার জন্য আশা জাগ্রত হবে।

একতা: তোমরা বিশ্বাস করো যে, তোমাদের বিবাহতি ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে একতা আছে। তোমাদের পারিবারিক একতার মধ্য দিয়ে তোমরা পবিত্র ত্রিত্বের ঐক্য প্রকাশ করে থাক। তিনে মিলে এক, দুয়ে মিলে এক, পিতা, মাতা ও সন্তান মিলে এক – অনর্থক বা অর্থহীন কথাবার্তা নয়। পরিবারের প্রিয়জনেরা, তোমরা তোমাদের জীবনের শক্তি কোথা থেকে পাও? আজকের মঙ্গলসমাচারে সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে: মহাযাজক যিশু তোমাদের জন্য প্রার্থনা করেন; তোমাদের জন্য তাঁর যাজকীয় প্রার্থনা হচ্ছে: "তারা যেন এক হয়"। এটাই তোমাদের শক্তি। জীবনকে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করে তিনি সেই প্রার্থনা করেন। তোমরা তোমাদের বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের একতা দিয়ে যিশুর মহিমা ও তাঁর গৌরব প্রকাশ করছ।

পিতা তোমাদের ভালবাসেন, পুত্রের অনুগ্রহ তোমাদের মধ্যে আছে এবং পবিত্র আত্মায় তোমরা অভিষিক্ত, অধিষ্ঠিত ও প্রেরিত। তাই তোমাদের মধ্য দিয়ে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার জয় হোক। পরিবার হিসেবে তোমরাও মহিমান্বিত। তোমাদের মহিমায় গোটা মন্ডলীও মহিমান্বিত। আমেন ॥

ঢাকা মহানগরীর আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত "পরিবারের জুবিলী উদযাপন" তেজগাও ধর্মপল্লী, ঢাকা জুলাই ১১, ২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠানের খ্রিস্টযাগে প্রদত্ত ধর্মোপদেশ।

Platinum Jubilee Message

The Platinum Jubilee Celebration of the Holy Cross College arouses three feelings and sentiments in the minds and hearts of those who are integral part of this renowned institution,. Firstly, sentiments of thanking and praising for all blessings and achievements, for the friendship and relations; Secondly, silent sentiments of humility because of our limitations and shortcomings; thirdly, sentiments of dreaming for new Vision and Commitment. These sentiments are real values and I share the same sentiments in communion with you all.
Seventy five years ago what a great vision the Catholic Church and the Holy Cross Sisters had in order to launch into a new avenue of women education and participation in building nation and human society. During the celebrations we will witness long litany of achievements, successes, contributions, great personalities of teachers and students, rejoicing in speaking, singing and dancing, shedding tears of joy with sweet memories of loving and heartfelt touches of events, places and persons. Thanks and Congratulations for all achievements.
It will be hard, but not miss altogether, the silence speaking loudly from unheard voices of the things that was dreamt but not made visible, values cherished so much but not achieved, closeness of minds and hearts of some who could not merit their best, the poverty of so many sorts deprived some who are unknown. Such feeling is our humility which accompanies our celebrations. Thanks and Congratulations for the humility.
Finally, we do not want to conclude our celebrations with blind eyes which do not see a new dream for the future; we do not want to leave the celebration without vision and commitment to accept, treat, love and care each and every one as brother and sister of a Family created by God and thus build a society of love and harmony. Thanks and Congratulations for dreaming to build "Human Fraternity" with committed endeavor in the days to come.
In fine, I convey my most sincere thanks and appreciation to the Principal, her colleagues of teachers and the staff, to the members of the Governing Body, to our respectable Alumni, to the parents and guardians and to our most loving students. God bless you all.

Cardinal Patrick D'Rozario, C.S.C.
Archbishop Emeritus of Dhaka

খ্রিস্টান কনফারেন্স – ২০২৫

সিবিসিবি সেন্টার, ঢাকা, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

খ্রিস্টান বিশ্বাস এবং নিসীয় খ্রিস্টবিশ্বাসমন্ত্র

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

প্রথমে আমি ইউএফসিবি-এর কর্মকর্তাদের অনেক সাধুবাদসহ কৃতজ্ঞতা জানাই যে, "খ্রিস্টান বিশ্বাস এবং নিসীয় খ্রিস্টবিশ্বাস" বিষয়টি আজকের সর্বমন্ডলীর খ্রিস্টান কনফারেন্সের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। আমি প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি যে, আমি ডগম্যাটিক থিওলজিয়ান নই। আমার শিক্ষা মূলত খ্রিস্টান নৈতিক বিষয় সম্পর্কে। আরও একটি বিষয়ে আমি আমার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিচ্ছি যে, এখানে উপস্থিত সকল মণ্ডলীর মধ্যে আলোচ্য বিষয়ের প্রচলিত শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের সাথে আমি তেমন পরিচিত নই। আলোচ্য বিষয়টি খ্রিস্টান বিশ্বাসসম্পর্কিত হওয়ায় এবং এই বিশ্বাসই আমার প্রচারকাজের যৌক্তিকতার ভিত্তি হওয়ায়, আমার জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার ভরসা পাচ্ছি।

(১) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের/খ্রিস্টবিশ্বাসসূত্রের গুরুত্ব

মণ্ডলীর খ্রিস্টবিশ্বাস ও মিশনকাজের মূল ভিত্তি হিসেবে রয়েছে নিসীয় খ্রিস্টবিশ্বাসমন্ত্র বা খ্রিস্টবিশ্বাসসূত্র। এ কারণে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র বিষয়ে আলোচনা করার গুরুত্ব বিশেষ করে নিম্নোক্ত কারণে:

(ক) প্রথমত, এ বছরটিতে ***খ্রিস্টের আগমনের ২০২৫ বছরের জুবিলী*** পালিত হচ্ছে। খ্রিস্টের বিশ্বাসী হিসেবে রোমান কাথলিক মণ্ডলীতে বছরটি পুণ্যবর্ষরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এই বর্ষে ধর্মবিশ্বাসের জয়ন্তী পালন পুণ্যবর্ষের অন্যতম একটি প্রধান কর্মসূচী হিসেবে রয়েছে। তাই বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে তিনটি খ্রিস্টান মাণ্ডলিক জোট-সংগঠনের কয়েকজন যোগদানকারী, আমরা একত্রে বিশ্বাসমন্ত্র আলোচনা ও ধ্যান করে মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের জুবিলী উদযাপন করছি।

(খ) দ্বিতয়ত, এই জুবিলী বর্ষেই আবার স্মরণ করা হচ্ছে ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত মণ্ডলীর প্রথম নিসীয় ইকিউমেনিকাল ("oikoumene") মহাসভা, যার ***১৭০০তম বর্ষ পূর্তি*** এ বছর স্মরণ করা হচ্ছে। উক্ত সভায় বিশ্বজনীন খ্রিস্টান বিশ্বাসমন্ত্র সংজ্ঞায়িত হয়েছিল, খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাস নীতিসমূহ প্রণীত হয়েছিল এবং একটি বিশ্বাস-ভাণ্ডারে সংগৃহীত করা হয়েছিল। রোমের বিশপের সভাপতিত্বে, বিশ্বের তৎকালীন সকল বিশপদের নিয়ে (প্রায় ৩০০ বিশপ) ইকিউমেনিকাল মহাসভাটি কাথলিক (বিশ্বজনীন) মণ্ডলীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

(গ) তৃতীয়ত, নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র হচ্ছে খ্রিস্ট সম্বন্ধে মণ্ডলীর বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকারোক্তি। বিশ্বাসের এই স্বীকারোক্তি পবিত্র ত্রিত্ব এবং যিশুর ঈশ্বরত্বের উপর বিশ্বাস-সম্বলিত। নিসীয় খ্রিস্টবিশ্বাসমন্ত্র আমাদের খ্রিস্টান বিশ্বাসের ***"পরিচয়পত্র"*** বলে বিবেচিত। এই বিশ্বাসমন্ত্রে পবিত্র ত্রিত্ব, যিশু খ্রিস্ট, যিনি ঈশ্বর ও মানুষ, এবং তাঁর মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ, প্রভৃতি বিষয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসনীতির সার-সংক্ষেপ এই বিশ্বাস-ভান্ডারে রক্ষিত হয়েছে। নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সমস্ত খ্রিস্টান মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্যের চিহ্ন। নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। এই একই বিশ্বাসে গঠিত হওয়া প্রত্যেক খ্রিস্টানের দায়িত্ব।

(ঘ) বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টাকে ঐশতাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে আরও গভীরতা প্রদানের প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করছেন। এ বাসনাটি বলতে হবে আমাদের পরিপক্কতারই প্রকাশ। আমাদের ***বিশ্বাসের ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে খ্রিস্টীয় ঐক্য-প্রচেষ্টাকে*** জোরদার করার জন্য আজকের আয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা বিভিন্ন মন্ডলীকে একত্রিত করবে এবং বিশ্বাসীবর্গকে অনুপ্রাণিত করবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য; এভাবে খ্রিস্টীয় ঐক্য স্থাপনে এবং চার্চের মিশনকে আরও জোরদার করবে। নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের বার্ষিকী উদযাপন "একসঙ্গে চলার" গুরুত্ব আরোপ করবে এবং মঙ্গলসমাচার অনুসারে জীবনযাপন করার প্রতি একনিষ্ঠতার আহ্বান জানাবে।

(২) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের বার্ষিকীতে ঐশতত্ত্ব বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের অধ্যয়ন ও দলিল:

আজকে নিসীয় বিশ্বাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা স্মরণ করি, নিসীয় মহাসভার বার্ষিকী উপলক্ষে পোপের ***"আন্তর্জাতিক ঐশতাত্ত্বিক কমিশন"*** নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র নিয়ে একটি অধ্যয়ন-সভা আয়োজন করেছিল এবং তার পরিসমাপ্তিতে একটি দলিলও প্রকাশ করা হয়েছে। দলিলটির নাম: "যিশু খ্রিস্ট, ঈশ্বরের পুত্র, ত্রাণকর্তা: মণ্ডলীর নিসীও ইকিউমেনিকাল মহাসভার ১৭০০ বছর পূর্তি"। প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস মৃত্যুর পূর্বে এই দলিলটিকে অনুমোদন করে গেছেন।

ইতিহাসে নিসীয় বিশ্বজনীন মহাসভা একটি ***ঐতিহাসিক মহাসভা*** ছিল। তৎকালীন সময়ে বিদ্যমান নানা ভ্রান্ত মতবাদের প্রেক্ষাপটে বিশ্বের বিশপগণ প্রথমবারের মতো ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান বিশ্বাসমন্ত্র নির্ধারণ করেছিলেন, তাঁরা সকল বিশ্বাসকে একত্রিত করেছিলেন, বিশ্বাসের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছিলেন এবং যিশু খ্রিস্টকে মুক্তিদাতা হিসেবে, এবং পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঐক্যে এক-ঈশ্বরে বিশ্বাসকে ঘোষণা করেছিলেন।

৩৮১ খ্রিস্টাব্দে কনস্তান্তিনোপল মহাসভা কর্তৃক পরিশোধিত হয়ে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র মণ্ডলীর পরিচয়পত্র এবং মণ্ডলীর বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হতে থাকে। নিসীয় মহাসভায় খ্রিস্টবিশ্বাসকে শুধু সুনির্দিষ্টই করা হয়নি, বরং ***মহাসভাটি মণ্ডলীর মধ্যে নিয়ে এসেছে ঐক্য এবং বিশ্বজনীনতা*** (ইকিউমেনিকাল অথবা বিশ্বজনীন/কাথলিক বিশেষত্ব)।

শুরু থেকেই প্রৈরিতিক খ্রিস্টমণ্ডলী সবার জন্য ***সংক্ষিপ্ত মন্ত্র-আকারে বা সূত্র-আকারে,*** বিধিসম্মত ভাবে, তার বিশ্বাস প্রকাশ ও সম্পন্ন করে আসছে (রোমীয় ১০:৯; ১ করি ১৫:৩-৫); বিশেষ করে দীক্ষা-প্রার্থীদের কথা বিবেচনা করে এ কাজটি করা হয়েছিল। তবে ধর্মবিশ্বাসের এই সংশ্লেষণ মানুষের মতামতের সাথে সঙ্গত করার উদ্দেশ্যে করা হয় নি; এ প্রসঙ্গে যেরুসালেমের সাধু সিরিল যেমন বলেন: "পবিত্র শাস্ত্র থেকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ধর্মবিশ্বাসের অভিন্ন শিক্ষারূপে প্রদান করার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল"।

খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাসমন্ত্রগুলো শুধু তাত্ত্বিক ঐশতত্ত্বই নয়; বরং খ্রিস্টবিশ্বাসের এই সংশ্লেষণ যেন খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের গভীরতা এবং খ্রিস্টান বিশ্বাসী সমাজের মধ্যে তার জীবনসাক্ষ্য যে সদা বহমান রয়েছে তা যেন খ্রিস্টবিশ্বাসীরা আরও গভীরভাবে বুঝতে পারে।

পূবেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিসীয় মহাসভায় খ্রিস্টান বিশ্বাসমন্ত্র, প্রথমবারের মতো মন্ডলীর ঐক্য ও বাণীপ্রচারের বিষয়গুলো একটি উত্তম ***সিনড-প্রক্রিয়া*** (একসঙ্গে পথচলার পদ্ধতি) অনুসরণ করে, বিশ্বজনীন বিশ্বাসমন্ত্র রূপে (ইকিইম্যানিকাল বা কাথলিক/সর্বজনীন) প্রকাশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে, একসঙ্গে পথচলা বা সিনড-প্রক্রিয়া অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর বিশ্বাসকে আরও গভীরভাবে জানার জন্য এবং মণ্ডলীর মিশন পালন করার জন্য এই প্রক্রিয়া আমাদেরকে অনেক প্রেরণা যোগাতে পারে।

বিশ্বজনীন বিশ্বাসমন্ত্র সম্পর্কে মন্ডলীর আদি পিতৃগণের একটি কথা উল্লেখ করতে চাই: "আমরা যেভাবে দীক্ষিত হই সেভাবে আমরা বিশ্বাস করি; এবং আমরা যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে আমরা প্রার্থনা করি।" সুতরাং খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে: পবিত্র ত্রিত্বের নামে আমাদের দীক্ষাস্নান বা অবগাহন, আমাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং আমাদের সমবেত প্রার্থনা ও উপাসনা।

(৩) মণ্ডলীতে খ্রিস্টবিশ্বাসমন্ত্রের দুটো স্বীকৃত ধারা

ধর্মবিশ্বাসমন্ত্রসমূহের মধ্যে খ্রিস্টমণ্ডলীর মধ্যে দু'টি বিশ্বাসোক্তি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। একটি হচ্ছে ***নিসীয়-কনস্তান্তিনোপলীয় বিশ্বাসমন্ত্র,*** যার সূচনা হয়েছিল দু'টি বিশ্বজনীন মহাসভা থেকে (৩২৫ এবং ৩৮১ খ্রিস্টাব)। আজ পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের সকল বৃহৎ খ্রিস্টমণ্ডলীগুলোতে একই ভাবে এই বিশ্বাসমন্ত্র সমাদৃত হয়ে আছে।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ***প্রেরিতদূতগণের বিশ্বাসমন্ত্র।*** এটি রোমীয় খ্রিস্টমণ্ডলীতে দীক্ষাস্নানের সময় উচ্চারিত অতি প্রাচীন বিশ্বাসোক্তি। রোমীয় খ্রিস্টমণ্ডলীতে এটি বিশেষ করে দীক্ষাস্নানের রীতিতে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

আমরা যখন খ্রিস্টে দীক্ষিত হই তখন আমরা পবিত্র ত্রিত্বে দীক্ষাস্নাত/বাপ্তাইজিত/অবগাহিত হই; আমরা পবিত্র ত্রিত্বের প্রতি বিশ্বাস রেখে আমরা দীক্ষিত হই। খ্রিস্টে দীক্ষালাভের সময় আমাদের ওপরে উচ্চারিত হয়: "আমি (নাম....) তোমাকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নাত করি"। এর অর্থ হচ্ছে ত্রিব্যক্তি পরমশ্বেরে আমরা বিশ্বাস স্বীকার করি, সেই বিশ্বাসে জীবন যাপন করি, যে-জীবন পিতা, পুত্র ও আত্মারই জীবন, সেই জীবনে আমরা প্রবেশ করি এবং খ্রিস্টবিশ্বাসী হয়ে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের মিশন সম্পন্ন করার সাধনা করি।

(৪) নিসীয় মহাসভার ঐতিহাসিক পেক্ষাপট

নিসীয় মহাসভার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসেবে বলা যায় যে, খ্রিস্টমণ্ডলীর আদিযুগে খ্রিস্টানদের মধ্যে বিশ্বাসকে বুঝতে গিয়ে, অন্যের কাছে শিক্ষা দিতে গিয়ে বহু বছর ধরে অনেক আলোচনা ও সমালোচনা করতে হয়েছে। ***ঐশতাত্ত্বিক আলোচনায়*** বিভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছিল যা ছিল অনেকবার পরস্পর-বিরোধী।

বিশ্বাস সম্বন্ধে যখন ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দল এবং তাদের অনুসারী। মণ্ডলীর আদি যুগে এক ধরনের মতামত ছিল যা যিশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেছে আবার এর বিপরীতে অন্য মতবাদ ছিল যা যিশুর মানবত্ব অস্বীকার করেছে। **পবিত্র ত্রিত্ব ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক** নিয়েও ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত আকারে তৎকালীন সময়ের সেই ***ভ্রান্তমতবাদগুলো*** তুলে ধরছি: ভ্রান্তমতবাদ হচ্ছে স্বীকৃত বিশ্বাসধারা থেকে বিচ্যুত মতবাদ। খ্রিস্টান বিশ্বাস সম্বন্ধে ভ্রান্তমতবাদ গুলো দুটো বিষয় কেন্দ্র করে উদ্ভাবিত হয়েছিল: ***পবিত্র ত্রিত্বের স্বরূপ ও সম্পর্ক বিষয়ে এবং যিশু খ্রিস্টের প্রকৃত সত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে।*** দ্বিতীয় শতাব্দিতে ***সাবেলিয়ান*** **মতবাদের** সৃষ্টি হয়। এই মতবাদ অনুসারে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা হচ্ছে একই ঈশ্বরের তিন ধরনের প্রকাশ, ভূমিকা বা পরিচয় যা এক ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। **ডসেটিজম** ভ্রান্তবাদের মূল কথা হচ্ছে যিশুর কোন মানবরূপ ছিল না। ***একদেহবাদী*** মতবাদ হচ্ছে: যিশু খ্রিস্টের মধ্যে আছে দুটো ভিন্ন প্রকৃতি কিন্তু একটি দেহে তা সংযুক্ত। ***এপোলিনারিয়ান*** মতবাদ (৩৫০): এই মতবাদ অনুসারে যিশু খ্রিস্ট প্রকৃত মানব-স্বভাবী ছিলেন না, আবার পুরোভাবে তিনি যে ঈশ্বর-স্বভাবী ছিলেন তা-ও নয়। ***এরিয়ান*** মতবাদ (২৫০-৩৩৬ খ্রি.) খুবই কঠোর ভ্রান্তবাদী মতবাদ ছিল। তারা এই মত পোষণ করেন যে, যিশু খ্রিস্ট ঈশ্বর ছিলেন না; মানুষের পরিত্রাণের জন্য তিনি ছিলেন ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের প্রেক্ষাপটে, মণ্ডলীর ঐক্য, বিশ্বাসের ঐক্য এবং সাম্রাজ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য সম্রাট কনস্তান্তাইনের আহ্বানে প্রথম নিসীয় মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রকে আবার নিসীয়-কনস্তান্তিনোপল বিশ্বাসমন্ত্র বলেও আখ্যায়িত হয়ে থাকে। ***নিসীয় ইকিউম্যানিকাল প্রথম মহাসভা*** (৩২৫ খ্রি.) এবং ***তৃতীয় ইকিউম্যানিকাল কনস্তান্তিনোপল মহাসভা*** (৩৮১ খ্রি.) দু'টির সিদ্ধান্তক্রমে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র গৃহীত হয়। ৩৮১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কনস্তান্তিনোপল মহাসভায় পবিত্র আত্মার সম্পর্কে একটি অংশ সংযোজন করা হয়। সেখানে বলা হয় যে, পিতা ও পুত্র থেকে (*Filioque*) পবিত্র আত্মা জাত হয়েছেন।

রোমান কাথলিক মন্ডলী, এ্যাংলিকান মন্ডলী, এবং বৃহত্তর প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলীগুলো নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রটি একমাত্র বিশ্বাসমন্ত্র রূপে গ্রহণ করে আসছে। আর প্রাচ্যের অর্থডক্স মন্ডলী কনস্তান্তিনোপল (৩৮১) মহাসভা কর্তৃক সংযুক্ত "পুত্র হতে জাত" (*Filioque)* বাদ দিয়ে বিশ্বাসমন্ত্রটি ব্যবহার করে আসছে।

(৫) নিসীয় মহাসভা দ্বারা নির্ধারিত বিশ্বাসোক্তিসমূহ

পবিত্র ত্রিত্বে হচ্ছে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস: পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বরে বিশ্বাস।

(ক) পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস

<u>বিশ্বাসমন্ত্র - ১:</u> এক পরমেশ্বর, সর্বশক্তিমান পিতা, স্বর্গ ও মর্ত
এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য বিশ্বমন্ডলের সৃষ্টিকর্তায় আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা

বিশ্বাসের মর্মার্থ: (বাইবেলের শিক্ষানুযায়ী)

- এক ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি (২বিবরণ ৬:৪-৫; ফিলিপ্পীয় ২:১০-১১; মার্ক ১২:২৯-৩০, ৩৫-৩৭)
- ঈশ্বর তাঁর নাম প্রকাশ করেন (ফিলিপ্পীয় ২: ১০-১১) (ক) তিনি জীবনময় ঈশ্বর (যাত্রা ৩: ৬: {ইতিহাসের ঈশ্বর}), (খ) "আমি সেই আমি যিনি আছেন" (যাত্রা ৩:১৩-১৫); (গ) দয়ালু ও কৃপাময় ঈশ্বর, (ঘ) একমাত্র ঈশ্বর আছেন, (ঙ) ঈশ্বর যিনি সত্য ও প্রেম: ঈশ্বর সত্যস্বরুপ (১যোহন ১:৫, ৪:৮), ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ (ইসাইয়া ৪৩; ১-৯; ১যোহন ৪:৮, ১৬)।

বিশ্বাস খ্রিস্টীয় জীবনের জন্য সহায়ক। খ্রিস্টবিশ্বাসের কারণে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য ও তার মহিমা জানতে পারি; কৃতজ্ঞতার সাথে জীবনযাপন করতে পারি; সকল মানুষের ঐক্য ও প্রকৃত মর্যাদা সম্বন্ধে জানতে পারি; সৃস্টিবস্তুর সদব্যবহার করতে পারি এবং সব পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে পারি।

পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ: এই বিশ্বাসমন্ত্রে মধ্যে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

পিতা: ঈশ্বর যে পিতা সেখানে যে-বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা হল: "পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে" – এর অর্থ, ত্রিত্বরূপে ঈশ্বরের প্রকাশ (পুত্র কর্তৃক পিতা প্রকাশিত, পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্রকে প্রকাশ করেন); ধর্মবিশ্বাসের শিক্ষা অনুসারে পবিত্র ত্রিত্ব, ঈশ্বরের ত্রাণদায়ী কার্যাবলি ও ত্রিত্বিক মিশনকর্মসমূহ।

সবশক্তিমান ঈশ্বর:

সৃষ্টিকর্তা: সৃষ্টিবিষয়ক শিক্ষাদান, সৃষ্টি – পবিত্র ত্রিত্বের কাজ, "ঈশ্বরের গৌরবের জন্য জগত সৃষ্টি হয়েছে", সৃষ্টির রহস্য: (ঈশ্বর প্রজ্ঞা ও প্রেমের দ্বারা সৃষ্টি করেন, ঈশ্বর শূন্যতা থেকে সৃষ্টি করেন, ঈশ্বর সুশৃঙ্খল এবং উত্তম বিশ্ব তিনি সৃষ্টি করেন, ঈশ্বর সৃষ্টির উর্ধে ও সৃষ্টির মধ্যে উপস্থিত, ঈশ্বর সৃষ্টিকে ধারণ করেন ও রক্ষা করেন), ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা সম্পাদন করেন – ঐশতত্ত্বাবধান।

স্বর্গ ও মর্ত: অদৃশ্যমান ও দৃশ্যমান জগত

মানুষ: পরমেশ্বরের নিজ প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্ট, মানুষ হচ্ছে "দেহ ও আত্মা, কিন্তু আসলে এক সত্তা", "পুরুষ ও নারী করে তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন"; মানুষের পতন: মানুষের পাপ, "তুমি তাকে মৃত্যুর কবলে পরিত্যাগ করনি"।

(খ) পুত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস

<u>বিশ্বাসমন্ত্র - ২:</u> আমি বিশ্বাস করি এক প্রভু যিশু খ্রিস্টে,
যিনি পরমেশ্বরের একমাত্র-জাত, এবং সর্বযুগের পূর্বে পিতা হতে জনিত।
পরমেশ্বর হতে পরমেশ্বর, জ্যোতি থেকে জ্যোতি, সত্যেশ্বর হতে সত্যেশ্বর।
তিনি জাত, সৃষ্ট নন, পিতার সঙ্গে অভিন্ন-স্বরূপ; তাঁর দ্বারা সমস্তই হল সৃষ্ট।
আমাদের মানবকুলের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে
স্বর্গ থেকে তিনি অবরোহন করলেন,

বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা

পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন ঈশ্বরের বাণী, যিনি ঈশ্বরের পুত্র, যিনি পিতা হতে জনিত।

তিনি জাত, সৃষ্ট নন। এই নিগুঢ়তত্ত্বটা বুঝা কঠিন। যিশু কি করে একই সময়ে ঈশ্বর ও মানুষ হতে পারেন সে নিয়ে অনেক ঐশতাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে।

অন্য কথায় যিশু পূর্ণ ঈশ্বর এবং তিনি চিরন্তন, যেমন পিতা চিরন্তন। এখানে এই কথাটি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে, একজন মাত্র ঈশ্বর আছেন, তবে পিতা তাঁর ব্যক্তিসত্তায় পুত্র থেকে আলাদা।

মহাসভার পিতৃগণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে যাচাই করে এরিয়ান মতবাদের যুক্তি (অর্থাৎ যিশু সৃষ্ট ছিলেন এবং তিনি সত্যিকারে ঈশ্বর ছিলেন না) – এই যুক্তি খন্ডন করেছেন। যিশু ঈশ্বরের বাক্য হিসেবে অনন্তকাল ধরে ছিলেন এবং তিনি সর্বদাই বিদ্যমান। পিতা থেকে তিনি জনিত, সত্যেশ্বর হতে সত্যেশ্বর, জ্যোতি থেকে জ্যোতি।

এখানে একটি জিনিষ বিবেচ্য ছিল যে, ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে সবকিছু সৃষ্ট হয়েছে। আদিপুস্তকে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বর কথা বলেন আর সবকিছু সৃষ্টি করেন: "আলো হোক", তাই আলো হল।

ঈশ্বরের বাক্য রূপে যিশুকে স্বর্গ থেকে জগতে প্রেরণ করেছিলেন মানুষকে মুক্তি দিতে এবং পরিত্রাণ দান করতে।

<u>বিশ্বাসমন্ত্র - ৩:</u> এবং পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে দেহধারণ করলেন, এবং মানুষ হলেন।

বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা

কুমারী মারীয়ার পুর্ণ স্বাধীনতায়, এবং পবিত্র আত্মার প্রভাবে ঐশবাণী দেহগ্রহণ করলেন। যিশু খ্রিস্ট, তিনি নিজে সৃষ্ট নন, কিন্তু তার মধ্য দিয়েই সমস্ত কিছু সৃষ্ট হল, এবং মানববেশে তিনি ধরায় নেমে আসলেন। সাধু পলের কথায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজেকে নিঃস্ব করলেন এবং দাসের রূপ গ্রহণ করলেন।

যিশুর মানবদেহধারণের সত্যকেই তো আমরা বড়দিনে বা প্রভুর জন্মোৎসবে উদযাপন করি। এই ঘটনা ইতিহাসে অনন্য। আমাদের ঈশ্বর আমাদের মতো একজন হলেন।

<u>বিশ্বাসমন্ত্র - ৪:</u> পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে আমাদের জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন, মৃত্যু-যাতনাভোগ করলেন ও সমাধিস্থ হলেন;
<u>বিশ্বাসমন্ত্র - ৫:</u> এবং শাস্ত্র-অনুসারে তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করলেন ও
<u>বিশ্বাসমন্ত্র - ৬:</u> স্বর্গে আরোহন করলেন; পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন;
<u>বিশ্বাসমন্ত্র - ৭:</u> তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে সগৌরবে পুনরাগমন করবেন – তাঁর রাজত্বের শেষ হবে না।

বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা

উপরোক্ত বিশ্বাসমন্ত্রগুলো (৪-৭) তৃতীয় বিশ্বাসমন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। যিশু মানুষ হলেন যেন মানুষের পরিত্রাণ সাধন করতে পারেন। আমাদেরই জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন। মহাসভার পিতৃগণ "পন্তিয় পিলাতের শাসনকালে" – এ কথা কেন বললেন? কারণ যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এটা ইতিহাসে ঘটেছে। অতএব যিশু সত্যিই সমাধিস্ত হয়ে তৃতীয় দিবসে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করেছেন।

মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পর, তিনি স্বর্গে রহস্যপূর্ণ ভাবে উত্থিত হলেন, এবং তিনি এখন পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে রাজত্ব করছেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি মহা গৌরবে পুনরায় আগমন করবেন। এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় আগমন। দ্বিতীয় আগমনের সময় আমাদের সকলার বিচার হবে; আমরা যা করেছি তা সবই উম্মোচিত হবে এবং ন্যায়বিচার সম্পন্ন হবে।

দ্বিতীয় আগমনের সময় পুরাতন পৃথিবী ও পুরাতন স্বর্গের অবসান ঘটবে এবং যিশুর চিরকালীন ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে।

(গ) পবিত্র আত্মা ঈশ্বরে বিশ্বাস

<u>বিশ্বাসমন্ত্র - ৮:</u> আমি বিশ্বাস করি প্রভু ও জীবনদায়ী পবিত্র আত্মায়,
যিনি পিতা ও পুত্র হতে সম্ভূত,
পিতা ও পুত্রের সাথে সমভাবে আরাধিত ও গৌরবান্বিত;
তিনি প্রবক্তাদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন।

বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা

আমরা ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন পবিত্র আত্মা, যিনি প্রভু ও জীবনদাতা। ঈশ্বর প্রথম আদমের ওপর তিনি প্রাণবায়ূ দান করেছিলেন। এই প্রাণবায়ূ হচ্ছে পবিত্র আত্মা যিনি প্রাণ দান করেন এবং জীবনকে প্রাণবন্ত রাখেন। তিনি পিতা ও পুত্রের একাত্মতায় প্রীত এবং গৌরবান্বিত। আমরা বিশ্বাস করি যে, পবিত্র আত্মা যিশুর মানবদেহধারণের পূর্বে ছিলেন ও পরে আছেন; তিনি প্রবক্তাদের অনুপ্রাণিত করেছেন।

পবিত্র ত্রিত্ব ঈশ্বরের নিগুঢ় রহস্য। জাগতিক কোন বস্তু ও তুলনা এই নিগুঢ় রহস্য উদঘাটন করতে পারে না। পবিত্র তিত্ত্বের সর্ব্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে বাইবেলে বর্ণিত ভক্তবিশ্বাসীর জীবনে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও কাজ।

<u>বিশ্বাসমন্ত্র - ৯ :</u> এক পবিত্র সর্বজনীন ও প্রৈরিতিক মণ্ডলীতে আমি বিশ্বাস করি।
<u>বিশ্বাসমন্ত্র - ১০:</u> আমি পাপমোচনার্থে এক দীক্ষাস্নান স্বীকার করি;
<u>বিশ্বাসমন্ত্র - ১১ :</u> এবং মৃতদের পুনরুত্থান ও
<u>বিশ্বাসমন্ত্র - ১২:</u> শাশ্বত জীবনের প্রত্যাশা করি। আমেন।

(বি. দ্র. বাকা অক্ষরে লেখা কনস্তান্তিনোপল মহাসভার সংযোজন)

বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা

যিশু খ্রিস্টের মন্ডলী হচ্ছে খ্রিস্টের অতীন্দ্রীয় দেহ। অতএব মণ্ডলী পবিত্র, কেননা খ্রিস্ট পবিত্র, যদিও সমস্ত বিশ্বাসী সর্বদা পবিত্র না-ও হতে পারে; মণ্ডলী এক. কেননা খ্রিস্ট এক; মণ্ডলী কাথলিক কারণ মণ্ডলী "সর্বজনীন"; মণ্ডলী প্রৈরিতিক, কেননা খ্রিস্ট প্রেরিতদূতদের ওপর ভিত্তি করে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন।

খ্রিস্টে বাপ্তাইজিত হয়ে এই মণ্ডলীতে আমরা প্রবেশ করি, আদিপাপ থেকে মুক্ত হয়ে আমরা খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত হই; এ ভাবে আমরা ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা হয়ে উঠি।

আমরা বিশ্বাস করি যে, খ্রিস্ট পুনরায় আগমন করবেন, আমরা তখন মহিমান্বিত হয়ে খ্রিস্টের দেহের সঙ্গে পুনঃসংযুক্ত হব, এ যেন পুনরুত্থিত খ্রিস্টের দেহের অনুরূপ হয়ে ওঠা। আমরা অবশ্য সেই রূপ এখনও জানিনা।

আমরা ভাবী জগতের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষমান; স্বর্গীয় দূতবৃন্দের এবং সকল সন্তজনের মতো আমরাও ধন্য হব এবং ঈশ্বরের ভালবাসা ও প্রশংসায় রত থাকব। আমাদের তখন আর কোন বাসনা থাকবে না এবং সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে আমরা মুক্ত হব।

আমেন:
পরিশেষে আমেন...। আমেন কথার অর্থ হচ্ছে "হ্যা", "তাই হোক" এবং "আমি বিশ্বাস করি"। মানুষ হিসেবে আমাদের এই কথাই হতে পারে সর্বশেষ কথা। ঈশ্বর আমাদের কাছে নিজের পরিচয় এবং আমাদের জন্য তিনি কী করেছেন তা প্রকাশ করেছেন। আর আমাদের আস্থা ও ভরসা এবং আমাদের অন্তরের বিশ্বস্ত সাড়াদান হচ্ছে আমাদের "আমেন"।

উপসংহারে আমাদের চিন্তা ও আলোচনার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন:

(ক) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র খ্রিস্টানদের জীবনের অর্থাৎ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও বাণীপ্রচারের "পরিচয়পত্র"– এই বিষয়ে আমাদের চিন্তা বা মন্তব্য কী?
(খ) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র মণ্ডলীর মধ্যে একতা ও খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টার "ভিত্তি" – এ কথাটি নতুন কিছু করার জন্য কী ধরনের আবেদন আমাদের কাছে নিয়ে আসে?
(গ) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র অনুসারে খ্রিস্টীয় জীবন গড়ে তোলার জন্য আমাদের ভাবনাগুলো কী?

এই বক্তব্যটি ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রি. তারিখে, সিবিসিবি সেন্টারে অনুষ্ঠিত All Christian Conference – 2025" – এ উপস্থাপিত হয়েছিল।

Sources:

1. International Theological Comssion, Study Document: *Jesus Christ, Son of God, Saviour – the 1700th anniversary of the Ecumentical Council Nicea (325-2025),* May 20, 2025, Vatican City.
২. কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, প্রধান সম্পদক বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, জুবিলী বর্ষ ২০০০।
3. Wikipedia: Article: Purpose of Study Day - Nicene Creed, 2025.
4. Wikipedia: Article: History of Nicene Creed, 2024.
5. Wikipedia: Dr. C. George Boeree, Article: The Early Christian Heresies.

"Future Vision of Holy Cross College"

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

The Platinum Jubilee of Holy Cross College is planned to be a Celebration of the glorious memories of the past, of living experiences *per excellence* of the present and of looking forward for Future Vision. Hence the title of the topic, I have been asked to scribe.

The Future Vision of the College has to be understood as a continuity of the past glory, acknowledging the challenging national and social scenario of the present time and prophetic thinking for the future.

Education nowadays is conceived as fragmented without being integral, globalized without being contextual, and historical but driven by dreams dissociated from what is human.

Contextually, Bangladesh is multi-ethnic, multi-religious country where people of different religions and cultural groups have lived together for generations, creating a shared cultural and social heritage. Bangladesh has a shared cultural identity; inter-faith celebrations, Constitutional foundation, historical reinforcement in 1971 Liberation War. The key values of our harmonious identity are witnessed in: Peaceful Co-existence, Mutual Respect,

Understanding and Empathy, Integration and Unity, Cooperation and Collaboration, Valuing Unity in Diversity.

Recently, however, many have raised the question, how much of such cultural and religious harmony exists now? Is there a continuity of such treasure of harmony in our cultural tradition?

At the backdrop of the past and present situation what is the role of education? The basic aim of education is to form in mind and heart a Human Person with dignity and rights. Who is a woman or man? Who is a human being? Both philosophical and theological Anthropology affirm that A Human Person is a relational being with fourfold relations: (a) relation with individual human persons, (b) relation with groups and community, (c) relation with the Creation and (d) relation with God. A Human person, both male and female, created in the image of God, although born as human, he/she becomes human, an ethical person in his/her growth in this fourfold relationships.

Religious Beliefs as "soul" of human culture transform human person as religious being who believes: God is One for all, He is the Creator, who has created male and female in the Image of Him. God has created the World as "Common Home" for all, created Humankind as Family, as "Brothers and Sisters". God is the Protector of the fallen humanity. Hence the "Future Vision of Holy Cross College" is transforming and empowering women as builders of "Human Fraternity".

PROMOTING A CULTURE OF HARMONY

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

CULURAL PERSPECTIVE OF HARMONY IN BANGLADESH

His Eminence Cardinal Jean-Louis Tauran, the-then Prefect of the Pontifical Council on Inter-Religious Dialogue visited Bangladesh in April 2011 and spent one week on dialogue to promote inter-religious harmony. At the end the Dialogue programs, His Eminence praised Bangladesh as model and remarked: "Bangladesh is the best example of Religious Harmony."

This observation of His Eminence was based on the fact that Bangladesh is multi-ethnic, multi-religious country where people of different religions and cultural groups have lived together for generations, creating a shared cultural and social heritage. Bangladesh has shared cultural identity; inter-faith celebrations, Constitutional foundation, historical reinforcement in 1971 Liberation War. However, experiences occasional instances of communal violence often linked to political motivations and external influences. But Government is vigilant to protect human rights of the minorities, etc.

The key values of the Cultural harmony witnessed are: Peaceful Co-existence, Mutual Respect, Understanding and Empathy, Integration and Unity, Cooperation and Collaboration, Valuing Unity in Diversity.

Recently, many people have raised the question, how much of such harmony we have been experiencing during the last decade or so? Is there continuity of such treasure of harmony in our cultural tradition now?

At the backdrop of the cultural harmony and tensions in the country, our speakers have shared their opinions from their own religious perspective, namely Islamic, Hindu, Buddhist and Christian, highlighting some fundamental aspects.

PERSONAL REFLECTION ON PROMOTING A CULTURE OF HARMONY

In order to Promote a Culture of Harmony, different speakers have spoken from their own religious perspective. If we try to capture the main thoughts of the respectable speakers without quoting anyone, I may humbly dare to present the following observations as highlights.

1. Ultimately the main focus and center of the discussion has been on Human Person with his/her dignity and rights who are understood as architect of culture of harmony.

2. In the present complexities of the world human being does not know who he is, what is his nature? It is a philosophic and anthropological question. Human beings are considered as relational beings. A Human person is a relational being, has fourfold relations: (a) relation with other individual human persons, (b) relation with groups and community (c) relation with the Creation (both God-created and man-created world), (d) relation with God or the Supreme Being. A Human person, although born as human being, he/she becomes human, an ethical or moral person in his/her fourfold relations. Hence when we talk about promoting a culture of harmony, we conceive a holistic and integrated harmony of four-fold relational dimensions of human person.

3. To answer the philosophic and anthropological question, Religion comes with Religious beliefs, as “soul” of Culture and then reflection becomes theological as well as anthropological which try to understand human beings as Religious Being, freeing from fragmented and dis-integrated understanding in the concept of secularization. For too long religion has been silent, word is to be spoken and thus come dialogue, inter-religious dialogue. From the religious perspective, God is the Creator, created human being as male and female who are Images of God. This is foundational harmony between male and female, between human being and God.

4. God is One. He is Creator of all Creation, He is the Protector and He is the Redeemer of the fallen humanity. Cultural and Religious Harmony originates in the unicity of God. Our belief in one God, is the foundation of all our efforts for promoting harmony.

5. God has created the World, as "Common Home" (cfr. *Laudato si*) which has to be loved and taken care of. God has created Human Being as Family where all members are brothers and sisters, *Fratelli tutti*. Harmony of earth and harmony of humankind rests on the understanding of God's creation as "Common Home" and Humankind as "Brothers-Sisters". Brotherhood

6. For promotion and protection of a culture of harmony, inter-religious dialogue recently has given birth of a new concept of "Fraternal Humanity" or "Human Fraternity" on which we see certain consensus as goal of inter-religious dialogue as well as for education of the future generation.

7. I is also heartening to see a development of "Agreement", "Treaty" "Pact" signed between inter-religious groups

PROMOTING A CULTURE OF HARMONY
SOME HIGHLIGHTS OF THE EVENT

CULURAL PERSPECTIVE OF HARMONY IN BANGLADESH

His Eminence Cardinal Jean-Louis Tauran, the-then Prefect of the Pontifical Council on Inter-Religious Dialogue visited Bangladesh in April 2011 and spent one week to promote inter-religious harmony, praising the country as model saying: "Bangladesh is the best example of Religious Harmony."

This observation of His Eminence was based on the fact that Bangladesh is multi-ethinic, multi-religious country where people of different religions and cultural groups have lived together for generations, creating a shared cultural and social heritage. Other key aspects of harmony are: shared cultural identity; inter-faith celebrations, Constitutional foundation, historical reinforcement in 1971 Liberation War, occasional instances of communal violence often linked to political motivations and external influences, Government vigilance to protect human rights of the minorities, etc.

The Key values of the Cultural harmony are: Peaceful Co-existence, Mutual Respect, Understanding and Empathy, Integration and Unity, Cooperation and Collaboration, Valuing Unity in Diversity.

Recently, many people are raising the question, how much of such harmony we have been experiencing during the last decade or so? Is there continuity of such treasure of harmony in our cultural tradition?

At the backdrop of the cultural harmony and tensions in the country, our speakers have shared their opinions from their own religious perspective, namely Islamic, Hindu, Buddhist and Christian, highlighting some fundamental aspects.

ISLAMIC PERSPECTIVE OF HARMONY (Prof. Dr. Muhammad Elius)
God, the Creator, is the foundation and source of all harmony, to whom human being relates individually as well as in community living the bond of brotherhood. Plurality of religions is in God's plan and design, and hence people must "live in love, sympathy, cooperation and mutual understanding with the people of other religions"

Some verses in Qur'an may seem contradicting the idea of harmony. In that case the text should be understood in the context in which it is said. With holistic approach and in the totality of the Qur'anic teachings, harmony should be searched and discovered.

For inter-faith harmony, the Prophet (PBUH), made may treaties and contracts with the people of other religions with objectives of peace, harmony and brotherhood.

HINDU PERSPECTIVE OF HARMONY (Dr. Milton Kumar Dev)
Who is man? Human beings are not aware of their own nature. Man has to know who he is. Hindu Scripture says man is a being in whose body and soul God lives. The greatest glory of humankind is the faith in God.

The most of the People of the world belong to one religion or the other. But these Religious people have not played its true role, they have been silent for long time. Hence we see all evils, wars and conflicts. According to Ramkrishna and Vivekananda, religions are different paths leading to the same goal and all religions are true, This idea should inspire to have inter-faith dialogue, harmony and peace. Hatred brings violence and violence brings destructions. Non-violence is the way to brotherhood, harmony and peace.

BUDDHIST PERSPECTIVE OF HARMONY (Dr. Shantu Barua)

Brotherhood has been recognized as an ethical value implying cultivation of sincere and affectionate relationships with individuals. According to the teachings of Buddha, Brotherhood is a liberating force directing towards the cultivation of universal loving-kindness and compassion. The foundation of universal brotherhood are the four *Brahmaviharas*: Loving-Kindness (*metta*), compassion (*Karuna*), Sympathetic Joy (*Mudita*), and Equanimity (*Upekkha*)

Metta, loving-kindness occupies a central position in Brahma Vihars. Buddha himself practiced this virtue in relation to all people, family and friends as well as enemies and adversaries. Meta begins from himself and extends to other relations. Metta is a cultivation of inner peace and freedom from anger which is the greatest enemy of human beings, because anger breeds hatred, hostilities, restlessness, violence, discrimination, etc. Loving-kindness brings forgiveness, generosity, non-violence, compassion, humility and patience and thereby promote culture of brotherhood and harmony.

CHRISTIAN PERSPECTIVE OF HARMONY (Fr. Victor Edwin SJ. - Abstract is pending)

PERSONAL REFLECTION ON HARMONY

In order to Promote a Culture of Harmony, different speakers have spoken from their own religious perspective. If we try to capture the main thoughts of the respectable speakers without quoting anyone, I humbly dare to present the following observations as highlights.

8. Ultimately the main focus and center of the discussion has been on Human Person with his/her dignity and rights who are understood as architect of culture of harmony.

9. In the present complexities of the world human being does not know who he is, what is his nature? It is a philosophic and anthropological question. Human beings are considered as relational beings. A Human person is a relational being, has fourfold relations: (a) relation with other individual human persons, (b) relation with groups and community (c) relation with the Creation (both God-created and man-created world), (d) relation with God or the Supreme Being. A Human person, although born as human being, he/she becomes human, an ethical or moral person in his/her fourfold relations. Hence when we talk about promoting a culture of

harmony, we conceive a holistic and integrated harmony of four-fold relational dimensions of human person.

10. To answer the philosophic and anthropological question, Religion comes with Religious beliefs, as “soul” of Culture and then reflection becomes theological as well as anthropological which try to understand human beings as Religious Being, freeing from fragmented and dis-integrated understanding in the concept of secularization. For too long religion has been silent, word is to be spoken and thus come dialogue, inter-religious dialogue. From the religious perspective, God is the Creator, created human being as male and female who are Images of God. This is foundational harmony between male and female, between human being and God.

11. God is One. He is Creator of all Creation, He is the Protector and He is the Redeemer of the fallen humanity. Cultural and Religious Harmony originates in the unicity of God. Our belief in one God, is the foundation of all our efforts for promoting harmony.

12. God has created the World, as “Common Home” (cfr. *Laudato si*) which has to be loved and taken care of. God has created Human Being as Family where all members are brothers and sisters, *Fratelli tutti*. Harmony of earth and harmony of humankind rests on the understanding of God’s creation as “Common Home” and Humankind as “Brothers-Sisters”.

Dear Brothers and Sisters of Bangladesh YFC,

Grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all.

I take this auspicious opportunity to praise and glorify the Lord for you, the gifts of the Lord and for the ministries you have rendered to the Christian Youth and to other young people at large.

As I pen to write this message, I am inspired to communicate to you the words of the Gospel of Jesus: “Come and follow me”, “Seek first the Kingdom of God”, “Go and proclaim the good news” and “I will be with you always”. Hear these instructions from the depth of our heart, make these fleshed in your lives and bring the message to other youths.

It is with heartfelt joy that I extend my warmest congratulations to Bangladesh YFC on the blessed occasion of its 30th Anniversary. This remarkable milestone is a testimony to God’s faithfulness and to your steadfast commitment to serve the young people of Bangladesh.

Over the past three decades, Bangladesh YFC has been a light and a witness, guiding countless young people to grow in character, leadership, and faith. Your ministry’s dedication has not only strengthened the lives of individuals but also enriched our nation, as recognized through the many awards you have received from the Government of Bangladesh. These honors reflect the positive impact of your tireless efforts in shaping a better future for our youth and society.

As you celebrate this significant jubilee, I encourage you to look back with gratitude, rejoice in the fruits of your ministry, and look forward with renewed hope and vision. May your commitment to raising godly leaders continue to inspire generations and help build a more just and compassionate nation.

I assure you of my prayers and blessings upon your ministry, its leaders, and every young person who is part of this journey. May the Holy Spirit continue to guide and empower you, and intercede for you always.

In Christ,

Cardinal Patrick D'Rozario, csc
Archbishop Emeritus of Dhaka

নিধন ডি'রোজারিও সম্পর্কে কয়েকটি কথা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

বিংশ শতাব্দির প্রায় তিনটি দশক (ষাট, সত্তর ও আশি দশক) ধরে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে নিধন ডি'রোজারিও একজন খ্যাতনামা ভক্তবিশ্বাসী, খ্রিস্টীয় ও প্রজ্ঞাবান সাহিত্যকার ছিলেন।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে তাঁর জীবন, রচনা ও অবদান নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই মহান উদ্যোগে একজন শরিক হতে পেরে আমি নিজেও গর্বিত ও আনন্দিত। এই মহান ব্যক্তিকে স্মরণ করে আমার কিছু অভিব্যক্তি ও শ্রদ্ধা-সম্মান প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছি বলে আমি ধন্য।

নিধন ডি'রোজারিও-এর রচনার বিষয়বস্তু ও প্রকাশনার মাধ্যম ছিল বিস্তৃত ও প্রসারিত, বৃহত্তর সমাজ-অঙ্গণে। মণ্ডলীর সীমানা তাঁকে সীমিত করে নি, বরঞ্চ যিশুর শিক্ষা ও আদর্শ দ্বারা সাহিত্য-শিল্পে তৎকালীন সময়ে তাঁর ছিল একচ্ছত্র বিচরণ, অসংখ্য ও অমূল্য অবদান। বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় সাহিত্যাঙ্গণে পদচারনায় তিনি ছিলেন পথিকৃত। তাঁর বিচিত্র সাহিত্য-রচনায় তিনি ছিলেন: উপন্যাস-রচয়িতা, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, কলাম-লেখক, কবি, গীতিকার, বেতার কথিকার রচনাকার, ইত্যাদি।

তিনটি দশক ধরে তার রচিত সাহিত্যে আমি যাকিছু পড়েছি, তাঁর সান্নিধ্যে এসে যাকিছু দেখেছি এবং যাকিছু শুনেছি, তাতে আমার মনে যে ভাবনাগুলো স্পষ্ট হয়ে আসে তা হল নিম্নরূপ:

(ক) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা নিধন ডি'রোজারিও-কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। দ্বিতীয় ভাটিকান সভার চিন্তা-ভাবনা তাকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং বাংলাভাষায় তিনি তা প্রকাশ করেছেন। তৎকালীন সময়ে বিশ্বজনীন কাথলিক মণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলো তিনি পড়তেন, মণ্ডলীর বিশপগণ এবং "প্রতিবেশী"র কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তার অনুবাদ করতেন অথবা তার সারসংক্ষেপ বাংলাভাষায় তুলে ধরতেন। যতবার "প্রতিবেশী অফিসে" সন্ধ্যে বেলা যেতাম ততবার দেখেছি তার টেবিলে ভরা মণ্ডলীর প্রধান প্রধান অনেক দলিল। নিজস্ব চাকুরির কাজ শেষ করে সন্ধ্যেবেলা "প্রতিবেশীতে" এসে স্বেচ্ছায় প্রায় প্রতিদিন কাজ করতেন। এরই মধ্য দিয়ে আমার অনুভুত হয় যে, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত হয়েছেন এবং তার সাহিত্য-চর্চায় প্রকাশ করেছেন।

(খ) যে তিনটি দশকের কথা বললাম, সেই দশকগুলোতে লক্ষীবাজার, "প্রতিবেশী অফিস"কে ঘিরে একটি শিল্পী-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে নিধন ডি'রোজারিও ছিলেন খুবই শ্রদ্ধাবান, চিন্তাশীল ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন

ব্যক্তি। উক্ত শিল্পী-গোষ্ঠির মধ্যে ছিলেন আরও অনেক নামকরা ব্যক্তি যারা স্বেচ্ছায় ও স্ব-উদ্যোগে নিয়মিত ভাবে মণ্ডলীর কল্যাণের জন্য কাজ করে যেতেন, যেমন, ফ্রান্সিস গমেজ (সোনাবাজু), বিমল গাঙ্গুলি, হেবল ডি'ক্রুজ, মার্ক ডি'কস্তা, যেরম ডি'কস্তা, ফাদার জ্যোতি গমেজ, জর্জ রুরাম, ভিনসেন্ট গমেজ, প্রমুখ আরও অনেক সুহৃদ ব্যক্তিত্ব। নিয়মিত ভাবে তাদের মধ্যে আড্ডা বসত, বহু বিষয়ে আলোচনা করত, মণ্ডলীর জন্য কী প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য কী পদক্ষেপ নেয়া যায় তা চিন্তাভাবনা করত। অনানুষ্ঠানিক ভাবে মাঝে মাঝে সেমিনারীর শিক্ষক হওয়ার সুবাদে আলোচনার জন্য আমাকে ডাকা হত এবং তাদের সাথে অংশগ্রহণ করতাম। মণ্ডলীতে খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্তজনগণের অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত ছিল খুবই দৃশ্যমান ও প্রশংসার যোগ্য। এই পরিবেশে নিধন ডি'রোজারিওকে দেখেছি এবং তার মননশীল জগতে প্রবেশ করার সুযোগ হয়েছিল। এই দলের মধ্যে অনানুষ্ঠানিকভাবে তিনি অভিভাবক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন ও অংশগ্রহণ করতেন। সেখানে দেখেছি তাঁর চিন্তার গভীরতা, মনোজগতের প্রকাশ, বিনম্র ভ্রাতৃত্ব ও একসঙ্গে কাজ করার মনোভাব। তার মধ্যে ছিলনা কোন দাম্ভিকতা, আত্ম-অহংকার অথবা নেতিবাচক বিচার-বিশ্লেষণ বা অমান্যকর কথাবার্তা।

(গ) "মৃত্যুঞ্জয়ী যীশু" নামক নাটকের রচয়িতা ছিলেন নিধন ডি'রোজারিও। যতদূর জানি এটি রচিত হয়েছে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। "প্রতিবেশীর শিল্পী-গোষ্ঠি"-র উদ্যোগে সিদ্ধান্ত হল এই নাটকটি মঞ্চায়িত হবে প্রথমবারের মতো, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে, ঢাকার আর্চবিশপ হিসেবে নবনিযুক্ত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে । একদিন আমার কাছে আহ্বান আসল উক্ত নাটকে যীশুর চরিত্রে অভিনয় করার। একদিকে আমি ফাদার, সেমিনারীতে অধ্যাপনা করছি, ভক্তজনগণের আমন্ত্রণে নাটকে অভিনয় করব – এ সব বিষয়ে আমাকে বিস্মিত করেছে। তথাপি ফাদার জ্যোতির পীড়াপীড়িতে রাজি হলাম। হেবল ক্রুজ পরিচালনা করবেন আর শিল্পী গোষ্ঠির অন্যেরা সবাই থাকবেন।

অতীতে বেশ কয়েক বার নাটকে অভিনয় করেছি। কিন্তু "মৃত্যুঞ্জয়ী যীশু" বাংলাদেশে একটি ব্যতিক্রমধর্মী খ্রিস্টধর্মীয় নাটক। "মৃত্যুঞ্জয়ী যীশু" সম্বন্ধে আমার চিন্তা এ ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়: এটি প্রচলিত নাটকের মতো নয়; সংলাপ বড়ো কথা নয়; ভাব ও পরিবেশ বড়ো সংলাপ হয়ে ওঠে; যবনিকার আড়ালে কণ্ঠস্বর, মঞ্চের সংলাপ ও অভিনয়, নীরবতা ও সঙ্গীত, শব্দ ও আলোকসাজ সবকিছুই যেন এক একটি চরিত্র, যার অভিনয়ে নিয়ে আসে ঐকতান। রিহার্সালের সময়ে দেখেছি যে, নিধন ডি'রোজারিও তার লেখা ও সংলাপ সংশোধন করছেন একটি আদর্শ সামনে রেখে। নাটকের পরিচালক হেবল ডি'ক্রুজ রিহার্সলের সময়, নিধনসহ অন্যসবার সামনে খুবই স্পষ্ট ও শক্ত করেই আমাকে বলে দিলেন: "ফাদার আপনি যখন যিশুর অভিনয় করবেন তখন আপনি মনে রাখবেন যে, আপনি যিশুর মতো – একাধারে মানুষ আবার অন্যদিকে ঈশ্বর। অভিনয়ের মধ্যে থাকবে এই দু'য়ের মিলন: মানব স্বভাব ও ঐশস্বভাব।" ভক্তজনের এই কথাগুলো ঐশতত্ত্বে যাকিছু শিখেছি তার স্মরণ করিয়ে দিল, অর্থাৎ যীশুর মানবস্বভাব ও ঐশস্বভাব – এই ঐশতাত্ত্বিক সত্যটাই অভিনয়ের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। ভক্তজনের মুখ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐশতাত্ত্বিক ধারণাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার নির্দেশটি আমাকে অনেক অনুপ্রাণিত করেছে। এই ধরনের ছিল নিধন ডি'রোজারিও-সহ অন্য পরিচালকদের চিন্তাধারা ও মনোভাব।

নিধন ডি'রোজারিও সম্পর্কে উপরে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করলাম। তাঁর জীবনের আরও কত দিক আছে যা অন্যেরা আরও সার্থকভাবে ও দক্ষতার সাথে বিবরণ দিতে পারবেন। তবে উপসংহারে যে কথাটি বলতে চাই তা হচ্ছে: মি নিধন ডি'রোজারিও নিজে দ্বিতীয় ভাটিসভার শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, স্বেচ্ছায় সেচ্ছাসেবী হয়ে, ঈশ্বর-প্রদত্ত আত্মিকদান ব্যবহার করে, একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী বৃহত্তর সমাজের উদ্দেশ্যে সাহিত্য চর্চা করেছেন, এর মাধ্যমে সবার কাছে মঙ্গলসমচার প্রচার করেছেন এবং বাংলাদেশের খ্রিস্টান সাহিত্য সম্ভারকে সমৃদ্ধ করতে অনন্য অবদান রেখে গেছেন। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের মন্ডলী ও খ্রিস্টানসমাজ তাঁকে স্মরণ করুক এবং তাদের চলার পথে তিনি একটি মহান প্রেরণা হয়ে চিরজীবি হয়ে থাকুক।

২৫ অক্টোবর, ২০২৫

Golden Jubilee of Justice and Peace Commission (1974-2024)

Some Personal Sharing

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

I. **Personal Interest:** In my Academic Studies and Teaching ministry in Moral Theology, the Social Teachings of the Church played a very Important role. Some highlights
   1. Teaching in the Major Seminary: Justice and Peace Course and Collaborator Fr. W. Timm, csc including Social Doctrine of the Church (1976-1990)
   2. At the background of two Synods of the Bishops on "Justice in the World" (1971) and *Evangelii Nuntiandi (*1975), with endorsement of the CBCB, I was involved in organizing a National Seminar for five full days on "Justice and Evangelization" in 1978 for Bishops and Priests of Bangladesh of whom 90% were present.
   3. Dissemination of Social Doctrine of the Church as presented in Papal Encyclicals and Apostolic Exhortations, Compendium of the Social Doctrine of the Church and FABC Documents received special attention and priorities in Bangladesh Church.
   4. My special interests on Social Doctrine of the Church have been expressed in the work of translations, presentations, pastoral planning and communication through writings, teachings, talks and lectures. This work still continues.
   5. The following the Bishop Chairman of the Justice and Peace Commission we can identify Four Periods in the last fifty years: Bishop Joachim Rozario, csc (1974-1981 (?) Bp. Michael D'Rozario, csc. (?1982-1989) Bp. Patrick D'Rozario (1990-2008) and Bp. Gervas Rozario (2009---)

II. **Chairman of the Episcopal Commission for Justice and Peace, CBCB. (1990-2008).**

   Immediately before me was Bp. Michael D'Rozario as Chairman and Fr. R. W. Timm, csc. as Executive Secretary: Main issues were: Rights of Garment Workers, Just Salary in the Church, Domestic workers, Migrant Workers, Rights of the *Adibashis*, etc.

   1. Commission Members were increased to 20-25 persons representing all the Dioceses and Desks. Secretaries: Fr. R. W. Timm, csc, Dr. Lawrence Das, and Fr. Albert Rozario)
   2. During this period the most important activities were:
      (a) Shifting of focus from National to grass-roots level. Awareness programs for education in justice and Peace, called *Chetonayan*, was developed and activities planned, providing also Legal assistance to the victims of injustice.
      (b) Separation of Justice and Peace Commission from (East Asian People's Organization), HOTLINE (Hongkong), known as human rights activists took place.
      (c) Activities to bring the Social Teachings of the Church through Formation programs at Diocesan and Parish levels with financial subsidies from projects funded by some Church Development Agencies.
      (d) Planning and Working in close Cooperation with Caritas Bangladesh in order to have its own ad-intra ongoing formation as well as ad-extra mission and activities of Caritas Bangladesh.
      (e) Translation of "Compendium of the Social Doctrine of the Church" by a Team of Translators was done and published by the Commission for dissemination of the social teachings.

(f) In the light of new issues of Social Teachings of the Church, the philosophy of and mandate for Caritas Bangladesh were updated.
(g) Concerns for Migrants and Refugees.

II. **Justice and Peace Commission (2008-2025):** Bishop Gervas Rozario as Chairman and Secretaries– Sharing may be done by them.

III. **Suggestions for Future Orientation of the Commission.**

a) I appreciate the contributions that the Commission has been making in the fields of: Climate change, Safeguarding, Ecological and environmental concerns (Laudato si); Prison ministry, Migrants and Refugees, Trafficking, etc.

b) I suggest some areas of considerations for future engagement of the Commission :

- Develop some modular courses for regular training on specific issues of the Social Teachings of the Church.
- Formation of Leaders of the Christian Lay Organizations and Associations in the Social Teachings of the Church.
- Priority of Human (moral) Formation for those who are engaged in human development. Modular courses for training should be developed including subjects like: human dignity and rights, ethical formation of the human person who has fourfold relations: to Individuals, to Communities, to Creation and to God (Creator, Protector and Savior).

“অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়া” নামে দক্ষিণ চলবল এলাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ প্যারিশ, ১৬ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শুনে আমি অনেক আনন্দিত হয়েছি। এই উপলক্ষে আমার শুভেচ্ছা বাণী জানানোর জন্য অনুরোধ করায় আমি কৃতজ্ঞ।

বরিশাল কাথলিক ডাইয়োসিসের ধর্মপাল পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েলসহ সকল ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী এবং যাজকদের অভিনন্দন জানাই। নব-প্রতিষ্ঠিত প্যারিশের পাল-পুরোহিত ফাদার মুকুল সহ প্যারিশবাসী সকলকে জানাই আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের নিয়ে একটি এলাকা পূর্ণাঙ্গ প্যারিশ রূপে রূপান্তরিত হওয়া একদিকে পরিপক্কতার সাক্ষ্য বহন করে। আবার অন্যদিকে ভবিষ্যতের জন্য নতুন আহ্বানও উপলব্ধি হয়।

পরিপক্কতার চলমান প্রকাশ স্বরূপ নবপ্রতিষ্ঠিত প্যারিশটি সবাইকে নিয়ে “মিলনসমাজ” রূপে গড়ে উঠবে। এই মিলন-সমাজে প্রত্যেকে একজন “অংশগ্রহণকারী” ভক্ত হয়ে উঠবে। আর দীক্ষিত বলে তারা প্রত্যেকেই হবে “মিশনারি” – প্যারিশের মধ্যে এবং এলাকার বাইরে অন্য মানুষের মধ্যে খ্রিস্টীয় শিক্ষা ও সাক্ষ্যদানে তারা হবে মিশনারি।

জুবিলীবর্ষ-২০২৫-এর পুণ্যবর্ষে তোমরা লাভ করছ কাথলিক মণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃত একটি পরিপক্ক ধর্মপল্লী। এই পরিপক্কতা তোমরা প্রকাশ করবে তোমাদের স্বাবলম্বীতার মধ্য দিয়ে – তোমাদের বিশ্বাস, সেবাকর্মী ও আর্থিক স্বাবলম্বিতার মধ্য দিয়ে। মণ্ডলীর বয়স বাড়ে কিন্তু কোন সময় বুড়ো হয়ে যায় না। মণ্ডলী সবসময়ই থাকবে প্রাণবন্ত, সজীব ও সক্রিয়।

অতএব পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করি যেন তার পরিচালনার ফলে তোমরা এক, কাথলিক, প্রৈরিতিক ও পবিত্র মণ্ডলী হয়ে উঠতে পার।

একজন প্রাক্তন ধর্মপাল হিসেবে প্রার্থনায় তোমরা আমার অন্তরে থাকবে। আর তোমাদের জন্য রাখছি অনেক শুভাশিষ ও প্রৈরিতিক আশীর্বাদ।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

নভেম্বর মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য

অপমৃত্যু থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা:

এসো আমরা প্রার্থনা করি তাদের জন্য, যারা আত্মহত্যা করার দুশ্চিন্তায় ভুগছে। তারা যেন সমাজ থেকে প্রয়োজনীয় ভালবাসা, যত্ন ও সমর্থন পেতে পারে এবং জীবনের সৌন্দর্য খুঁজে পেতে পারে।

মৃতলোকদের স্মরণ মাসে আমরা পরলোকগত ভক্তজনদের কথা অনেক ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে স্মরণ করি, তাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি, ক্ষমা যাঞ্চনা করি এবং অনন্ত শান্তি কামনা করি। সাথে সাথে আমরা আমাদের নিজেদের অবশ্যাম্ভাবী মৃত্যুর কথাও ভাবি। নিজেদের জন্য প্রার্থনা করি যেন এই জগতে ভালভাবে খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করে মৃত্যুর পরে আমরা যেন সরাসরি বিজয় মণ্ডলীর সিদ্ধজন হয়ে অনন্ত শান্তিতে বসবাস করতে পারি।

তীর্থযাত্রী হিসেবে এই জগতে চলতে গিয়ে, অনেকেই অনেক সময় কঠিন সমস্যায় জর্জড়িত হয়ে হতাশা ও নিরাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। অনেকেই উক্ত সমস্যা থেকে উত্তরণ করে। আবার অনেকে আছে জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলো সামাল দিতে পারে না, মানসিক ও আবেগিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে, যা ফলে জীবনকে শেষ করে দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করে। চরম মুহূর্তে নিরাশ হয়ে অপমৃত্যু বা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

তাই পোপ মহোদয় চান যেন তার সাথে একাত্ম হয়ে আমরা প্রার্থনা করি: যাতে ভুক্তভুগীরা যথাসময়ে পরিবার ও সমাজের ভালবাসা, যত্ন ও সমর্থন লাভ করে জীবনের কঠিন সংগ্রাম মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় এবং অপমৃত্যু থেকে তারা যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি.

জুবিলীর আনন্দময় শুভকামনা

শুনে অনেক খুশী হলাম যে, সেন্ট মেরীস হোম প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে আগামী জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখ। ঐ সময়ে আমার একাধিক প্রোগ্রাম থাকায় আমার উপস্থিতির অপরাগতা পূর্বেই অবগত করেছি এবং তার সাথে ভাগীদার হওয়ার আনন্দ থেকে নিজেই বঞ্চিত হব। তবে রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে আমার দুটো কথা শোনার বাসনা করা হচ্ছে বলে এই লেখাটি পাঠাচ্ছি।

প্রথমেই আমি তোমাদের, অর্থাৎ হোমের মেয়েদের অভিনন্দন জানাই। তোমাদের মতো যারা হোমে থেকে পড়াশুনা ও সেবা পেয়ে বিগত পঁচিশ বছরে চলে গেছে তাদের কথা ভেবেও আমি আনন্দ অনুভব করছি। তোমরা যে ভালবাসা ও যত্ন মণ্ডলীর কাছ থেকে এবং এল.এইচ.সি সিস্টারদের কাছ থেকে পেয়েছো তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। যারা পরিচালনা ও সেবা করে অবদান রেখে গেছেন বা এখনও রাখছেন, বিশেষ করে ফা: এজিয়, পিমে, অতীত ও বর্তমান পালকগণ, কানাডার লরেন দিদি এবং সি. অনু থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে সিস্টারগণ, তোমাদের যত্ন, ভালবাসা ও সেবা দিয়েছেন তাদেরকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সেন্ট মেরীস হোম প্রতিষ্ঠার ২৫টি বছর ইতিমধ্যে পার হয়ে গেল তা ভাবতেই অবাক লাগছে। মনে হচ্ছে এটা যেন সেদিনকার ঘটনা। মণ্ডলীতে যে-প্রতিষ্ঠান ভালভাবে চলে সেগুলোর বয়স বাড়ে না, বয়স সাধারণত গণনা করাও হয় না। কারণ সেটা অতীতের ইতিহাস নয় বর্তমানে চলমান।

মহান জুবিলী ২০০০ বর্ষ ছিল সেন্ট মেরীস হোমের জন্ম। সেন্ট মেরীস হোম জন্ম গ্রহণ করল যিশুর জন্মের ২০০০ বছরের পূর্তিতে। আর আজ যিশুর জন্মের ২০২৫ বছরের পূর্তির পুণ্যবর্ষে পালিত হচ্ছে হোমের ২৫ বছরের পূর্তি । এটা তো অবশ্যয়ী একটি অর্থপূর্ণ ও স্মরণীয় ঘটনা। মণ্ডলীর প্রতিটি পুণ্যবর্ষে সেন্ট মেরীস হোম ভবিষ্যতেও জয়ন্তী হিসেবে পালিত হোক, সেই আশা পোষণ করি।

মহান জুবিলী-২০০০ বর্ষকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে সবার সাথে আলোচনা করে চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কয়েকটি দৃশ্যমান নিদর্শন নির্মাণ করা যা মহান জুবিলী-২০০০কে চলমান করে রাখবে। সেই দৃশ্যমান নিদর্শনের মধ্যে সেন্ট মেরীস হোম ছিল একটি। এই দৃশ্যমান প্রৈরিতিক কাজের ধর্মীয় অর্থ কী ছিল? স্বর্গস্থ পিতার বক্ষ থেকে যিশু এসেছিলেন এই জগতে সকল ঐশরত্ব শূণ্য করে, সাধারণ মানুষের মাঝে বাস করতে, মানুষকে ভালবাসতে ও যত্ন নিতে। সেন্ট মেরীস হোম যিশুর সেই ভালবাসা ও যত্নের নিদর্শন স্বরূপ দীন মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে থাকবে। এই হোমটির মাধ্যমে মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘের সিস্টারগণ তাদের আত্মিক দান ও প্রেরণা দৃশ্যমান করবে যুগ যুগ ধরে।

তৎকালীন চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসে ইতিমধ্যে ছেলেদের জন্য "সেন্ট যোসেফ হোম" স্থাপন করা হয়েছিল পাদ্রীশিবপুরে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীতে দশ বছর পর হোমটি স্থানান্তরিত করা হয় গৌরনদী মিশন কম্পাউন্ডে ২০০২ খ্রিস্টাব্দে। আমাদের চিন্তা ছিল গরিব ছেলেদের যেমন একটি হোম আছে, মেয়েদের জন্যও একটি হোম প্রয়োজন, যাতে দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা পড়াশুনা করতে পারে এবং খ্রিস্টীয় জীবনে ভাল গঠন লাভ করতে পারে। এটাই ছিল স্বপ্ন! পঁচিশ বছর ধরে সেই স্বপ্নের পূর্তায়ন।

পরিশেষে জয়ন্তী উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিবাদন ও অভিনন্দন জানাই। সবাইকে প্রদান করি ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

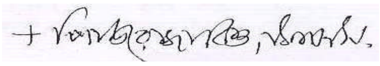

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের প্রাক্তন ধর্মপাল

জাতীয় জুবিলী-উৎসব "আশার তীর্থযাত্রী আমরা"

মণ্ডলীর ২০২৫ জুবিলীবর্ষ ও পুণ্যবর্ষ

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শুরু হয়েছিল ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন বিশ্বজনীন মণ্ডলীর নিকট আহ্বান করে বলেছিলেন: "মণ্ডলীর জানালা খুলে দাও।"

যুগ যুগ ধরে প্রতিটি পুণ্যবর্ষে খ্রিস্টমণ্ডলীর কাছে আহ্বান আসে: "মণ্ডলীর দরজা খুলে দাও"। সেই আহ্বানে জাতীয় ভাবে জুবিলী-২০২৫-এর পুণ্যবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পুণ্যকর্ম হচ্ছে উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করা, আর সেই দ্বার হচ্ছেন খ্রিস্ট যিশু নিজে। কিছু ক্ষণ আগে এই মন্দিরের উন্মুক্ত দ্বার ভক্তিভরে স্পর্শ করে প্রবেশ করে প্রবেশ করেছি।

জাতীয় পর্যায়ে পুণ্যবর্ষ পালন করতে এসে এই মুহূর্তে স্মরণ পড়ছে ১২৬ নয় সাম-গীতিকারের কথা: "যারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বীজ বুনে যায়, আনন্দের গান গাইতে গাইতে তার ফসল তুলে আনে" (৪-৫)। আজকের আমাদের এই আনন্দ-উৎসব মূলত তাই, নাচে-গানে-আনন্দ-উৎসবে এবং কৃতজ্ঞতা-প্রশংসা-স্তুতিতে, খ্রিস্টযাগ-উপাসনায় একত্রিত হয়ে আমরা পুণ্যবর্ষের ফসল সংগ্রহ করছি।

জুবিলী-২০২৫ বর্ষ এবং পুণ্যবর্ষের প্রত্যাশা

দীর্ঘ তিনটি বছরের সিনড প্রক্রিয়ায় মণ্ডলীর পথ চলা ছিল আমাদের এক অভিনব পূর্বপ্রস্তুতি। পূর্বপ্রস্তুতির একটি মহা লগ্নে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ৯ মে, পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিস্টাব্দকে "আশার তীর্থযাত্রী আমরা" শিরোনামে মূলভাবনা দিয়ে ৩১তম জুবিলী বর্ষকে পুণ্যবর্ষ বলে ঘোষণা করেন। ঘোষণাপত্রটির প্রেরণার বাণী ছিল: "আশা আমাদের ছলনা করে না, কারণ এই আশা ঈশ্বরের ভালবাসার নিশ্চয়তা দান করে (রোমীয় ৫:৫)।

পোপ ফ্রান্সিস পুণ্যবর্ষ উপলক্ষে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি একান্ত বাসনা করেছিলেন পুণ্যবর্ষ তিনি গোটা বিশ্বমণ্ডলীর সাথে পালন করবেন নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ঈশ্বর তাকে পুণ্যধামে নিয়ে গেলেন এ বছরের পুনরুত্থান পর্বের পরের দিন, ২১ এপ্রিল।

পোপ মহোদয়ের বাসনা ছিল: পুণ্যবর্ষ অনেকের জীবনে আশা নবায়ন করার সুযোগ দান করবে। মঙ্গলবাণী ঘোষণা করার এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। জুবিলীর আবেদন মণ্ডলীর সীমানা পেরিয়ে প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌছে যাবে কেননা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য আশা রয়েছে।

পোপ ফ্রান্সিস প্রত্যাশা করেছেন জুবিলী- ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের জুবিলী হবে সমগ্র মণ্ডলীর জন্য একটি বিশেষ অনুগ্রহের মুহূর্ত যখন খ্রিষ্টবিশ্বাসী জনগণ তাদের বিশ্বাস, লোকভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের এক সুবর্ণ সুযোগ পাবে।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাম্প্রতিক জগতের অবস্থা যদিও তীর্থের পরিপন্থী, তথাপি তীর্থ সবসময় আশা জাগ্রত করে। বর্তমান কালের সকল নেতিবাচক পরিস্থিতিতে একমাত্র আশা পারে সকল অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন: "জুবিলী সবসময়ই এমন একটি ঘটনা যা মণ্ডলীর জন্য আধ্যাত্মিক, মাণ্ডলিক এবং সামাজিক তাৎপর্য বহন করে।" যুগ যুগ ধরে প্রভুর ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়, পরিবার ও শত্রুপক্ষদের মধ্যে মৈত্রীভাব স্থাপন করা হয়, যীশুর দিকে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ও ঐশ করুণার দ্বারা অন্তর উন্মুক্ত করা হয়।

পোপ ফ্রান্সিস বলেন: "পুন্যবর্ষে রোম নগরীতে বিভিন্ন দল বা শ্রেণির জন্য তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। তবে শুধু রোমে নয়, প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলী, তার আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসারে, নিজস্ব ভাষা ও প্রতীক-চিহ্নের মাধ্যমে জনগণ প্রকাশ করবে তাদের খ্রিষ্টবিশ্বাস, তারা সাক্ষ্যদান করবে এবং উৎসব-উদ্‌যাপন করবে।"

পুণ্যবর্ষে মণ্ডলীর অভিজ্ঞতা

কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাস – প্রায় দুই হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাস। তথাপি মণ্ডলী বুড়ো হয়ে যায়নি। মণ্ডলী সর্বদাই যুব, যৌবনে তার অবস্থান, প্রতিনিয়তই যেন মণ্ডলীর বসন্তকাল: সর্বদাই সজীব, সক্রিয় ও সতেজ।

জুবিলী বর্ষের প্রস্তুতি স্বরূপ দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নবায়নের *(agiornamento)* আহ্বান মণ্ডলীতে প্রচারিত হয়েছিল, প্রস্তুতিপর্বে আমরা অংশগ্রহণ করেছি এবং আশার তীর্থযাত্রায় পুণ্যবর্ষে আমরা প্রবেশ করেছি।

জুবিলীবর্ষে **মণ্ডলী যে মিলন-সমাজ** তা উদযাপন করেছি পবিত্র ত্রিত্বের মিলনের একাত্মতায় ও আদর্শে, যাজক-সন্ন্যাসব্রতী-ভক্তজনগণের সম্মিলিত যাত্রায়। **মণ্ডলী যে অংশগ্রহণমূলক** তা উদযাপন করেছি খ্রিস্টের নিগুঢ় দেহের অঙ্গ রূপে যার মধ্যে রয়েছে স্বতন্ত্র মর্যাদা ও ভূমিকা। **মণ্ডলী যে মিশনারি বা প্রেরণধর্মী,** তা আমরা উদযাপন করেছি দীক্ষিত মিশনারি হিসেবে। বিশ্বজনীন ও স্থানীয় মণ্ডলীতে একসঙ্গে যাত্রা করে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হিসেবে উদযাপনের মধ্য দিয়ে মিলন, অংশগ্রহণ ও মিশন প্রকাশিত হয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

(১) বন্ধু যিশু সংঘের ভক্তজনগণের সঙ্গে দুইটি তীর্থযাত্রা, বছরে চারবার নির্জন ধ্যান-সভা এবং প্রতিদিনের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পুণ্যবর্ষ উদযাপন।
(২) ভাটিকান থেকে আগত কার্ডিনাল কোভাকাড ও সহকর্মীদের উপস্থিতিতে, সর্বজনীন ভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে একত্রে সপ্তাহব্যাপী আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পুণ্যবর্ষ উদযাপন।
(৩) ভাটিকানের "সমন্বিত মানব-উন্নয়ন" মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্ডিনাল চেরনীর উপস্থিতিতে, চারদিনের কর্মসূচির মাধ্যমে, ভালাবাসা, সেবা ও দয়ার কাজে সম্পৃক্ত দীনজনদের স্মরণ করে এবং মণ্ডলীর বহু মানব-উন্নয়ন সংগঠন ও কর্মীদের সাথে একাত্ম হয়ে মণ্ডলীর সমন্বিত মানব-উন্নয়ন আদর্শ উদযাপন।
(৪) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের ১৭০০ বছরের পূর্তিতে, আন্তঃমাণ্ডলিক ভাবে সর্বখ্রিস্টান কনফারেন্সের মাধ্যমে নিসীয় বিশ্বাসের ঐক্য উদযাপন।
(৫) প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যু ও স্মরণসভা এবং পোপ লিও'র নির্বাচন ছিল বিশ্বের এবং স্থানীয় মণ্ডলীর জন্য ছিল পুণ্যবর্ষের আরেকটি বৃহৎ কর্মসূচি যা আমরা পরিকল্পনা করিনি, স্বয়ং পবিত্র আত্মাই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন এবং প্রচুর ফসল সেখান থেকে উৎপাদিত হয়েছে।
(৬) বিশ্বমণ্ডলীতে এবং স্থানীয় মণ্ডলীতে বিভিন্ন দলে দলে তীর্থযাত্রা পুণ্যবর্ষের মধ্যে ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রসারিত কর্মসূচি।
(৭) রোমে প্রয়াত ৭জন পোপের কবর-পরিদর্শন ও প্রার্থনা, ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল স্রাইন, মন্ট্রিয়ালের সেন্ট যোসেফ স্রাইনে তীর্থযাত্রা এবং প্রবাসে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশের খ্রিস্টানদেরকে মিশনারি ভূমিকায় উদ্দীপিত করা ছিল আমার একটি ব্যক্তিগত বিশেষ কর্মসূচি।
(৮) পুন্যবর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন ঘটনা ও শিক্ষা নিয়ে লেখালেখি ও শেয়ারিং ছিল আরেকটি ধ্যান ও সেবা।

সর্বশেষে – আজকের জাতীয় জুবিলী উদযাপন – ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ সংগ্রহণ হচ্ছে পুণ্যবর্ষের একটি সুন্দর আধ্যাত্মিক ও মাণ্ডলিক ঘটনা।

নভেম্বর ৮ তারিখে, রমনা কাথিড্রাল গির্জায় জাতীয় জুবিলী উৎসবে মহাখ্রিস্টযাগের সমাপনী বক্তব্য